

গীতমালা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-কুল-ভিলক-শ্রীমকিশোরীমোহন গোস্বামি-স্মৃ-ন-

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-বিরচিত।

কলিকাতা,

১৮৯২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাণী ষ্টীম-প্রেস-প্রেস হইতে

অরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮ সাল।

মূল্য ৥০ আট আনা মাত্র।

ভূমিকা ।

গীতমালার রচয়িতা বিখ্যাত রামরসায়ন-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রত্নন্দন গোস্বামী। প্রায় ১০০ শত বৎসরের অধিক হইল গোস্বামী মহাশয় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর কবিত্ব ও সুকোমল রচনাপাণ্ডিত্য দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষার জয়দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত যে সকল সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালী গ্রন্থ আছে, এই রস-ভাবময় গ্রন্থখানি তাহারই অত্যন্তম। শ্রীমদাগবতের দশম স্কন্ধ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল মধুর লীলা বিষয় বর্ণিত আছে, এই গ্রন্থখানি তদবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। তবে কবি ইচ্ছামত কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বা বিস্তৃতরূপে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার গীতমালা ত্রিশটি গ্রন্থে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক একটা গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের এক একটা লীলা কথা গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, দ্বিতীয়ে নন্দোৎসব, তৃতীয়ে প্রথম বালালীলা, এইরূপে ক্রমে মধ্যবালালীলা, শেষবালালীলা এবং দোল রাস প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধলীলা, রাধিকার ত্রিবিধ নিরুহ, ও পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনরায় সম্মিলন এই সকল অতি মধুর ভাবে কীৰ্ত্তিত আছে। গ্রন্থকার রামরসায়নের জায় ইহারও স্থানে স্থানে হইল, 'আইস' ইত্যাদি পদের পরিবর্তে 'হলা' 'মাত্র' প্রভৃতি কয়েককটা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা কবির নিরুদ্বিগ্নতার অথবা সে কালের প্রচলিত শব্দের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া অবিকল তাহাই রাখিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থ পূর্বে আর কোথা হইতেও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা বড়শয়ে গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি আনিয়া তাহার পাঠ অনুসারে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। এখন সঙ্কদঙ্ক পাঠকবর্গের নিকট ইহার সমাদর হইলেই প্রকৃত কবিত্বের গৌরব রক্ষা হয়।

বঙ্গবাসী কার্যালয় ৩৮২ তবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রাট কলিকাতা।

সন ১৩০৮। চৈত্র।

4

1

সূচি-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম গ্রন্থন—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	১
২য় গ্রন্থন—শ্রীলক্ষ্মীসংসব	৩
৩য় গ্রন্থন—প্রথম-বালালীলা	৭
৪র্থ গ্রন্থন—মধ্য-বালালীলা	৮
৫ম গ্রন্থন—শেষ-বালালীলা	১০
৬ষ্ঠ গ্রন্থন—বৎস-চারণ-লীলা	১৩
৭ম গ্রন্থন—গোচারণ-লীলা	১৬
৮ম গ্রন্থন—শ্রীরাধিকার পূর্বরূপ	২১
৯ম গ্রন্থন—অনুরূপ	৩১
১০ম গ্রন্থন—বাসক-সঙ্কট	৩৪
১১শ গ্রন্থন—উৎকৃষ্টিতা	৩৬
১২শ গ্রন্থন—বিশ্রলতা	৩৭
১৩শ গ্রন্থন—গণ্ডিতা	৩৮
১৪শ গ্রন্থন—কলহাতুরিতা	৪১
১৫শ গ্রন্থন—স্বাদীন-ভট্টকা	৪৩
১৬শ গ্রন্থন—রাধিকার রাজ্য	৪৪
১৭শ গ্রন্থন—ছদ্মভিত্তিক	৪৭
১৮শ গ্রন্থন—দান-লীলা	৪৯
১৯শ গ্রন্থন—নৌ-খেলা	৫৪
২০শ গ্রন্থন—কলঙ্গ-ভঞ্জন	৫৭
২১শ গ্রন্থন—রাগোদ্ভাঙ্গ	৬১
২২শ গ্রন্থন—প্রেমবৈচিত্র্য	৬৮
২৩শ গ্রন্থন—শয্যাখান	৭০
২৪শ গ্রন্থন—দোল-যাত্রা	৭১
২৫শ গ্রন্থন—বাসন্তিক রাস-যাত্রা	৭৭
২৬শ গ্রন্থন—হিন্দোল-যাত্রা	৮১
২৭শ গ্রন্থন—রাস-যাত্রা	৮৩
২৮শ গ্রন্থন—প্রোমিত-ভট্টকা	৯৩
২৯শ গ্রন্থন—ভবন-বিরহ	৯৪
৩০শ গ্রন্থন—ভূত-বিরহ	৯৬

সূচি-পত্র সমাপ্ত ।

গীতমালা।



প্রথম গ্রন্থন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-বর্ণন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণো জয়তাম্।

গোরো হরিবিজয়তাং স্বপাৰ্ধিগণাবৃতঃ।
রাধাকৃষ্ণো চ জয়তাং গোপগোপীসমধিতো
নিত্যানন্দকুলোদ্ভূত-কিশোরী-মোহনায়জঃ।
গীতমালাং বিতমুতে গোপ্যামী রঘুনন্দনঃ॥
তত্রাদৌ শ্রীকৃষ্ণ জয়লীলা গায়তে।

কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায়।

জম্বীলা গোরা নদীয়ায় ॥ ১

ফাঙ্কন মাসের পৌর্ণমাসী।

পূর্ণবৎসর নৌ তারাংশী ॥ ২

রাহ শশধর পরাসিল।

হরিনামে ভুবন ভরিল ॥ ৩

প্রসন্ন হইল দিক্‌ সব।

সকলের মনে মহোৎসব ॥ ৪

প্রভু জনমিলা হেন বেলে।

শ্রীরঘুনন্দন নাচি বুলে ॥ ৫

শুভ ভাদ্রপদমাস, কৃষ্ণপক্ষ পরকাশ,

অষ্টমী রোহিণী বুধবার।

অর্ধরাত্রি শুভক্ষণ, শুভদৃষ্টি গ্রহগণ,

শুভস্থানে করিলা সগণ ॥ ৬

সুপ্রসন্ন দিক্‌ সব, নাহি কোনো উপদ্রব,

পগনে উদয় তারাগণ।

হৃদয় বস বত, স্থানে স্থানে হুগা কত,

বসুমতী আনন্দিত-মন ॥ ৭

বুহুস্মিত সব বন, ডাকে অলি পক্ষিগণ,
জল সব নিখল হইল।

কত্‌ যাহা নাহি শুনি, পদ্মিনী কুমুদিনী,
এককালে দুই বিকশিল ॥ ৮

শুনীতল ভাঙগন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ,
প্রসন্ন হইল সাধু-মন।

আগতি প্রদান নাই, তত্‌ জলে হুথ পাই,
দ্বিজেন্দ্রের যজ্ঞের দহন ॥ ৯

মুনিগণ করে স্তুতি, নাচে বিন্যাসরীততি,
গন্ধর্ব্বকিম্বরে গান করে।

সিদ্ধ সাধ্য দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
জয়ধ্বনি করে উচ্চসরে ॥ ১০

আনন্দিত সিদ্ধসব, করে কল কল রব,
মন্দ মন্দ জলদ গর্জয়।

শ্রীরঘুনন্দন ভণে, এই মত শুভক্ষণে,
কারাগারে প্রভুর উদয় ॥ ১১

অপরূপ পুত্র দেখি দেবকী হৃদয়ী।

কহিছেন বহুদেবে সম্বোধন করি ॥ ১২

উঠ উঠ প্রাণনাথ নিদ্রা উপেথিয়া।

জনম সকল কর তনয় দেখিয়া ॥ ১৩

নবজলধর-শ্যাম দীর্ঘ ভুজ চারি।

তাহে দেখ শঙ্খ-চক্র-পদা-পঙ্ক-ধারী ॥ ১৪

দেখহ ত্রীবৎসচক্র বৃক্কের উপরে।

কর্ণেতে কৌন্তভমণি ঝলমল করে ॥ ১৫

পাঁতাস্বর পরিধান গলে বনমালা।

মণিময় মুকুট মস্তকে করে আলা ॥ ১৬

সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে নানা অলঙ্কার।

এমত নন্দন ত্রিভুবনে হয় কার ॥ ১৭

শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ভাগ্যবতি ।

তোমা বিনে প্রসন্নিব আর কে শ্রীপতি ॥ ১৮

বহুদেব দেবিয়া নন্দন

অদভুত আনন্দে মগন ॥ ১৯

রোমাক্তি হলা কলেবর ।

অক্ষয়ল গলে কর বর ॥ ২০

মনে মনে করেন ভাবনা ।

একি মোর সৌভাগ্য-ঘটনা ॥ ২১

যোগীর অদৃশ্য ভগবান ।

একি হল্যা আমায় সন্তান ॥ ২২

আর ভয় করিয়ে কাহারে ।

তরিলাম অপার সংসারে ॥ ২৩

এক বড় খেদ হল্যা চিতে ।

না পাইল উৎসব করিতে ॥ ২৪

যদি মুক্ত হই এ বন্ধনে ।

দিব গাবী অযুত ব্রাহ্মণে ॥ ২৫

নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন ।

তব আশা হইবে পূরণ ॥ ২৬

বহুদেব নিজ সুতে, ঈশ্বর আনিয়া চিতে,

ভক্তিভাবে হয়্যা ষোড়পাণি ।

নয়নে সলিল বারে, প্রেমে গদগদ স্বরে,

নিবেদন করে স্তুতি বাণী ॥ ২৭

প্রভু তোহে আনিয়াছি আমি ।

সজিত পরমানন্দ, সংসার-শাখীর কন্দ,

তুমি হও প্রকৃতির স্বামী ॥ ২৮

মায়ায়ে করিয়া ছার, সজিয়াছ এ সংসার,

পূর্বে তুমি নিজ-শক্তি-বলে ।

পালন করহ তারে, নানামত অবতারে,

সংহারিবে পুন অঙ্কালে ॥ ২৯

সম্প্রতি অশ্রুভারে, ভীত দেখি বহুধারে,

জনমিলে আমার ভবনে ।

বধিয়া সকল দুষ্ট, নাশিবে দেবতা-কষ্ট,

হৃষিত করিবে সাধু-জনে ॥ ৩০

এই দুষ্ট কংসাসুরে, এখনি কি বম-পূরে,

পাঠাইবে করিয়া সমর ।

কিহা নন্দ-নীলা করি, বধিবেন এই বৈদী,

দশাননে যেন রঘুবর ॥ ৩১

শ্রীদেবকী কংসভয়ে অধিক কাতর ।

নিবেদন করেন হইয়া ষোড়-কর ॥ ৩২

প্রভু বুঝিলাম আমি তুমি ভগবান ।

জনমিলে ভগতে করিতে পরিত্রাণ ॥ ৩৩

তোমার চরণ যেই করয়ে আশ্রয় ।

যুচি যায় তার যত্ন-ভূজগের ভয় ॥ ৩৪

অহএ কংসাসুর হতো মো সবারে ।

রক্ষা কর কৃপা করি যে কোনো প্রকারে ॥ ৩৫

এই চতুর্ভুজ-রূপ কর মগ্নরূপ ।

দেখিতে না পায় যেন ইহা কোনো জন ॥ ৩৬

নরাকৃতি হয়্যাছিল্যা যেন রঘুবর ।

প্রকাশিতে উচিত তেনই কলেবর ॥ ৩৭

জনক-জননী-বাণী, শুনি প্রভু চক্ৰপাণি,

কহিছেন তাহাদের প্রতি ।

শুন তোরা মোর কথা, তেজহ সকল বাখা,

নাহি কর কাহারেও ভীতি ॥ ৩৮

কিছুদিন কর প্রতীক্ষণ ।

এইরূপ আচ্ছাদিয়া, নরলীলা প্রকাশিয়া,

কংসাসুরে করিব নাশন ॥ ৩৯

সম্প্রতি আমারে নিয়া, গোবল নগরে গিয়া,

স্থাপন করহ নন্দ-স্বরে ।

তাঁর কন্যা আন স্বরে, সেহ দুষ্ট কংসাসুরে,

বন্দিয়া যাইবে স্থানান্তরে ॥ ৪০

কহিতে কহিতে এই, আচ্ছাদিলা রূপ সেই,

অঙ্গ শঙ্গ বসন ভূষণ ।

প্রকৃত বালক যেন, হইলেন প্রভু তেন,

বলি হারি এ রঘুনন্দন ॥ ৪১

দেবিয়া বালক-রূপ হরি ।

দেবকী কহেন কোলে করি ॥ ৪২

যত্নবর দেখিছ নন্দন ।

দেখি যুড়াইল প্রাণমন ॥ ৪৩

একি হয় অস্তুর লাভবী ।

নয়ন আনিতে নারি টানি ॥ ৪৪

কিবা শিশু-সমান বদন ।

পদ-দল ভিনিয়া নয়ন ॥ ৪৫

জবাফুল-সমান অধর ।

কোকনদ হেন হই কর ॥ ৪৬

নাভি ভতি পতীর সুন্দর ।
 পদতল পল্লব-সৌসর ॥ ৪৭
 তাহে দেখি নানা মত চিন ।
 ধ্বজ-বস্ত্র-পদ্ম-বব-মৌন ॥ ৪৮
 আমি বড় অভাগী জগতে ।
 না পাইনু এ পুত্র পালিতে ॥ ৪৯
 রঘুনন্দনের এই মতি ।
 পালিবে যে বড় ভাগ্যবতী ॥ ৫০
 তবে বহুদেব স্নেহে কোলেতে লইয়া ।
 গোকুলে চলিলা গৃহ বাহির হইয়া ॥ ৫১
 তাহা দেখি দেবকী কহেন চুধি-মন ।
 প্রাণনাথ দাঁড়াও দাঁড়াও একক্ষণ ॥ ৫২
 জনমের মত পুত্র দেখি একবার ।
 এপুত্র তেজিয়া আমি না ঠাচিব আর ॥ ৫৩
 ষিক্ ষিক্ ষিক্ রক্ত আমা সবাকারে ।
 না পাইনু এমন তনয় পালিবারে ॥ ৫৪
 যশোদাতী সখী বড় ভাগ্যবতী হয় ।
 পালন করিবে যেক এমন তনয় ॥ ৫৫
 স্তন পাম করাইবে কোলেতে লইয়া ।
 নাচাইবে হৃদয়ের উপরি রাখিয়া ॥ ৫৬
 মা মা বলি তারে যবে এ পুত্র ডাকিবে ।
 কত সুখে সখী তবে নিমগ্ন হইবে ॥ ৫৭
 শ্রীরঘুনন্দন কহে স্তন ঠাকুরাণী ॥
 যশোদার ভাগ্য নাহি জানে শূলপাণি ॥ ৫৮

তবে বহুদেব, লয়া দেবদেব,
 আইলা যখন দ্বারে ।
 কপাট শিকল, বলিলা সকল,
 কেহ না জানিলা তারে ॥ ৫৯
 তবে ঠাঁই যান পথে ।
 দেখি মেঘগণ, জল কণ-কণ,
 বরিষায় হরিমাথে ॥ ৬০
 তাহা নিবারণ, করিবারে মন,
 করিয়া আসিয়া শেষ ।
 কণা ছত্র ধরি, পাছে অনুসরি,
 চলিলেন প্রেমাবেশ ॥ ৬১
 তবে বিজরাজ, মনে সুখি কাজ,
 উদয় করিলা সুখী ।

তাহে তম নাশ, হল্য পরকাশ,
 বহু যান পথ দেখি ॥ ৬২
 তপন-নন্দিনী, দেখি যজ্ঞমণি,
 স্বকিত করিয়া নৌরে ।
 তাঁরে পথ দিলা, যেন দিয়াছিল্য,
 নদী-পতি রঘু বীরে ॥ ৬৩
 নদী পার হইয়া, গোকুলেতে গিয়া
 প্রবেশিয়া নন্দ-ঘরে ।
 দেখে এক সূতা, রূপগুণ-যুতা,
 যশোদা-শ্রমলোপরে ॥ ৬৪
 নিভ হুত যুয়া, সেই কণ্ডা লয়া,
 বহুদেব গেল চলি ।
 শ্রীরঘুনন্দন, আনন্দে মগন,
 নাচে দিয়া করতালী ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমৎকলিযুগ-পাবনাবতারভগবদ্গীতা-
 নন্দবংশাবতঃস শ্রীকৃষ্ণোদ্যোহন-গোবিন্দ-
 স্তন-শ্রীরঘুনন্দন-গোবিন্দ-বিরচিতায়াং
 গীতমালায়াং শ্রীকৃষ্ণ-জগদীশা-
 বর্ণনং নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥১॥

দ্বিতীয় গ্রন্থন ।

অথ শ্রীনন্দোৎসব ।

শচী দেবী নিরখিয়া নবীন কুমার ।
 ডুবি গেল্য প্রেমানন্দ-সাগর-মাকার ॥ ১
 জগন্নাথ-মিশ্র দেখি তনয়ের মুখ ।
 কে কহিতে পারে পাইলেন যেই সুখ ॥ ২
 পুরোহিতে ডাকি আনি করি পদ্মাবান ।
 যতক-সংস্কার কৈলা যে আছে বিধান ॥ ৩
 ত্র্যক্ষণে দিলেন ধেমু বস্ত্র-অলঙ্কার ।
 গায়ক বাদক নটে করিলা সংস্কার ॥ ৪
 পুর-নারী সব আসি শিশু নিরখিয়া ।
 আনন্দ উৎসব করে সুখিত হইয়া ॥ ৫
 আনন্দিত হইল সকল ক্রিষ্ণবন ।
 করতালী দিয়া নাচে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬

গীতমালা।

দেখি নিশা-অবসান, নরাকৃতি ভগবান
লালা করি কান্দিতে লাগিলা।
তাঁহে নিদ্রা গেল চলি, যশোমতি আঁধি মেলি,
আপনার তনয় দেখিলা ॥ ৭
দেখিয়া স্তম্ভিত হল্যা মুখে।
নয়নেতে অশ্রু বারে, স্তন ফাটে ক্ষীর-ভরে,
বচন ক্ষুরয়ে নাহি মুখে ॥ ৮
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, কাছে আসি দানী সব,
শয়নেতে বালক হেরিয়া।
আনন্দে হইলা ভোর, নয়নে গলয়ে লোর,
সবে তারা কহিতে লাগিলা ॥ ৯
এ কি ইন্দ্রনীলমণি, কি বা নব-মেখখানি,
কি বা নীল-কুবলয়-মালা।
কি বা যশোদার স্নাত, হইয়াছে অদভুত,
গৃহ মাঝে করি আছে আলা ॥ ১০
কহি কহি কাছে গিয়া, শিশু কোলে তুলি নিয়া,
ভাল মতে করিয়া দর্শন।
পুত্র বটে পুত্র বটে, এই বার বার রটে,
আনন্দেতে হইয়া মগন ॥ ১১
পুত্র পুত্র বাণী শুনি, চেতন পাইয়া রাগি,
নিরখয়ে পুত্রের বদন।
শ্রীরঘুনন্দন-দাস, গিয়া বজরাজ-পাশ,
শুভকথা কৈলা নিবেদন ॥ ১২
স্নাত-উতপতি, শুনি ব্রজপতি,
উলসিত মুখ-ভরে।
এ কি ভাগ্য বলি, মহাকুতূহলী,
চলিলা স্তম্ভিতা-বরে ॥ ১৩
তাঁয়ে দেখি ধাত্রীগণ।
হাসিয়া হাসিয়া, কপাট অর্পিয়া,
ঘায় কৈল আবরণ ॥ ১৪
ব্রজপতি কহে, এ উচিত নহে,
ঘায় কর বিমোচন।
পুত্র-মুখ হেরি, সহিতে না পারি,
ইথে সৌগ এক জন ॥ ১৫
কহে ধাত্রীগণ, দিয়া খেহু ধন,
মো দিগে ভূষিবে হবে।
আপন কুমারে, পাবে দেখিবারে,
মহারাজ ভূমি তবে ॥ ১৬

ব্রজপতি কন, চাহিবে যে ধন,
তোমরা তাহাই দিব।
দেখাইবে স্নাত, জনমের মত,
এই পণে বিকাইব ॥ ১৭
তবে ধাত্রীগণ, কপাট মোচন,
করিল সানন্দ-চিত্তে।
শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
মহারাজ দেখ স্নাতে ॥ ১৮
ব্রজরাজ করি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ।
হইলা পরমানন্দ-সমুদ্রে মগন ॥ ১৯
স্তম্ভিত হইলা তাঁর সব কলেবর।
নয়নেতে অশ্রুজল গলে বর বর ॥ ২০
তবে গদগদপরে ব্রজরাজ কয়।
একি বিধি হল্য এত মো-দিগে সদয় ॥ ২১
কৃপা করি দিলে যেই পুত্র অপরূপ।
অনুমান করি এহ আনন্দ-পরূপ ॥ ২২
ইহার যে অঙ্গে মন নয়ন পড়িছে।
দেখিতেছি তাহা হতো উঠিতে নারিছে ॥ ২৩
যদি ঠাচি থাকে এহ দেবতা-কৃপায়।
তবে আমি কৃতার্থ হইব সর্সথায়ে ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজপতি।
তোমার পুত্রের নাহি কখনো ব্যাহতি ॥ ২৫
তবে নন্দ ব্রজপতি, অতিআনন্দিত মতি
আনাইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
যথা বিধি মান করি, বসন ভূষণ পরি,
করিলেন সস্ত্যাদি বাচন ॥ ২৬
করি পিতৃ-দেবার্চন, জাতকর্মা আচরণ,
করে যথা বেদের বিধান।
অলঙ্কার-বিভূষিত, পট বস্ত্র-আচ্ছাদিত,
বিশ-লক্ষ খেহু কৈলা দান ॥ ২৭
নানা রহে অলঙ্কৃত, স্বর্ণ-পট-সমাবৃত,
দিল্য সাত তিলের পর্বত।
স্বর্ণ রূপা অলঙ্কার, অন্ন বস্ত্র পরিদার,
দিল্য যত কহিব তা কত ॥ ২৮
নগরের পথ-ধারে, আর সব গৃহঘারে,
রজ্জা ওরু করল্যা রোপণ।
ভূণ ব্রী দূর করি, ছড়াইল পঙ্ক-বারি,
দিল্য কত পতাকা ভোরণ ॥ ২৯

পাবী বুধ যত ছিল, গাহাদিকে মাখাইল,
 তেল যত হরিদ্রা-মিশ্রিত ।
 শিরে দিলা শিখিপুচ্ছ, গলে মুক্তামালা গুচ্ছ,
 চিত্র পটে কৈলা আচ্ছাদিত ॥ ৩০
 নত বন্দী ভট্ট সব, পাঠ করে নানা শ্রব,
 গায়ক সকল গান করে ।
 নতক-সমূহ নাচে, তাহাদের পাছে পাছে,
 এ রত্নন্দন নাচি ফিরে ॥ ৩১
 নন্দ-সুত-ব্রহ্ম কথা শুনি গোপগণ ।
 প্রেমানন্দ পাথারেতে হইলা মগন ॥ ৩২
 দেখিতে যাইতে বড় উৎকণ্ঠা অস্থিরে ।
 বেশ করে তারা নিজ নিজ কলেবরে ॥ ৩৩
 পরিলা সুরঙ্গ জামা জরিতে যচিত ।
 বাক্সিলা শিরেতে পাণ রতনে জড়িত* ॥ ৩৪
 ঋগ্নের বাক্সিলা পট চিত্র চমৎকার ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল পরে গলে মোতিহার ॥ ৩৫
 কেহ কেহ কটিতে পরিলেক ধটা ।
 অঙ্গেতে মাখিল মনোহর বীর মাটী ॥ ৩৬
 উভ করি বন্ধন করিয়া সব তুল ।
 তাহে দিল শিখিপুচ্ছ কদম্বের তুল ॥ ৩৭
 পত্রের কুণ্ডল বন-ফল কাণে পরে ।
 গুজ্জাহার সমর্পিল বৃক্কের উপরে ॥ ৩৮
 কান্ধে লগ্যা দবি-দুর্গ-নবনীত-ভার ।
 নন্দের মন্দিরে চলে আনন্দ অপার ॥ ৩৯
 শ্রীরত্নন্দন আগে আসি তা সবারে ।
 আদর করিয়া নিল ভবন-মাঝারে ॥ ৪০
 দেখি তারা শ্রীানন্দ-ভনয় ।
 কেহ সবে সানন্দ-রুদয় ॥ ৪১
 হল্য ব্রজ-রাজের কুমার ॥
 একি শুভোদয় মো সবার ॥ ৪২
 তাহে পুন পরম সুন্দর ।
 দেখি মাত্র জুড়ায় অস্থর ॥ ৪৩
 একি ইন্দ্রনীলমণি-সারে ।
 গড়িয়াছে বিধাতা ইহারে ॥ ৪৪
 কি বা নব মেঘ চুয়াইয়া ।
 পড়িয়াছে কুতূকী হইয়া ॥ ৪৫

কিবা মুখ শশীর সমান ।
 কিবা দীপ প্রসন্ন নয়ান ॥ ৪৬
 কিবা নাসা উচ্চ সুগমন ।
 কিবা দীঘ বাজর বলন ॥ ৪৭
 কোকনদ ফিনি দুইকর ।
 কিবা বুক উচ্চ পরিসর ॥ ৪৮
 পদে চিহ্ন বিবিধ প্রকার ।
 ভাগ্যবান হবে এ কুমার ॥ ৪৯
 নিবেদয়ে শ্রীরত্নন্দন ।
 পুরুষ-উত্তম এঃ জন ॥ ৫০
 মাজত সব গোপনারী
 নন্দ-ভবন-গমানে ।
 শুনি যশোমতি-সুত-উতপতি,
 অতিশয় স্তম্ভমগনে ॥ ৫১
 করেতে করিয়া কোমল চীর,
 যতনে পুঁছিয়া সব শরীর,
 চিহ্নর আঁচরি বাক্সিলা লোটন,
 দিয়া মালতীর হার ।
 সিন্ধায় বাক্সিলা মুকতার সিন্ধি,
 জলদে যেমন তারকার পুঁতি,
 ললাটে দিল্লর চন্দন-বিদ্য,
 রচিলেন চমৎকার ॥ ৫২
 লিখিলা কপোলে পলদলাবলি,
 নয়নে কাজর দিলা ধরি ঘোঁ,
 কস্তুরী তিলক করিয়া নাসায়,
 বৃণ্ডল পরিলা কাণে ।
 কুচেতে লিখিয়া মকরী-জাল,
 বাক্সিলা বাচুলা কমিয়া ভাল,
 মুকতার দাম পদক হুঁহাম,
 গলে দিলা সুনিধান ॥ ৫৩
 কনকের তাড় পরিলা ভুজ্জ,
 করে কালা চড়ী গুজুরী রাজ্জ,
 কটিতে পরিলা বিচিত্র বসন,
 বাক্সিলা কিশকী-দাম ।
 ঘাবক-রসেতে অধিক রাস্তা,
 চরণে মঞ্জীর ঝালর-পাতা,
 চরণ তুলিতে বাজরে মধুর ।

পলিত-কনক রজত-রসে,
চিত্রিত উড়নৌ উচিত বাসে,
ঢাকিয়া অঙ্গ করিয়া রঙ্গ,
উপায়ন নিলা করে ।

নামক নামক নপুংস বাজে,
নিদ্দিয়া মাতল কুঞ্জর-রাজে,
করিল গমন শ্রীরঘুনন্দন,
তাহাদিগে অনুসরে ॥ ৫৫

যাইতে যাইতে পথে তারা এই কয় ।
সখীসব কতক্ষণে যাব নন্দালয় ॥ ৫৬
হইয়াছে অভিযয় উৎকণ্ঠিত মন ।
এক ক্ষণমাত্র নহে বিলম্ব সহন ॥ ৫৭
শুনিয়াছি হইয়াছে শিত চমৎকার ।
অতএব দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ॥ ৫৮
শুনি মাত্র এত স্নেহ হইছে তাহায় ।
পূর্ণ নিরখিলে নিজ পুত্র ভুলা যায় ॥ ৫৯
শ্রীরঘুনন্দন ভণে সপুত্র হইতে ।
তোমাদের স্নেহ বড় বটে নন্দমুখেতে ॥ ৬০

তবে গোপীগণ সতিকা-ভবন,
প্রবেশিয়া সুখিমনে ।
নব শিশু দেখি, অনিমিষ আঁখি,
কহিতেছে এ বচনে ॥ ৬১
একি ভাগ্য যশোদার ।

বলেতে যাহার, ভুবনের সার,
পাইলেক এ কুমার ॥ ৬২
একি নীলমণি, মিলায়া নবনী,
গড়িয়াছে এ বালকে ।
এমত লাবণী, না দেখি না শুনি,
কোথাও এ তিন লোকে ॥ ৬৩
কিবা কাল ঢল, কমলের ফুল,
জিনিয়া বদন খানি ।
প্রসন্ন দৌষল, নয়ন-যুগল,
নাসা তিল-ফুল মানি ॥ ৬৪
রাতুল অধর বুক পরিসর,
আজানু-লম্বিত বাই ।
ফুল-শওদল, জিনি করতল,
চরণ উপমা নাই ॥ ৬৫

ভুবন-মাক্ষার, এমত কুমার
কাহারো না দেখি শুনি ।
চিরজীবী করি, রাখন পুরারি,
শিবা আর রঘুমণি ॥ ৬৬

তবে দধি-দুগ্ধ-স্নাত-তৈল-নবনৌত- ।
হৃদ বিরচিলা গোপীগণ অগণিত ॥ ৬৭
তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ।
সকলের অঙ্গে দেয় হরসিত-হিয়া ॥ ৬৮
তুই তিন জন কোনো কোনো জনে ধরি ।
আনিয়া ডুবায় সেই হৃদের ভিতরি ॥ ৬৯
কেহ হৃদে থাকিয়া সিদ্বয়ে সব জনে ।
তাহে কত নদী বহে নন্দের অঙ্গনে ॥ ৭০
যশোদার যশোদেব নন্দেরে ধরিয়া ।
ডুবাইল আনি সেই হৃদেতে ফেলিয়া ॥ ৭১
তাহা দেখি সুনন্দ-নন্দন তুই ভাই ।
তাদিগেও সেই হৃদে দিলেন ফেলাই ॥ ৭২
তবে যশোদার ভগ্নী যত আসিছিল ।
সুনন্দ-নন্দন-মাথে দধি ঢালি দিল ॥ ৭৩
তারাও হৃদের দধি-হরিদ্রা লইয়া ।
তাহাদের অঙ্গে দেন কোতুক করিয়া ॥ ৭৪
এইরূপে যাবদীয় নর-নারীগণ ।
দধি দুগ্ধ তৈল ঘৃত করয়ে সেচন ॥ ৭৫
তার মাতা যে জন এ সব দ্রব্য চায় ।
শ্রীরঘুনন্দন তাহা আনিয়া যোগায় ॥ ৭৬

যত গোপীগণ, আনন্দিতমন,
উপেখিয়া লাজ ডরে ।
সেচে নিরবধি, দূত-তৈল দধি,
সুমধুর গান করে ॥ ৭৭
একি আজি মহোৎসব ।
নিজহৃত হৈলে, যে আনন্দ মিলে,
সেহ নহে যার লব ॥ ৭৮
রবি কৃপা করি, যদি অন্ত গিরি,
পরবেশ নাহি করে ।
তবে মোরাসব, করি মহোৎসব,
শিশু দেখিবারে ॥ ৭৯
যাকু গৃহ-কাজ, গুরুভর লাজ,
সকল শমন-পূরে ।

ছাড়িয়া এ হুথ, পরম কৌতুক,

যাইতে নারিব ঘরে ॥ ৮০

যশোদা-নন্দনে, না দেখি নয়নে,

স্থির হবে কেন চিত ।

শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,

এই বটে সমুচিত ॥ ৮১

নানা-বিধ বাদ্য আর নর্তনের সঙ্গে ।

মিশায়্যা পারক সব গান করে রঙ্গে ॥ ৮২

জয় জয় ব্রজরাজ গোপের প্রধান ।

ত্রিভুবনে নাই যার সম ভাগ্যবান ॥ ৮৩

অতি অদভুত সূত হইল যাতার ।

দেখি যারে হৃষিত হইবে এ সংসার ॥ ৮৪

হবামাত্র যদি শোভা ইহার এমন ।

না জানি যৌবন কালে হইবে কেমন ॥ ৮৫

অতএব আমাদের রাজার সমান ।

বামন দেবের পিতা নহে ভাগ্যবান ॥ ৮৬

শ্রীরঘুনন্দন পুত্র হুয়া ছিল যার ।

সেহ দশরথ-তুল্য না হয় ইহার ॥ ৮৭

নহুবাদ্য-গীত-ধ্বনি, শুনি গোপচুড়ামণি,

আনন্দেতে বিভোর হইল ।

তেজিয়া ধৈর্য লাঞ্জে, বাক্য-সমূহ-মাঞ্জে,

নাচি বারে আরহু করিলা ॥ ৮৮

তঁাহার নর্তন দেখি, যত গোপ মহাসুখী,

সকলেই লাগিলা নাচিতে ।

মুখে বলে ভালী ভালী, করতলে দেয় ভালী

ব্রজরাজে বেড়ি চারিভিতে ॥ ৮৯

কেহ কেহ লাঠী করে, কাঞ্চে নিয়া দধি-ভারে

আনন্দেতে করয়ে নর্তন ।

মাকো মাকো করে লয়া, দধি ঢুক ছড়াইয়া,

সকলেরে করয়ে সিকন ॥ ৯০

দূরে থাকে গোপীগণ, করি দধি নিক্ষেপণ,

শুভ শব্দ করে বার বার ।

সেইত মঙ্গল রব, গীত-বাদ্য-ধ্বনি সব,

ঢাকিল এ সকল সংসার ॥ ৯১

দেখি ভঞ্জে মহোৎসব, হর সিদ্ধ মুনিসব,

মাহুষের রূপ ধরি ধরি ।

গোপসকলের সঙ্গে, নৃত্য গান করে রঙ্গে,

শ্রীরঘুনন্দনে সঙ্গী করি ॥ ৯২

ব্রজা আর মুনিগণ ধরি বিশ্রবেশে ।

বেদ পড়ি নাচিছেন আনন্দ আবেশে ॥ ৯৩

মহাদেব নর্তনেতে বড়ই পণ্ডিত ।

নাচেন নর্তক হুয়া নর্তক সহিত ॥ ৯৪

কিন্তু ভাবাবেশ তাঁর সেইত নর্তন ।

সচিতে না পারি ভূমি কাপে যেন ঘন ॥ ৯৫

শ্রীনারদ মুনিগণ বিদ্যায় বিধান ।

গায়ক সঙ্গেতে মিলি করিছেন গান ॥ ৯৬

আর যত অমর কিন্নর সিদ্ধগণ ।

ভট নট সঙ্গে করে শ্রবন নন্দন ॥ ৯৭

বিদ্যাধরী কিন্নরী নটীর বেশ ধরি ।

নৃত্য গীত করে সবে আনন্দেতে ভরি ॥ ৯৮

শ্রীরঘুনন্দন সেই সকলের সঙ্গে ।

নাচিয়া নাচিয়া ফিরে আনন্দ-তরঙ্গে ॥ ৯৯

পরে নন্দ মহারাজ আনন্দে মগন ।

কপিতে লাগিলা নানা ধন বিতরণ ॥ ১০০

এক মণিপাতা তাই পুত্র জন্মোৎসব ।

যত দান কৈলা তাহা কহিবে কে সব ॥ ১০১

বাক্য সকলে দিলা সুবর্ণ রতন ।

সবংসা সুরভী কত নবীন পুসন ॥ ১০২

গায়ক বাদক নট স্তম্ভ ভট বন্দী ।

সকলেই নানা ধনে করিলা আনন্দী ॥ ১০৩

আর যত আসি ছিল ধনাকাজ্ঞী জন ।

সকলেই ধন দিয়া করিলা ভোষণ ॥ ১০৪

শ্রীরঘুনন্দন যেই নন্দন করিল ।

তাহার পুতন নন্দ-পদপলী নিল ॥ ১০৫

হাঁঃ শ্রীগীতমালায়াং শ্রীনন্দোৎসববর্ণনং নাম

দ্বিতীয়ঃ গ্রন্থনম্ ॥ ২

তৃতীয় গ্রন্থন ।

অথ প্রথম বালালীলা ।

শটার কোলেতে গোরারায় ।

বিহরয়ে বালক লীলার ॥ ১

করে ধরি জননীর গুন ।

নহু মৃত কারণ চরণ ॥ ২

কভু কভু হসিত-বদন ।
 করপদ করেন চালন ॥ ৩
 মুখে বুক দেন শচী কভু ।
 তাহে কত ভঙ্গী করে প্রভু ॥ ৪
 তাহা দেখি শচী স্থধিমন ।
 পুন পুন করেন চুম্বন ॥ ৫
 কাছে থাকি এ রত্নবদন ।
 করে সেই শোভা দরশন ॥ ৬

অতি আনন্দিত-মতি, প্রীতি বসি যশোমতী
 কোলে লয়া আপন তনয় ।
 দেখি দেখি চান্দমুখে, লালন করয়ে সুখে,
 প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসয় ॥ ৭
 কি কহিব ভাগ্য যশোদার
 যোগী করে যারে ধান, কোলে লয়া সে সন্তান,
 লালন করয়ে সদা তার ॥ ৮
 কভু পয়োধর ধরি, দেয় মুখচন্দ্রোপরি,
 তাহে কিবা শোভা হইয়াছে ।
 যেন নীল শতদল, ঠাট রহে অবিকল,
 দুই চক্রবাক-পক্ষি-কাছে ॥ ৯
 প্রভু নিজ দুই করে, ধরি সেই পয়োধরে,
 আশ আশ মুদিয়া নয়ন ।
 চুহু চুহু রব মুখে, চরণ চালন সুখে,
 স্তন-কৌর করে আশ্বাসন ॥ ১০
 বেদমন্ত্র-উচ্চারণে, যচ্ছতে আছতি দানে,
 যার প্রীতি অধিক না হয় ।
 কিবা ভাগ্য যশোদার, সেই ভগবান যার,
 স্তন পিয়ে সানন্দ-হৃদয় ॥ ১১
 বদন মিলিয়া কভু, কোতুকে রহেন প্রভু,
 যশোমতী দেন দুগ্ধধার ।
 শ্রীরত্নন্দন কর, চন্দ্রদেহে যেন হয়,
 কুন্ত হতো সুধার সঞ্চার ॥ ১২
 যশোদা লইয়া কভু আপনার বৃকে ।
 পুত্রে রাখি নাচায়েন পরম কোতুকে ॥ ১৩
 স্তনের উপরি প্রভু নতন করয় ।
 নীলগিরি শৃঙ্গে যেন তমাল দোলয় ॥ ১৪
 পয়োধর উপরি শোভয়ে অচিরণ ।
 প্রাণ-কুন্ত মুখে রক্তকমল যেমন ॥ ১৫

কভু বুক উপরিতে করায়্য শয়ন ।
 যশোদা করেন পুত্র-বদন চুম্বন ॥ ১৬
 তাঁর বুক উপরিতে প্রভু কিবা শোহে ।
 নীলপদ্ম-মালা যেন কালিন্দী-প্রবাহে ॥ ১৭
 যশোদার মুখোপরি ককমুখ সাজে
 চন্দ্রের উপরি যেন নীলপদ্ম রাজে ॥ ১৮
 শ্রীরত্নন্দন কহে এ আশ্চর্য্য হয়
 চন্দ্রকাছে নীলপদ্ম অধিক শোভয় ॥ ১৯
 কভু যশোমতী রাণী, মিলি জুড়া দুই খানি
 তদুপরি স্নতে শোয়াইয়া ।
 লালন করেন মুখে, শশি-সম পুত্রমুখে,
 মহানন্দে দেখিয়া দেখিয়া ॥ ২০
 একি অতিশয় চমৎকার ।
 যোগিমুনি সব দেবে, যাহার চরণ সেবে,
 তার শির পদে যশোদার ॥ ২১
 কখনো পালঙ্গ ফেলি, তাহে দিয়া স্তন-দী,
 শয়ন করান স্নতে রাণী ।
 তাহে ভূমি করে আলা, যেন নীল-পদ্ম-মালা
 চন্দ্রোপরেতে জাতিবার পানী ॥ ২২
 কখনো কখনো পুত্র, করপদ চালে নট,
 বাজে যেন দোলায় কমল ।
 কভু নিজ করে ধরি, বদন-মাঝারে প্রবী,
 চয়ে নিজ পদাসুখে-দল ॥ ২৩
 মোর পদ অতিশয়, আমারেও করে স্নত,
 এই ভাবে চবন চরণ ।
 শ্রীরত্নন্দন রটে, এই কথা সত্য বটে,
 তার স্তন না হয় বর্ণন ॥ ২৪
 ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রথম-বালা-লীলাবর্ণনং
 নাম তৃতীয়ং ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

চতুর্থ গ্রন্থন ।

অথ মধ্য-বালা-লীলা ।

শচীর অঙ্গনে গোরা রায় ।
 খেলা করে বালক-লীলায় ॥ ১
 ভূমিতলে পাতি ছানু কর ।
 ভ্রমণ করয়ে নিরন্তর ॥ ২

ভূমির উপরি কড় পড়ি ।
কোতুকেতে দেন গড়াগড়ি ॥ ১
কখনো মাতার কোলে বসি ।
আনন্দে দোলেন হাসি হাসি ॥ ২
জননী-অসুলী কড় ধরি ।
গমন করেন ধিরি ধিরি ॥ ৩
হেন মতে শ্রীগৌর খেলয় ।
শ্রীরত্নদন তা ভাবয় ॥ ৪

রোহিণীন্দন-সনে, নন্দন হুগিমনে ।
খেলা করে ঝজের অঙ্গনে ।
যাচা দেখিবার আশে, ছাড়ি নিজ নিজ বাসে ।
দেবগণ আইলা গগনে ॥ ৫
কিবা খেলে দুই সহোদর
পাতিয়া ধরণী-তলে জাহ্নবী করপদতলে,
নমিতেছে ধরণী উপর ॥ ৬
কদাচিৎ শ্রীচরণে, বাক্সিয়াছে সমতনে,
জননীরা বাজত হাসে ।
দ্রমণ-সময়ে তার শব্দ শুনি চমৎকার,
মনে হয় আনন্দ প্রচুর ॥ ৭
শনি কিঙ্কণীর ধ্বনি, কে করিল মনে গণি,
মুখ ফিরাইয়া চান পাছে ।
কাহারেও না দেখিয়া কিসিত শঙ্কিত-হিয়া,
পলায়েন জননীর কাছে ॥ ৮
মণিময় আঙ্গিনায় কড় দেখি প্রতিচ্ছায়,
পরম আনন্দ কুতূহলে ।
জননীর মুখপানে নিহারেন বনে বনে,
ধরিবারে ধান করতলে ॥ ৯
ধরা নাহি যায় যবে, ক্রন্দন করেন তবে,
তাহা দেখি শ্রীরত্নদন ।
কোলেতে তুলিয়া নিয়া, অঙ্গ বস্ত্র সমপিয়া,
তাহাদিগে করে প্রবেশন ॥ ১০
কড় আপনার ছায়া করি নিরীক্ষণ ।
করে করি মুছিবারে করেন যতন ॥ ১১
পোছা নাহি গেলে তাহা কুপিত-অস্তরে ।
চাপড় মারেন পুন তাহার উপরে ॥ ১২
তাহে কর-তলে হয় কিসিত বেদন ।
তাহাতে কাতর হয়্যা করেন ক্রন্দন ॥ ১৩

কখনো জননী দেন সম্মুখে দর্পণ ।
তাহে নিজ-প্রতিবিম্ব দেখি সুখী হন ॥ ১৪
দর্পণের আড়ে অজ্ঞ আছে এই মনে ।
পুন পুন পাছ দিক্ দেখেন নয়নে ॥ ১৫
দেখিতে না পাই কিছু পশ্চাতে তাহার ।
সম্মুখে দেখিয়া পুন হয় চমৎকার ॥ ১৬
এ সকল লীলা দেখি মাতা যথেষ্ট ভাসে ।
শ্রীরত্নদন দেখে পাড়াইয়া পাশে ॥ ১৭

কড় ভজেশ্বরী, করামূল ধরি,
আপনার দুই করে ।
ধিরি ধিরি করি ধরণী-উপরি,
পদ-বিহরণ করে ॥ ১৮
কিবা সে মগুর গতি ।
তু উরু পসারি ধর ধর করি,
চলেন শঙ্কিত-মতি ॥ ১৯

যদি নন্দরানী *আপনার পানি,
কোতুকে লয়েন কাড়ি,
পদ দুই তিন, গিয়া হয়্যা লীন,
কান্দেন ভূতলে পড়ি ॥ ২০
মরি মরি বলি যশোমতী তুলি,
লইয়া আপন পুকে ।
অঙ্গ-পলী কাড়ি পাছ অঙ্গবারি,
চুষ দেন সকোতুকে ॥ ২১
ও রে রে ধরণি মোর বাহুমণি,
ব্যথা পান্য পড়ি তোহে ।
ইহাই বলিয়া চরণে করিয়া,
প্রহার করেন তাহে ॥ ২২
কড় ভিত্তে হাথ দিয়া যত্নাথ,
পাড়াইয়া মহাসুখে ।
জননীর পানে চান বনে বনে ।
নত নত হাসি মুখে ॥ ২৩
তাহা দেখি রানী ডাকেন রোহিণি,
ঝাট আজ এই স্থলে ।
পাড়ালা আপনি মোর নীলমণি,
রত্নরূপা বলে ॥ ২৪
কড় দশ বিশ পোপী একত্র মিলিয়া ।
কৃষ্ণেরে জিজ্ঞাসা করে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৫

কই তোর নাসা কই নয়ন শ্রবণ ।
 কই তোর নবনীত-ধাবার বদন ॥ ২৮
 গোপীদেব কথা শুনি মুহু হাত্ত করি ।
 সেই সেই স্থানে হস্ত-পদ্ম দেন হরি ॥ ২৯
 কেহ পুছে কৈ বাপ তোমার জননী ।
 মাতারে দেখান প্রভু তুলিয়া তর্জনী ॥ ৩০
 তাহা দেখি রা' ॥ হিয়া প্রেমে উন্মত্ত ।
 পুত্রে কোলে লয়া চুপ দেন শত শত ৩১
 অতঃ কেহ পুছে বাপ কহ কহ শুনি ।
 কি নাম করিলা তোর পূর্ব মহামুনি ॥ ৩২
 এত শুনি প্রভু কৃষ্ণ বলিবারে চায় ।
 কিন্তু কৃ-অক্ষর মাত্র মুখে বাহিরায় ॥
 কেহ পুছে তোমার দাদার কিবা নাম
 রাম এই কহিতে কহেন প্রভু আম ॥ ৩৩
 আধ আধ শ্রীকৃষ্ণের সে সব বচন ।
 শুনিতে না পালা হায় এ রত্ননন্দন ॥ ৩৪

কভু ব্রজেশ্বরী কোলে লয়া হরি,
 কহেন সুখেতে ভোর ।

মিলহ বদন , হয়াছে কেমন,
 দশন দেখিব তোর ॥ ৩৬

একথা শ্রবণ করি ।

হাসিয়া হাসিয়া, বদন মিলিয়া,
 দশন দেখান হরি ॥ ৩৭

কিবা সে উদিত, হয়াছে কিদিত,
 যুগল দশন-জ্যোতি ।

কমল-উদরে, ঘেন শোভা করে,
 মনোহর দুই মোতি ॥ ৩৮

মিলিত বদন, দেখি সুখিমন,
 রাগী দেন ননী তায় ।

যজ্ঞের ঈশ্বর, সানন্দ-অস্তর,
 সেই ননী সুখে থায় ॥ ৩৯

কহে কোনো নারী, দিয়া কর-তারী,
 নাচ দেখি নৌলম্বি ।

জবে পুরি কর, দিব জীর সর,
 মিছরী মিশায়া ননী ॥ ৪০

ওনিয়া বচন, হসিত-বদন,
 ফর তালি দিয়া দিয়া ।

শ্রীনন্দনন্দন, করেন নর্তন,

মুখে বলি ধিয়া ধিয়া ॥ ৪১

কভু সব নারী, দেয় করতারী,
 বেড়ি বসি চারি ধারে ।

যশোদা-দুলাল, নৃত্য করে ভাল,
 শ্রীরত্ননন্দন হেরে ॥ ৪২

কভু নিজ সহচরী,- গণ সঙ্গে ব্রজেশ্বরী,
 মিলি নিজ ভবনে বসিয়া

কক্ষেরে কতেন বাণী, আন দেখি পীঠধানি,
 বাপধন ! তুমিহে তুলিয়া ॥ ৪৩

শুনি সেই জননী-বচন ।

পীঠ ধরি দুই করে, তুলি লয়া স্বজ্ঞারে
 ঠেকিয়া করেন আনয়ন ॥ ৪৪

যদি কেহ কহে তাঁরে, ভারি দ্রব্য আনিবারে
 তবে তার নিকটে যাইয়া ।

করতলে করি ধরি, তুলিবারে নাহি পারি,
 ফিরি যান হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪৫

কভু গোষ্ঠ হতে আসি, নন্দ আসিনায় বসি,
 কক্ষ কন পাত্ৰকা আনিতে ।

প্রভু তাহা করে ধরি, তুলিয়া মন্ত্রকোপরি,
 আনি দেন আনন্দিত-চিত্তে ॥ ৪৬

শঙ্করাদি দেব-বৃন্দে, যার পাদ-পীঠ-বন্দে,
 সেই শিরে যার বাধা বহে ।

সে নন্দের যে মহিমা, কে কহিবে তার সীমা,
 শ্রীরত্ননন্দন এই কহে ॥ ৪৭

ইতি শ্রীগীতমালায়াং মধ্য-বাল্যলীলা-
 বর্ণনং নাম চতুর্থং প্রস্থবম ॥ ৪

পঞ্চম প্রস্থবন ।

অথ শেষ-বাল্যলীলা ।

নদীয়া-নগরে প্রভু শ্রীশচী-কুমার ।

বাল্য-ভাব প্রকাশিয়া করয়ে বিহার ॥ ১

সম্ভব সহচর সহিত মিলিয়া ।

ধূলী খেলা করে কভু পথেতে বসিয়া ॥ ২

কভু গিয়া নবদ্বীপ-নিবাসি-ভবনে ।

নানা মত চাপলা করেন সখা সনে ॥ ৩

কখনো প্রাক্ষবী-ভীরে করিয়া গমন ।
করেন বালক-মনে হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥ ৭
কখনো মাতার কাছে করেন চাপল ।
শ্রীরব্ধনন্দন মনে ভাবে সে সকল ॥ ৫

বালা-ভাব প্রকাশিয়া, রাম শ্যাম হৃদি-হিয়া
খেলা করে নন্দনের অঙ্গনে ।
যেন পূর্ণশশধর, আর নব জলধর,
সহ যোগে উদিত গগনে ॥ ৬
কি বা দোহে মাতা মায়াযাচ্ছে ।
বাঁধি পাঁচ বাঁটা মাথে, মনিময় খুরী তাথে,
চারি দিকে বাঁধিয়া দিয়াছে ॥ ৭
ললিত মুকুতাগণ, মনোহর লটকন,
ললাটেতে কিবা শোভা পায় ।
নয়নে অঞ্জন সাজে, পদে যেন অলি রাজে,
গোরোচনা-তিলক নাসায় ॥ ৮
তার আগে মুক্তা দোলে, মনিময় হার গলে,
ভূজে বাতু বন্ধ বিবাজয় ।
করে বালা নব রত্ন, দিয়াছে করিয়া যত,
বৃকটে পদক মনিময় ॥ ৯
কটীতে রসিম ডোর, কনক পুতুর বোর,
গাতি-কালে বাজয়ে মধুর ।
রাণীর আদেশ পাই, শ্রীরব্ধনন্দন বাই,
পদে দিল পঞ্চম নপুর ॥ ১০
সমান-বয়স ব্রজ-বালক যাবত ।
রাম কৃষ্ণ মনে আসি মিলিল তাবত ॥ ১১
তাহাদের সঙ্গে মিলি তাঁরা দুই ভাতি ।
করেন বিবিধ লীলা সানন্দে সদাই ॥ ১২
কখনও গোবৎস দেখি কৌতুক করিয়া ।
ধরেন পুচ্ছেতে তার নিকটে যাইয়া ॥ ১৩
সেহ যদি তাহে বেগে করয়ে গমন ।
তাঁরাও পুচ্ছ ধরি করেন খাবন ॥ ১৪
কখনো তাহার বেগে পড়েন ভূতলে ।
তত্ৰ পুচ্ছ না ছাড়েন সেহ টানি বলে ॥ ১৫
কখনো কুক্কর-পিঠে করি আরোহণ ।
চাবুক মারেন তারে চলিবারে কন ॥ ১৬
তাহে সেহ ভূমে পড়ি করয়ে ক্রন্দন ।
তবে মাতা আসি দেখি কহেন বচন ॥ ১৭

এক করিতেছ তোরা সব হায় হায় ।
কঁদুর অলটি বড় চুইলে ইহার ॥ ১৮
অলটি হইলে কেহ কহা নাহি দিবে ।
তবে তোমাদের বিবা কি করি হইবে ॥ ১৯
শ্রীরব্ধনন্দন কহে নাহি জান রাণি ।
বিবাহ অপেক্ষা না করিবে নীলমণি ॥ ২০
এক দিন গৃহ-প্রবেশিয়া যত্নরায় ।
নিজ করে নবনীত চরি করি শায় ॥ ২১
বাইতে বাইতে নিজ ক্রিয়া দেখি ভিত্তে ।
অন্ত মনে করি কহিছেন ভিত-চিত্তে ॥ ২২
ভাই যদি দেখিয়াছ ভূমি মোর কাজ ।
মাতারে কহিয়া ইহা নাহি দাও বাক ॥ ২৩
এই নবনীতের অনেক দিব তোর ।
অথবা সকলি লগ্না ছাড়ি দেহ মোরে ॥ ২৪
এই কথা কহিতে কহিতে যশোমতী ।
আঁহালা তাঁহারে দেখি কহেন শ্রীপতি ॥ ২৫
মাগো দেখিয়াছ মোর আগে কোন জন ।
করিতেছ এই দেখা নবনীতরূপ ॥ ২৬
আমি করিতেছি যত ইহায়ে বারণ ।
তাহা কিছু নাহি তনে এই দুই জন ॥ ২৭
আমি যদি কর তুলি দেখ মারিবারে ।
এক কর তোলে তবে মারিতে আদ্য ॥ ২৮
আপনার দেশ মোর উপরি দেলিতে ।
নিজ করননী দিল আমার পারিতে ॥ ২৯
শ্রীরব্ধনন্দন কহে সকলী ঢাকিলে ।
মুখের নবনী প্রভু ঢাকিতে নারিলে ॥ ৩০

তবে ব্রজধরী, পুত্র কোলে করি,
প্রেম-রসে মুগ্ধ-মন ।
দিয়া চাঁদমুখে, কত চুপ মুখে,
তার প্রতি কিছু কন ॥ ৩১
ওরে ওরে বাপ মোর ।
তোমারী ভবন, তোমারী গোধন,
কারে ভয় আছে তোর ॥ ৩২
দধি দুগ্ধ দূত, ছেনা নগনীত,
যত মন ধাবে তত ।
যারে তারে দিবে, ভূমে ছড়াইবে,
বাহে তোর মন রত ॥ ৩৩

তুমি চুরি করি, থাও বেরি বেরি,
নবনী আপন ঘরে ।

এ কথা শুনিলে, গোপী সব গিলে,
গঙ্গনা করিবে মোরে ॥ ৩৪

কবে সব জন, আমারে রূপণ,
দিবে নানামত গারী ।

শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
হরি না ছাড়িবে চুরী ॥ ৩৫

হেন কালে লজ্জাগোপী অনেক আসিয়া ।

কহিছেন যশোদারে হার্মিয়া হাসিয়া ॥ ৩৬

রাণি তোর পুত্র হল্য বড়ই চপল ।

শুনহ ইহার কথ্য কহিয়ে সকল ॥ ৩৭

প্রভাতে যাইয়া রক্ষ মোদের ভবনে ।

ছাড়ি দেয় এককালে বাক্য বংশগণে ॥ ৩৮

যদি কোন জন তাহে তর্জন করয় ।

খল খল করি হাসে নাহি করে ভয় ॥ ৩৯

গোপী সব ধাই যায় বাছুর বাকিতে ।

চুরি করি যায় রক্ষ ছেনা নবনীতে ॥ ৪০

কিছুমাত্র নাহি রাখে মিল বঙ্গ শেষ ।

যাহা মোরা করিব পতির পরিবেশ ॥ ৪১

মোরা যদি দিই নবনীত শ্রীর সর ।

তাহা নাহি পায় এই তোমার কোড়র ॥ ৪২

অতএব মানি মোরা তোমারো ভবনে ।

কোনো বঙ্গ নাহি খায় প্রীতি করি মনে ॥ ৪৩

চুরি করি খাইলেই পিরিত ইহার ।

শ্রীরঘুনন্দন কহে এই কথা সার ॥ ৪৪

শুনি গোপী-সকলের বাণী ।

কহিছেন যশোমতী রাণী ॥ ৪৫

তোমাদের শুনিয়া বচন ।

প্রতীতি না করে মোর মন ॥ ৪৬

মোর নীলমণি শিশু হয় ।

চুরি করা ইথে কি ঘটায় ॥ ৪৭

ভাণ্ড সব থাকয়ে শিকায় ।

কি করিয়া তাহা লাগি পায় ॥ ৪৮

অন্ধকার ঘরে বা রাধিণে ।

তবে এহ দেখিতে না পাবে ॥ ৪৯

শ্রীরঘুনন্দন ভণে শুন ।

নাহি জান তনয়ের গুণ ॥ ৫০

যশোদার কথা শুনি কহে গোপীগণ ।

নাহি জান রাণি নিজ তনয়ের মন ॥ ৫১

গো-রস রাধিয়ে যদি শিকার উপরি ।

পাতে তবে উদখলে আরোহণ করি ॥ ৫২

যদি রাধি তাহা হতো উপরি শিকায় ।

তবে উদখল এক বালকে চড়ায় ॥ ৫৩

তাহার স্বদেহে নিজে করি আরোহণ ।

ভাণ্ড হতো ননী লগ্ন্য করয়ে ভোজন ॥ ৫৪

রাধি যদি তাহা হতো আরো উপরিতে ।

লগ্নডে করিয়া রক্ত করে অধোভিতে ॥ ৫৫

তাচার তলেতে নিজে পসারি বদন ।

রক্ত নিয়া পড়ে দধি করয়ে ভোজন ॥ ৫৬

শ্রীরঘুনন্দন কহে কিবা সে গো-রস ।

যজ্ঞপুত্র স্তম্বর ঘাছে করয়ে লালস ॥ ৫৭

যদি বা গোরস রাধি অন্ধকার-ঘরে ।

কথা যাবা মাত্র তম পলায়ন করে ॥ ৫৮

এক অঙ্গ-কাতি তাহে পরে মণিগণ ।

কিরূপে থাকিবে ঘরে তিমিরের কণ ॥ ৫৯

রাধি অদভুত চোর তোমার নন্দন ।

মণিগণ পরে করে গো-রস-হরণ ॥ ৬০

সখাগণ সহ যদি আপুনি ভুঞ্জয় ।

তাহে আমাদের মনে বেদনা না হয় ॥ ৬১

নিজে খাইবার পূর্বে দেয় কপিগণে ।

ইহা মহিবারে নারি দুখ হয় মনে ॥ ৬২

তার মাকে যদি কোনো কপি নাহি খায় ।

নিজেও না খায় ভাণ্ড ভাজিয়া ফেলায় ॥ ৬৩

কহয়ে ভাণ্ডের দোষে না খালা বানরে ।

উচিত না হয় এই ভাণ্ড রাধিবারে ॥ ৬৪

শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ব্রজনারি ।

বানরে বড়ই প্রীতি করেন শ্রীহরি ॥ ৬৫

চুরি করিবার আশে, প্রবেশ করিয়া বাসে,

যদি কিছু দেখিতে না পায় ।

তর্জন-গর্জন করি, তরঙ্গর মুক্তি ধরি,

তবে শিশু বালকে কান্দায় ॥ ৬৬

শুনি মোরা যাই যবে, মোদিগেই কহে তবে,

কেমন তোদের শিশু সব ।

প্রবোধ করিয়ে যাহা, কিছু না শুনয়ে তাহা,

কান্দে মাত্র করি উচ্চরব ॥ ৬৭

তবে মোরা শিশু নিয়া, পয়োপন মুখে দিয়া,
পালন্বতে করিয়ে শয়ন ।

সেই অবকাশ পাই, কৃষ্ণ অজ্ঞা করে যাই,
ছেনা ননী করয়ে ভোজন ॥ ৬৮

শিশু না দেখিতে পায়, যদি তবে চোর রায়,
মৃত করে দেব-পূজা-স্থানে ।

যদি আমাদিগে দেখে, তবে করি মহারোখে,
এই কহে অরুণ-নয়নে ॥ ৬৯

আমি ভ্রগতের পতি, তোরা মোর বন্ধু ক্রান্তি,
পূজিবে অপর কোন দেবে ।

ইতাই ভাবিয়া মনে, দেবতা পূজার স্থানে,
নর কৈহু করিয়া প্রসাবে ॥ ৭০

কহ যদি কহে চোর, তবে করি শব্দ ধোর,
কহে তুই চোর, নহি আমি ।

যত এই গৃহদ্বার, ধন বাণ্য ভাণ্ডাগার,
সকলের আমি হই স্বামী ॥ ৭১

একপে মোদের করে, যত উপদ্রব করে,
তাহা কত করিব বর্নন ।

এখন তোমার কাছে, সাধু হেন বসি আছে,
যেন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৭২

গোপীদের বচন শুনিয়া যশোমতী ।

হাসি হাসি কহিছেন তনয়ের প্রতি ॥ ৭৩

একি রে চঞ্চল ব্রজ-বাসিনের করে ।

এত উপদ্রব কি করিতে হয় তোরে ॥ ৭৪

ইহারা তোমাতে করে স্নেহ অতিশয় ।

ইহাদের প্রতি তোরে করিবারে হয় ॥ ৭৫

শ্রীকৃষ্ণ কহেন মাতা ইহারা যে কহে ।

এ সকল মিথ্যা হয় কিছু সভ্য নহে ॥ ৭৬

উহাদের বালকে করয়ে অপচয় ।

মোর নাম দেয় কিছু পাবার আশায় ॥ ৭৭

গোপীসব কহে তোর মাতা দাতা হয় ।

কহ দিতে মোদের মনেতে বাহা লয় ॥ ৭৮

যশোদা কহেন কি লইবে তাহা কহ ।

তারা কহে আমাদিকে নীলমণি দেহ ॥ ৭৯

রাণী ভবে নীলমণি তোমাদেরই হয় ।

যার ধন তারে দেয়া কেমনে ঘটয় ॥ ৮০

এইমত প্রেমালোপে সবে মধ-মন ।

শ্রীরঘুনন্দন কিছু করিল বর্নন ॥ ৮১

ষষ্ঠ গ্রন্থন ।

অথ বৎস-চারণ-লীলা ।

জগন্নাথমিশ্র লয়া দৈবজ্ঞ প্রবীণ ।

করিলেন ত্রীগৌরের বিদ্যারম্ভ-দিন ॥ ১

দেব-পূজা করি যথাবিধি শুভক্ষণে ।

খড়ী হাতে দিলা অতি আনন্দিত-মনে ॥ ২

তবে প্রভু সখাগণ সহিত মিলিয়া ।

প্রতি দিন পড়িবারে যামি হুথিহিয়া ॥ ৩

গমন-সময়ে মাতা দেন সাজাইয়া ।

গুরু কাছে যান প্রভু পুস্তক লইয়া ॥ ৪

আপুনি শিখিয়া বিদ্যা শিখান সভারে ।

শ্রীরঘুনন্দন তাহা কহিতে কি পারে ॥ ৫

এক দিন ব্রজরাজ, বসিয়া সভার মাজ
কহিছেন বাক্য-নিকরে ।

রামকৃষ্ণ দুটী ভাই, চতুর্থ লঙ্কিয়া যাই,
চুকিয়াছে পঞ্চম বৎসরে ॥ ৬

অতএব করি শুভক্ষণে ।

করি শুভ আচরণ, পূজি বুধ-গাতীগণ,
শিখাইতে হবে গোচারণ ॥ ৭

যদ্যত ব্যক্তিকমাস, শুক্ল পক্ষ পরকাশ,
ত্রীদশমী তিথি শুক্লবার ।

আজি রাম দামোদরে, বৎসগণ-চরাবারে,
পাঠাইব গোষ্ঠের মাঝার ॥ ৮

এত কহি পুরোহিতে, আনাইয়া শাস্ত্ররীতে,
পূজা করাইয়া দেবগণে ।

পূজা করি গো-সকলে, রামকৃষ্ণ-করতলে
পাঁচনী দিলেন শুভক্ষণে ॥ ৯

তবে তারা দুই ভাই, জননী নিকটে যাই,
কহিলেন বেশ করিবারে ।

শ্রীরঘুনন্দন দাস, পরিপূর্ণ অভিলাষ,
আনি দেয় বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ ১০

হেন কালে আলাকৃত কৃষ্ণ-সহচর ।

গোষ্ঠ-গমনের বেশ করি মনোহর ॥ ১১

শ্রীদাম সুদাম দাম আর কীদাম ।

সুন্দর অর্জুন শ্রোককৃষ্ণ বুধনাম ॥ ১২

দেখি গোষ্ঠি যাইবারে উদাত্ত তা সবে ।
 যশোমতী কহিছেন গদ গদ-রবে ॥ ১৩
 ওরে ওরে ত্রীদামাদি ব্রজ-শিল্পগণ ।
 শুন শুন ভোরা সবে আমার বচন ॥ ১৪
 নাহি যাও ভোমরা সকলে বহুদর !
 ব্রজের মাঝে থাকি চরাও বাছুর ॥ ১৫
 কখন কাল গোপালে না দেখি যেন মরি ।
 সব দিন না দেখিয়া রহিব কি করি ॥ ১৬
 অতিশুকোমল হয় বাছুর চরণ ।
 কি করিয়া গোষ্ঠে মাঠে করিবে ভ্রমণ ॥ ১৭
 গোপালের তনু ননৌ প্তলৌ যেমন ।
 কি করিয়া সহিবেক রবির কিরণ ॥ ১৮
 দিনে দশবার ননৌ ক্রৌর সর খায় ।
 না খাই কি করি রবে দিন সমুদায় ॥ ১৯
 ত্রীরঘুনন্দন কহে রাণি ধৈর্য ধর ।
 গোচারণ-লীলা-রসে বিধি নাহি কর ॥ ২০
 ত্রীদামাদি শিল্পগণ, করিতেছে নিবেদন,
 মাতা শুন মোদের বচন ।
 কৃষ্ণের লাগিয়া চিতে, নাহি ভাব কোনো মতে
 মোরা সবে করিব যতন ॥ ২১
 দর মাঠে মোরা না যাইব ।
 ব্রজের নিকট-দেশে, থাকিয়া আপন নখে,
 বাছুর সকল চরাইব ॥ ২২
 লীডল তরুর তলে, বসায়্যা কোমলদলে,
 রাম শ্যাম দুই সহোদরে ।
 মোরা সবে অবিরত, সেবিব হইয়া রত,
 ভূত্যগণ যেন নৃপ-স্বরে ॥ ২৩
 যে বাছুর বাবে দরে, মোরা কিরাইব তারে,
 রাম শ্যাম না হবে যাইতে ।
 ক্ষুধার সময় আনি, মিষ্ট ফল পাড়ি আনি,
 ভূঞাইব গোষ্ঠে ইচ্ছামতে ॥ ২৪
 কিয়া দুই চারি জন, ব্রজে করি আগমন,
 লম্বা বাব ছেনা ক্রৌরসর ।
 রাম-শ্যামে ভূঞাইয়া, মোরা সবে বাটিনিয়া
 অকথ্যে পুরিব উদর ॥ ২৫
 অবসান হলো দিন, রবিভাপ হবে ক্রৌর,
 বংশ-পাল কিরায়া তখন ।

রাম শ্যামে আগে করি, ব্রজেতে আসিব কিরি,
 সঙ্গে করি ত্রীরঘুনন্দন ॥ ২৬
 তবে ত্রীরোহিণী যশোমতী দুই জন ।
 করিছেন রাম শ্যাম বেশ-বিরচন ॥ ২৭
 নীল পটধাটী বলদেবে পরাইলা ।
 পরিপূর্ণচন্দ্রে যেন জ্বলদ বেড়িলা ॥ ২৮
 ত্রীকৃষ্ণেরে পরাইলা পীত পট ধাটী ।
 নব মেখে যেন বিজুরী পরিপাটী ॥ ২৯
 শিখিপুচ্ছ চড়া দিলা দোহার মাথায় ।
 বেত শ্যাম মেখে যেন ইন্দ্রধনু ভায় ॥ ৩০
 গোরোচনা হিলক করিলা নাসিকায় ।
 ললাটেতে পদ্মাবালি নেত্র মঞ্জে যায় ॥ ৩১
 নাসিকাতে পড়াইলা মুক্তা অবিকল ।
 কর্ণে দিলা মণিময় মকরকুণ্ডল ॥ ৩২
 গলে মোতি-হার হেম-মালা শুভ্রাদাম ।
 ব্রজে তাড় করিতে বলয় অভিরাম ॥ ৩৩
 চন্দন কুঙ্কম মাখাইলা সব গায় ।
 কটিতে কিস্কিনী দিলা গঠিত সোণায় ॥ ৩৪
 চরণে নপুর দিতে রাণী যবে যায় ।
 ত্রীরঘুনন্দন কাড়ি লইয়া পরয় ॥ ৩৫
 এত বেশ করি, হেরি আশি ভরি,
 ত্রীরোহিণী যশোমতী ।
 মাতোয়ারা স্থখে, দুই প্ত্রস্থখে,
 চুপন করয়ে কতি ॥ ৩৬
 শিরে দিয়া দর্কাধান ।
 নেত্রে বারি নরে, গদ গদ স্বরে,
 করয়ে আলীষদান ॥ ৩৭
 করুণ রঞ্জন, সহস্র লোচন,
 পূরব দিকেতে তোরে ।
 দক্ষিণে শমন, পশ্চিমে বরুণ,
 ধনপতি সে উত্তরে ॥ ৩৮
 অধদেশে শেষ, উপরি প্রজেশ,
 বোর বনে নরহরি ।
 ত্রীরাম ভদ্রয়ে, জলের তিতরে,
 মীনরূপ-ধারী হরি ॥ ৩৯
 যদি নিশাচর, কেহ ভয়দর,
 আমি উপস্থিত হয় ।

করিহ ভাবন, শ্রীরঘুনন্দন,

তবে বাবে সব ভয় ॥ ৪০

তবে জননীর পদে করিয়া প্রণাম ।

গোষ্ঠে শুভ-যাত্রা কৈলা কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৪১

বে রাম-গ্রাম গোষ্ঠে করিলা বিজয় ।

মানা শুভ উপস্থিত সেইত সময় ॥ ৪২

দল-পূর্ব কৃষ্ণ কাঁধে গোপিকা সুন্দরী ।

১১ দিকে পাড়াইল আসি শারি শারি ॥ ৪৩

ক্ষিপেতে বিপ্রগণ ফল পুষ্পধারী ।

গাবী সব পাড়াইল উচ্চপুচ্ছ করি ॥ ৪৪

জয় জয় ধ্বনি করে যাবত ব্রাহ্মণ ।

শিস্তা বেগু মুরলী বাজায় শিশুগণ ॥ ৪৫

আগে আগে বংস সব উচ্চ পুচ্ছ করি ।

লক্ষ্য দিয়া ধায় মহা-আনন্দেতে ভরি ॥ ৪৬

তবে নন্দ রাম কৃষ্ণ করি আলিঙ্গন ।

কহিছেন গদগদ সজল-নয়ন ॥ ৪৭

আমাদের ধন্যবৃত্তি হয় গো-ব্রহ্মণ ।

এই লাগি করিতেছি গোষ্ঠেতে প্রবেশ ॥ ৪৮

ভক্তি প্রীতি করি বংসগণে চড়াইবে ।

তবেই মঙ্গল হবে সম্পদ বাড়িবে ॥ ৪৯

ব্রজের নিকট ছাড়ি দূরে না যাইবে ।

কোনো মতে কিছু ভয় মনে না করিবে ॥ ৫০

মাঝে মাঝে বাজাইবে মুরলী বিষণ ।

ভাবন আসিবে দেখি দিন-অবসান ॥ ৫১

যে আত্মা বলিয়া নন্দে করিয়া প্রণাম ।

শুভ যাত্রা করিলেন কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৫২

শ্রীরঘুনন্দন করে সংমার্জনী ধরি ।

সব আগে ধায় পথ পরিকার করি ॥ ৫৩

রাম-দামোদর, প্রথম বাসর,

সে গোষ্ঠে বিজয় লীলা ।

দরশন লাগি, মনে অতুরাগি,

সবে পথে পাড়াইলা ॥ ৫৪

দেখি গোষ্ঠবেশে, মনের আবেশে,

অবশ হইল কায় ।

নয়নেতে জল, গলে অবিরল,

পুলক হইল গায় ॥ ৫৫

বত বিজগণ, আর বৃদ্ধ জন,

প্রেম-মদে মাতোয়ার ।

তুলি তুলি পাণি, জীব জীব বাণী,

কহিছেন বার বার ॥ ৫৬

তাদের চরণে, সধাগণ সনে,

করি বহু পরণাম ।

আনন্দিভ-মন, করিলা গমন,

গোষ্ঠে কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৫৭

পুচ্ছ তুলি তুলি, মহাকুহলী,

আগে আগে বংস ধায় ।

পুন আসি ফিরি, নেত্রে ধরে বাসি,

কৃষ্ণের বদন চায় ॥ ৫৮

তাদের শরীরে, বুলাইয়া করে,

কৃষ্ণ কন চল চল ।

শ্রীরঘুনন্দন, কহে বংসগণ,

পাইল জনম-ফল ॥ ৫৯

তবে সেই শিশুগণ, অতি উলসিত-মন,

খেলা আরম্ভিল সেই স্থলে ।

তাহে কেহ আগে ধায়, * তাহে ছুইবারে ধায়,

আর জন মহাকুহলে ॥ ৬০

জানু কর ভ্রমে পাড়ি; হস্যা হাস্যা রুব ছাড়ি,

মহামত্ত বুঝত যেমন ।

যোগ করি শিরে শিরে, বলে ঠেলাঠেলি করে,

মুখিমনে দুই দুইজন ॥ ৬১

কোকিল চকোর শিবী, বক আদি বত পাখী,

শব্দ করে যখন যেমন ।

সেইরূপ শব্দ করে, কত নাচে মুখ ভরে,

মুখেরে দেখিয়া নর্তন ॥ ৬২

যে যে পাখী উড়ি যায়, ধরিতে তাদের ছায়,

কেহ কেহ করয়ে ধাবন ।

মৃৎকের লক্ষ্য দেখি, কেহ লক্ষ্য দেয় সুখী,

কেহ করে বানরে তর্জন । ৬৩

জলে দেখি নিজ ছায় ইঙ্গিত করয়ে ভায়,

পুন দেখি তারে কোপ করে ।

শ্রীরঘুনন্দন কর, নিরখিয়া সখিময়,

বাবদীয় অমর অন্বয়ে ॥ ৬৪

করি গোষ্ঠে প্রবেশ প্রমোদ-জয়ে ।

শিশু সঙ্গি কৃষ্ণ বিলাস করে ॥ ৬৫

কত লক্ষ্য লক্ষ্যন দৃষ্টকরী ।

কত নর্তন পায়ন তাল ধরী ॥ ৬৬

যব নন্দকি-নন্দন নাচতরে
 তব সঙ্গি সখা সব তাল ধরে । ৬৭
 মুরলীদল শৃঙ্গ নিনাদ সনে ।
 করি মেলন গায় অনেক জনে ॥ ৬৮
 বলদেব করে কভু নৃত্য ধরে ।
 বর বেণু বাজায়ন্ত কৃষ্ণ তবে ॥ ৬৯
 সুবলার্জুন গাওত কৃষ্ণ সহে ।
 রবুন্দন তোটক ছন্দ কহে ॥ ৭০
 খেলাতে ভুলিয়া আছে সব শিশুগণ ।
 বৎস সব করিয়াছে দূরেতে গমন ॥ ৭১
 তাহা দেখি সকলেই করয়ে ভাবন ।
 কৃষ্ণ কহিছেন নাহি করহ চিন্তন ॥ ৭২
 সবে মিলি বাজাও মুরলী শিক্ষা নশী ।
 উপস্থিত হইবেক সব বৎস আসি ॥ ৭৩
 তবে মনে শিক্ষা বেণু মুরলী লইয়া ।
 বাজাতে লাগিল নিজ নিজ মুখ দিয়া ॥ ৭৪
 তার মাঝে কৃষ্ণ-বেণু অধিক বাজিল ।
 যাহে অল্প বেণু শিক্ষা মুরলী ঢাকিল ॥ ৭৫
 শ্রবণ করিয়া সেই শব্দ বৎসগণ ।
 উচ্চ-পুচ্ছ কৃষ্ণ-কৃষ্ণে করে আগমন ॥ ৭৬
 তবে শিশুগণ দেখি দিন-অবসান ।
 বৎসপালে লয়া কৈলা গোহূলে পয়াণ ॥ ৭৭
 কৃষ্ণ-আগমন-কথা কহিতে গোহূলে ।
 শ্রীরবুন্দন দাস সব আগে চলে ॥ ৭৮
 এখানেতে ব্রজেশ্বরী, দিন-অবসান হেরি
 হয়্যা অভিশয় উৎকণ্ঠিত ।
 সজল ময়নপুটে, রোহিণীর প্রতি রটে
 গদগদ বচনে কিকিত ॥ ৭৯
 শুন শুন রামের জননি ।
 দিন-অবসান ভেল, তবু ধরে না আইল
 কেন বল রাম-নীলমণি ॥ ৮০
 কহি গেল শিশুগণ, দিন শেষ-নিরীক্ষণ
 করিয়া আসিব ফিরি ধরে ।
 এখানে না আলা কেন, স্থির নাহি হয় মন,
 কি করিব বলহ আমারে ॥ ৮১
 চিতে না ধৈর্য ধরে, রহিতে না পারি ধরে,
 কি করি এ গোষ্ঠে পাঠাইয়া ।

চান্দমুখ না দেখিয়া, বুক যায় বিদরিয়া,
 করিলাম হায় কি কৃত্রিয়া ॥ ৮২
 দেবতার অনুগ্রহে, বাছারা আইলে গৃহে
 আর গোষ্ঠে না দিব বাইতে ।
 শ্রীরবুন্দন কহে, এ বচন ভাল নহে
 ত্রিভুবন স্থখী এ চরিতে ॥ ৮৩
 এইরূপ কহিতে কহিতে নন্দরাণী ।
 নিকটে উঠিল শিক্ষা মুরলীর শ্রনি ॥ ৮৪
 তাহা শুনি তার প্রতি কহেন রোহিণী ।
 নাহি কান্দ রাণি ধরে আলা নীলমণি ॥ ৮৫
 অই শুন শিক্ষা বেণু মুরলীর রব ।
 বৎস খর-পুলীতে ঢাকিছে দিক সব ॥ ৮৬
 তাহা দেখি শুনি রাণী বাহিরে আইলা ।
 হেন কালে শিশু সবে বজ্রে প্রবেশিলা ॥ ৮৭
 সেইত সময়ে যাবদীয় ব্রজবাসী
 কৃষ্ণ দেখিবারে দ্বারে দাড়াইলা আসি ॥ ৮৮
 কৃষ্ণ বলদেবে সবে করি নিরীক্ষণ ।
 জয় জয় শ্রনি করে আনন্দিত-মন ॥ ৮৯
 তবে কৃষ্ণ-বলদেব নন্দরে বন্দিলা ।
 তিতহ কোলে করি শির-আশ্রয় লইলা ॥ ৯০
 পরে মাতাদিগে তারা করিলা বন্দন ।
 কোলে নিলা তাঁরা পুত্রে করি নিশ্চিন্তন ॥ ৯১
 তবে সকলেই গৃহে করিলা গমন ।
 সেবাতে নিযুক্ত হল্যা শ্রীরবুন্দন ॥ ৯২
 ইতি শ্রীগীতমালায়াং বৎস-চারণ-লীলা-
 বর্ণনং নাম ষষ্ঠং প্রবন্ধনম্ ।

সপ্তম প্রবন্ধ ।

অথ গোচারণ-লীলা ।

সহচর সনে গোরা রায় ।
 নানা খেলা করে নদিয়ায় ॥ ১
 গোপ-বেশ করিয়া ধারণ ।
 গঙ্গাকূলে করয়ে গমন ॥ ২
 সেখানে দেখিয়া গাবীগণ ।
 আপুনি চরায় হৃষি-মন ॥ ৩

করি কতু হাঁহী হাঁহী রব
ডাকিয়া আনয়ে গাবীসব ॥ ৪
কতু সখা সকলের সঙ্গে ।
বাহু-যুদ্ধ করে নানা রঙ্গে ॥ ৫
ত্রিভঙ্গী হইয়া লাড়াইয়া ।
বেণু বায় কতু সুখিহিয়া ॥ ৬
এ সকল লীলা মন হরে ।
শ্রীরঘুনন্দন ধ্যান করে ॥ ৭

শ্রীদাম প্রভৃতি সখা, সব আসি দিলা দেখা,
পন্নভাতে নন্দের ভবনে ।
মুতিয়া আছেন হরি, তাঁহারে ইঙ্গিত করি,
কেহ সবে মধুর বচনে ॥ ৮
কান্যায়্য কেমন ব্যবহার ।
উঠিয়াছে দিনপতি, তথাপি রয়্যাছে মূতি,
এলিহারি যাইরে তোমার ॥ ৯
প্রতিদিন আসি প্রাতে, হবে তোরে আগাইতে,
পথে চালাইতে হবে পাল ।
বনে গাবী না চরায়ে, মোদিগে চরাতে হবে,
এ কেমন তোর ঠাকুরাল ॥ ১০
উঠি কন শব্দীকেশ, হয়্যাছিল নিদ্রাবেশ,
তেই ছিনু করিয়া শয়ান ।
না করহ কেহ রোষ, ক্ষমা কর মোর দোষ,
আর নাহি করিব এমন ॥ ১১
আজ্ঞা হতো বনে গিয়া, তোমাদিগে বসাইয়া,
রাখিব শীতল তরুতলে ।
আমি গাবী চরাইব, তোমাদিগে না কহিব,
মুখে বসি রহিবে সকলে ॥ ১২
অবেষণ করি বনে, আনি নানা স্থানে,
ভুগাইব তোমা সবাকারে ।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, ইহা না হইলে কেন,
ভকত-বংশল বলে তোরে ॥ ১৩
তবে কৃষ্ণ জননীর নিকটে বাইয়া ।
কহিছেন তাঁর আগে প্রশ্ন করিয়া ॥ ১৪
মাগো! আসিয়াছে মোর সব সচহর ।
অতএব গোষ্ঠবেশ করহ সঙ্কর ॥ ১৫
বশোলা কেহন বাপ! গোষ্ঠে প্রতিদিন ।
বিদায় করিতে আমি হই বড় দীন ॥ ১৬

অতএব আজি তুমি গোষ্ঠে নাহি যাও ।
ভবনে রহিয়া সখা-সহিত খেলাও ॥ ১৭
বনের কঠিন মাটি ভ্রমিতে তাহার ।
চরণে বেদনা কত হয় হায় হায় ॥ ১৮
প্রবির আতপে হয় শরীর মলিন ।
আহার বিহনে পুন হয় অতি ধীন ॥ ১৯
অতএব আজি গোষ্ঠে না দিব যাইতে ।
ভৃত্যগণ লয়্যা যাকু গাবী চরাইতে ॥ ২০
শ্রীরঘুনন্দন ভণে তন নন্দরাণি ।
কদাচিতো না কহিবে এ সকল বাণী ॥ ২১
জননিক বচন, শ্রবণ করি মাধব
বোলত মধুরিম বোল ।
তননি গোচারণ, বড় সুখে ছোয়াত,
কাহে হোয়সি উত্তরাসি ॥ ২২
গন্দাবন সুখ দাম ।
কোমল নবপ্রণ- . ছাদিত ধরণীপদ,
সুখকর অনুপাম ॥ ২৩
নিবিড় তৃণল-দল, তরুগণ করতঃ,
অতিশয় শীতল ছায় ।
হাহে দিনকরকর, পরশিত কদাচিত,
নারই হাম সব গায় ॥ ২৪
অমৃত মধুর দল, সখীগণ আনত,
উদর পূরণ হোই তার ।
শীতল মন্দ, সমীরণ পরশহি,
সতত ছুড়াওত কার ॥ ২৫
কোকিল শিখিসব, করত মধুর রব,
তাহা শুনি শ্রবণ বিভোরা ।
শ্রীরঘুনন্দন, বোলত পঙ্কজ,
শ্রীরঘুনন্দন প্যারা ॥ ২৬
তনি বাণী যশোমতী লষ্টমনে ।
সুত-বেশ বিধান করে বচনে ॥ ২৭
পুঁছিয়া সব অঙ্গ পাট করিয়া ।
পহিরাওল শীত ধটা কসিয়া ॥ ২৮
শিখিচন্দ্রক-শোভিত চুড় শিরে ।
মণি-মণ্ডিত জাদ ললাট পরে ॥ ২৯
অলকাবলি শোভি ললাটতলে ।
লিখিলা ঘন-চন্দন-পুষ্পদলে ॥ ৩০

মণিকুণ্ডল অর্পিল কর্ণপুটে ।
 বহু স্রোতি বিরাজত পশুভটে ॥ ৩১
 গল দেশহি কাঞ্চন দামছটা ।
 নব গোন্ধিক শোভিক হারছটা ॥ ৩২
 ভুজ-ভূষণ বাজল বাহ পরে ।
 বলদানবরত্ব দিলেন করে ॥ ৩৩
 ঘন কুঙ্কম পঙ্কহি লেপ করী ।
 করিলা কত চিত্র শরীর ভরী ॥ ৩৪
 কটি দেশহি হেমময়ী রসনা ।
 ব্রজরাঙ্গ-বগ করিলা ষটনা ॥ ৩৫
 রঘুনন্দন দাস উলাস-মনে ।
 বরনপুর রাজ দিলা চরণে ॥ ৩৬
 রোহিণী তা দেখি, হয়্যা মহামুখা,
 সাজায়েন বলরাম ।
 নীল পাট ধটা, পরাইলা আঁটা
 কটীতে অভিরাম ॥ ৩৭
 নীল পাগ মাতে, বাকিলেন তাতে,
 ময়ূরের পাখা দিলা ।
 বেড়ি গুণ্ডামালে, চম্পকের ফুলে,
 ধরে ধরে সাজাইলা ॥ ৩৮
 মণি বলমল, কাণেতে কুণ্ডল,
 গলে নীল মণিহার,
 ভুজ বাজু দিলা, হাতে হেম বালা
 কটিতে কিস্কিনী সার ॥ ৩৯
 পরালা মথুর, চরণে নপুর ।
 করে রুম্বু বুম্বুধনি ।
 গগনদে করি, নাসার উপরি,
 তিলক রচিলা ধনৌ ॥ ৪০
 মাখাইলা চাকু, কুঙ্কম অঙ্কুর,
 ভঙ্গী করি কলেবরে ।
 সেবিতে চরণে, শ্রীরঘুনন্দনে,
 সঙ্গী করি দিলা পরে ॥ ৪১
 যশোদা-রোহিণী বেশ করি শ্রুতিমনে ।
 দুই পুত্র অঙ্গে রক্ষা বাঞ্চে দুই জনে ॥ ৪২
 আশ রক্ষা করন ভোমার পদতলে ।
 মণিমান আসু বস্ত্র এ উরু যুগলে ॥ ৪৩
 শ্রী অক্ষুণ্ড কটিভট কুঙ্কির হয়গ্রীব ।
 কেশব-চন্দ্র উরঃস্থলে সলাশিব ॥ ৪৪

কর্ণদেশ রক্ষা করু ভোমার তপন ।
 বিধু বাহ ত্রিবিক্রম রাখুন বদন ॥ ৪৫
 রক্ষা করিবেন তোর মস্তকে ঈশ্বর ।
 শ্রীরঘুনন্দন কাছে রবে নিরন্তর ॥ ৪৬
 চক্রে ধরি হরি আপে রাখিয়া ভোমায় ।
 তিঁহই রাখিবা পাছে ধরিয়া পদায় ॥ ৪৭
 ধনু ধরি দক্ষিণেতে শ্রীমধুসূদন ।
 বাজা ধরি বামদিকে রাখিবা অঞ্জন ॥ ৪৮
 চারি কোণে উরুগায় পাকজন্তু ধরি ।
 উপেন্দ্র গরুড় মৃগে চড়িয়া উপরি ॥ ৪৯
 ভ্রমিতলে রক্ষা করিবেন হলধর ।
 মৌন-রূপধারী হরি বারিষ ভিতর ॥ ৫০
 কাননে রাখিবা তোহে প্রভু নরহরি ।
 শ্রীরঘুনন্দন মহাধরের উপরি ॥ ৫১
 তবে নন্দ-গৃহেশ্বরী, বলদেব-করে ধরি,
 অশ্রু করে ধরি দামোদরে ।
 নয়ন গলয়ে বারি, পড়ে পয়োধারোপরি,
 কহিছেন গদ গদ স্বরে ॥ ৫২
 মোর বাপ বাপের বলাই ।
 গর্গমুনি তোরে বলি,—গিয়াছেন মহাবলী,
 ভ্রমিহ পালিবে নিজ ভাই ॥ ৫৩
 ধেনু চালাইয়া যবে, পথে পথে যাবে তবে,
 আগেতে যাইতে নাহি দিবে ।
 যাইতে যাইতে পথে, মাঝেমাঝে ধরি হাতে,
 ক্ষণেক বিশ্রাম করাইবে ॥ ৫৪
 পাইলে তরুর ছায়, লাড়া করাইয়া তায়,
 বিশ্রাম করাবে কতক্ষণ ।
 মাতিয়া বৃষভগণ, করিবেক যবে ব্রণ,
 সাবধান হইবে তখন ॥ ৫৫
 ভ্রমিতে না দিবে বনে, কুশাক্ষরবৃন্ত স্থানে,
 নামিতে না দিবে নদীজলে ।
 উঠিতে না দিবে পাছে, সর্বদা রাখিবে কাছে,
 কুখ্যাত ভুঞ্জাবে মূল ফলে ॥ ৫৬
 থাকিতে থাকিতে বেলা, সকলে কহিয়া বেলা,
 : ॥ ফলে কথি আশ্রয়ন ।
 শ্রীরঘুনন্দন স্রুটে, প্রেমের স্বভাব বটে,
 হেন হিত বচন-শিখণ ॥ ৫৭

মাতাদিগে বন্দন করিয়া কুমারাম ।
 পিতার নিকটে দিয়া করিলা প্রণাম ॥ ৫৮
 িত্ব কোলে লয়া কৈলা আশীষ বিধান ।
 তবে সকলেই কৈলা গোষ্ঠেতে পয়াণ ॥ ৫৯
 হরভী মহিষ বৃষ আগে আপে যায় ।
 তার পাছে পাছে গোপশিশু সব যায় ॥ ৬০
 সকল-পশ্চাৎ যান রাম দামোদর ।
 দেখিতে দাঁড়াল ব্রজবাসী থরে থরে ॥ ৬১
 দেখিয়া করয়ে তারা জয় জয় রব ।
 ছেনা ননী ক্ষৌর নাড়ু দেয় গোপা সব ॥ ৬২
 রাম কৃষ্ণ সকলেয়ে করিয়া সন্মান ।
 গোবুলের বাহিরেতে করিলা পয়াণ ॥ ৬৩
 দেখিবারে ঠাঁহাদের গোষ্ঠ-বিহরণ ।
 শ্রীরঘু-নন্দন পাছে করিল গমন ॥ ৬৪
 নিরখিয়া বৃন্দাবন, বাবদৌর শিশুগণ,
 হর্যা অতি হরসিত-মন ।
 সকলেই কুহুহলী, আরম্ভ করিলা কেলি,
 যাহা দেখি হুখী হুরগণ ॥ ৬৫
 তুলি আনি গুণ্ডাকল, অশোক তরুর দল,
 ময়রের পুচ্ছ নানা ফুল ।
 করি তাহে অলঙ্কার, বেশ করে পরিবার,
 গায়ে মাখে গৌরিক হিঙ্গুল ॥ ৬৬
 কেহ নানা মতে ফুলে, মালা গাঁথি কৃষ্ণ-গলে,
 প্রণয়েতে করয়ে অর্পণ ।
 কেহ তাঁর মালা নিয়া, আপনার গলে দিয়া,
 কেহে দেখে সাজিল কেমন ॥ ৬৭
 যদি কৃষ্ণ যান দূরে, তবে কেহ পরস্পরে,
 কে পারয়ে আগে ছুইবারে ।
 এত কহি ধাই শিখা, কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশিয়া,
 মগ্ন হয় হৃথের পাথারে ॥ ৬৮
 কোভুকতে পরস্পরে, শিখা বেণু চুরি করে,
 জানিলে ফেলিয়া দেয় দূরে ।
 সেখানে লইতে পেলে, অস্ত্র জন দূরে ফেলে,
 কান্দিলে আনিয়া দেয় করে ॥ ৬৯
 বানরের পুচ্ছ ধরি, কেহ চরি বৃক্ষ-পরি,
 তার সঙ্গে লাফিয়া বেড়ায় ।
 তারা মুখ-ভরা যেন, করয়ে করয়ে জেন,
 শ্রীরঘুনন্দন গুণ গায় ॥ ৭০

শ্রীদাম কহেন শুন বলাই কানাই ।
 লুকা-লুকি খেলা আজি করহ সবাই ॥ ৭১
 দুই দল করি সখা করহ বটন ।
 দুই দলে রাজা হও ডোরা দুই জন ॥ ৭২
 যে বাহারে লুকাইলে বাহির করিবে ।
 সে তাহার কান্দে চড়ি কাননে ফিরিবে ॥ ৭৩
 বাহির করিতে না পারিলে যে বাহারে ।
 কান্দে করি লইয়া ফিরিবে সে তাহারে ॥ ৭৪
 এত কহি দুই দল বটন করিলা ।
 তাহাতে কৃষ্ণের দল আগে লুকাইলা ॥ ৭৫
 বাহির করিল নন্দ-ভ্রময়ে শ্রীদাম ।
 হুবলারে বাহির করিলা বলরাম ॥ ৭৬
 বলদেব-সঙ্গী আর যত জন ছিল ।
 কৃষ্ণদলে তারা সব ধরিয়া আনিলা ॥ ৭৭
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বলি হারী যাই ।
 হুবলের কান্দে তবে চড়িলা বলাই ॥ ৭৮
 শ্রীদামের কান্দে তুলি লইলা কানাই ।
 বজ্রের ভাবের উপমান দিতে নাই ॥ ৭৯
 হেন মতে আর যে সঙ্গী বাচার,
 সে তাহার কান্দে চড়ি ।
 দিগে হেরি হেরি, বনের মাধুরী,
 ফল মূল পাড়ি পাড়ি ॥ ৮০
 কৃষ্ণ-দল আর বার ।
 বনে লুকাইলা, দেখা না পাইলা,
 বলদেব-দল তার ॥ ৮১
 আগে যে যে জন, কান্দে আরোহণ,
 যার যার করিছিল ।
 কান্দে তার তার, চড়িয়া বিহার,
 সেহ সেহ আরম্ভিল ॥ ৮২
 তবে নানা কল করিয়া ভ্রমণ,
 যখন তার তটে আসি ।
 শ্রীকৃষ্ণের দল কহেন হুবল,
 মধুর মধুর হাসি ॥ ৮৩
 এইত খেলায় সবাই সবায়
 জিনিলেক পরস্পরে ।
 এবে এক বেলা আসি সবো গলি,
 করহ তাহাই পরে ॥ ৮৪

দৃষ্ণে দৃষ্ণে কর বাত রণে,
 তাহাতে হারিবে থারা ।
 দেখু বুধগণে চড়ি বনে বনে,
 সিন্ধায়া আনিবে তারা ॥ ৮৫
 ম্বলের বাধি শুনি ধনি ধনি,
 বলিয়া সকলে হুখে ।
 করে বাহি-রণ, ধেন মল্লগণ,
 কীরদুনন্দন দেখে ॥ ৮৬
 মধুর ধনী বসন আটি পরিলা কটী-দেশার্তি
 যৈছে নটবর সকল সাঙ্গে ।
 রঙ্গ করি অঙ্গ ভরি, বীর মাটি মাখিলা,
 যাহা নিরখি বীরগণ লাঙ্গে ॥ ৮৭
 কেশ ধরি উচ্চ করি, জট শির বান্ধাই ।
 কেঁহি নিবিধ কুহুমদল দেলা ।
 দর্প করি সর্পসম, ভুজ উপরি মারই
 তাল সব জ্ঞান করি মেলা ॥ ৮৮
 শুনি সে রব বালক সব, ধরি সমর-কৌতুকে,
 করত হু হু জন সমর ঘোরে ।
 পহিল কর পকরি কর, কসত কত বেরাই,
 ভুজহি ভুজ পুন ধরত জোরে ॥ ৮৯
 মুণ্ড পরি মুণ্ড ধরি, করত ঘন তাড়না,
 মেঘ যহ মেঘ সহ লাগে ।
 বেড়ি গল ভুজ-যুগল, জোর করি টানই,
 মস্ত করি-গুগল অনুরাগে ॥ ৯০
 কবত কোই কবত কোই, গিরত ধরনী তলে,
 পুন উঠত ধরি সমর-আশে ।
 ঘোর ঘন সোর জিনি- সিংহ-রব গর্জসি,
 কহত রঘুনন্দন বিলাসে ॥ ৯১
 এইরূপ বাহ যুদ্ধ করিতে করিতে ।
 রুক্ষদল সকল হারিলা আচসিতে ॥ ৯২
 কহিছেন ক্রীদাম তখন হস্ত করি ।
 কানায়্য তোদের এই রণে হল্য হারী ॥ ৯৩
 অতএব তোরা আন খেতু ফিরাইয়া ।
 বিপ্রাম করিয়ে মোরা এখানে বসিয়া ॥ ৯৪
 এত শুনি কৃষ্ণের যাবত সখাগণ ।
 খেতু ফিরাইতে সবে করেন গমন ॥ ৯৫
 তাহা নিরখিয়া কৃষ্ণ কহিছেন বাধি ।
 তোরা সবে থাক আমি একা খেতু আনি ॥

এত কহি ব্রিভঙ্গ হইয়া পাড়াইয়া ।
 বাজাতো লাগিলা বাঁশী চান্দ মুখে দিয়া ॥ ৯৭
 তাহা শুনি ক্রীতবল করেন বর্ণন ।
 তাহার সঙ্কেতে গায় ক্রীতবন্দন ॥ ৯৮
 ওরে সব সহচর, তেজ কথা পরস্পর,
 ছাড়হ অপর সব কাম ।
 হইয়া একাত্মমতি, শুনিহ শ্রবণ পাতি,
 কৃষ্ণ বেণুরব অনুশ্রব ॥ ৯৯
 মরি মরি কিবা এ মাধুরী ।
 শুনিয়া জুড়ায় তনু, অমৃতের ধারাজহু,
 প্রাণিশিখে জন্ম-ভিত্তি ॥ ১০০
 যাহা শুনি দেবগণ, হইয়াছে মুগ্ধমন,
 অই দেখ আকাশমণ্ডলে ।
 নিজ নিজ বাহনতে, রহিয়াছে একচিত্তে,
 বদন ভাসিছে অশ্রু-জলে ॥ ১০১
 বায়ু ভুলিয়াছে গতি, শ্রীমুনা বেগবতী,
 উৎকলিত করিছে গমন ।
 মকর কচ্ছপ মৌন, হস্তা দেখ ভয়হীন ।
 মুখ তুলি করিছে দর্শন ॥ ১০২
 অজুরিত লতা শাখা, শব্দ ছাড়ি সব পাখী,
 এক-মনে করিছে শ্রবণ ।
 মথুর নগর করে, মৃগসব থরে থরে ।
 উৎকলিত করে আগমন ॥ ১০৩
 মহিম বুঝত খেতু, শুনিয়া সখার বেণু
 উচ্চ পুচ্ছ করিয়া আসিছে ।
 নয়নেতে অশ্রুঝরে, মুখ হতো তপ পড়ে,
 কৃষ্ণমুখ-দর্শন করিছে ॥ ১০৪
 আর দেখ খেতুগণ, স্নেহে হস্তা আর্দ্রমন,
 অবিরত হৃদ বরিষয় ।
 মরি মরি কিবা স্নেহ, চাটিছে স্ত্রামের দেহ,
 ক্রীতবন্দন নিরঞ্জন ॥ ১০৫
 বলরাম বালছেন বয়সা সকলে ।
 দেখ দিবাকর যান এবে অন্তাচলে ॥ ১০৬
 অতএব হল্য গৃহ-গমনের কাল ।
 চালাও চালাও সবে নিজ নিজ পাল ॥ ১০৭
 এত শুনি সবে দিগা বেণু বাজাইয়া
 চালিলা গোবল মুগ্ধ গোবন লইয়া ॥ ১০

এখা যশোমতী দেখি দিন অবসান !
করিতেছেন স্বর-বারি গমন বিধান ॥ ১০৯
পথিক সকলে দেখি পুছেন আদরে ।
কানাই বলাই আসিতেছে কত দরে ॥ ১১০
কহিতে কহিতে শিখা মূল্যের পরনি ।
শুনিয়া হুঁত হলা ত্রজ-রাজ-রাণী ॥ ১১১
যে দিকে আইল ধনি সেই দিক পানে ।
চাহিতে চাহিতে পাল দেখিলা নয়নে ॥ ১১২
পরে রাণী নিরখিয়া আপন নন্দন
কহিছেন রোহিণীর সঙ্গত মন ॥ ১১৩

আ ওত মের, লালন-বদন

নাচি নাচি হেরিয়ে ।

বাগক যত, তাল বরত,

চরিত্তি হেরিয়ে ॥ ১১৪

ধনুকাব, রোপক পর,

চুর বদন রাজ্যে ।

ছরমজনিত, স্বরম বিন্দ,

শত শত ততি সাজয়ে ॥ ১১৫

দুর্গম বন, পল্লভ বন,

দিকি গোধন রাখিয়ে ।

নলিন-বদন, মলিন ভয়ে,

নিরুপী বর দেখিয়ে ॥ ১১৬

কর ক্রিয়, চুর করণ,

দেখো সগি চাহিয়া ।

নীরদ জন্তু লালন তন,

কটিন ভাতু থাকিয়া ॥ ১১৭

কণ্টকময়, সঙ্কট চয়,

গহন গহন ধাবনে ।

বনুন্দন, জন্তু বেদন,

পাওল কত কাননে ॥ ১১৮

এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া ।

পুত্র কোলে নিলা রাণী বাহু পসারিয়া ॥ ১১৯

শত শত চূপ দিয়া মুখ-শতদলে ।

পৌছান মুখের ঘাম বসন-অকলে ॥ ১২০

শ্রীঅঙ্গে পুলান রাণী আপনার বর ।

কহিছেন এই কথা গদ-গদ-স্বর ॥ ১২১

ওরে মোর বাপের ঠাকুর বাপধন ।

গোচারণ করি স্বরে কৈল আগমন ॥ ১২২

মলিন হয্যাছে রবিতাপে চান্দমুখ ।

দেখিয়া বিদরিয়া ষাইতেছে মোর বুক ॥ ১২৩

চল চল বাপ তোরে স্বরে লয়া যাই ।

শরীর শীতল কর নবনীত ষাই ॥ ১২৪

এইরূপ কহিতে কহিতে ত্রজেশ্বরী ।

কৃষ্ণেরে লইয়া গেলা বাটীর ভিতরি ॥ ১২৫

রোহিণীও বলসামে কোলেতে লইয়া ।

যশোদার পাছে পাছে গেলা হুঁহিয়া ॥ ১২৬

তবে স্নান করাইয়া হুঁতল জলে ।

ভুজাইলা মাখন মোদক মিরকলে ॥ ১২৭

বিচিত্র পালঙ্কে তারা করিলা শয়ন ।

চরণ-সেবন করে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৮

ইতি শ্রীশ্রীতমালয়াং গোচারণলীলা-

বর্ণনং নাম সপ্তমঃ পদ্যনম্ ॥ ৭ ॥

অষ্টম প্রস্থান ।

অথ শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ ।

দেখি গোরা চান্দ্রের মাধুরী ।

মুগ্ধ সব নদীয়ার নারী ॥ ১

তেজি তারা গৃহের ব্যাপার ।

সদা দান করয়ে তাঁহার ॥ ২

কখনো বসিয়া নিরঞ্জে ।

গুণগান করে সখী মনে ॥ ৩

ভাবে তাঁরে পাবার উপায় ।

দিনে দিনে ক্রীণ হলা কায় ॥ ৪

কভু তাঁরে পাইয়া সপনে ।

অতি আনন্দিত হয় মনে ॥ ৫

কান্দে পুন হারাইয়া তাঁয় ।

শ্রীরঘুনন্দন সদুন্মায় ॥ ৬

ত্রিজগত-মনোহারী, কৃষ্ণের মাধুরী হেরি,

দুঃভানু রাজ্য ছুঁতি ।

হয্যাছেন মুগ্ধ-চিত্ত, অতিশয় উৎকণ্ঠিত,

তাঁরে কন বিশবা ললিতা ॥ ৭

প্রিয়সখি পুছিয়ে তোমার ।

দিন দুই ডিন তোহে, দেখি অন্ত মন কাহে,
 কহ কহ তাহা মোসবার ॥ ৮
 ভোজনে না দেখি মুখ, সদাই মলিন মুখ,
 ছাড় মুখ দীঘল নিখাস ।
 নাহি কর অঙ্গবেশ, বন্ধন না কর কেশ,
 নাহি পর মনোহর বাস ॥ ৯
 শুক শারী না পড়াও, কতু বীণা না বাজাও,
 নাহি কর কখনো সঙ্গীত ।
 প্রিয়সহচরী মেলি নাহি দেখি পাশা খেলি,
 হাস নাহি দেখি কদাচিত ॥ ১০
 বসি একা নিরঞ্জে, কি ভাবহ মনে মনে,
 তাহা কিছু না পারি বুঝিতে ।
 শ্রীরঘুনন্দন রটে, তোমাদের যোগ্য বটে,
 প্রিয়সখী-জন্ম জানিতে ॥ ১১
 সখীদের বাণী শুনি রাখা ঠাকুরাণী ।
 লজ্জা লাগি কহিতে নারেন কিছু বাণী ॥ ১২
 দীঘল নিখাস ছাড়ি অধ করি মুখে ।
 লিখেন ধরণীতল কর-পদ-নখে ॥ ১৩
 তাহা দেখি পুনর্বার বিশাখা ললিতা ।
 কহিছেন অতিশয় হইয়া দুখিতা ॥ ১৪
 সখি না কহিছ কেন জন্মের কথা ।
 তোর দশা দেখি মোরা পাই বড় ব্যথা ॥ ১৫
 প্রিয়সখি প্রিয়সখি বল মোসবারে ।
 কিন্তু তাহা মিছা মানি এই ব্যবহারে ॥ ১৬
 প্রিয়সখী বলয়ে তাহারে সন জন ।
 যাহার নিকটে কিছু না রহে গোপন ॥ ১৭
 যদি প্রিয়সখী-মাকে মোদিগে গণিবে ।
 তবেত জন্ম-কথা কহিতে হইবে ॥ ১৮
 শ্রীরঘুনন্দন কহে এমত চাতুরী ।
 না থাকিলে হবে কেন রাই-সহচরী ॥ ১৯
 শুনি এত সখীদের বাণী ।
 কহিছেন রাখা ঠাকুরাণী ॥ ২০
 সখি কি করিব নিবেদন ।
 কহিতে না ক্ষুরে বচন ॥ ২১
 যোর মন অভি চুরাচার ।
 কিছু কথা রাখে না আমার ॥ ২২
 করে এহ অভিলষ বাহা ।
 লাজ খাই কে কহিবে তাহা ॥ ২৩

ইথে তোরা নাহি ভাব ব্যথা ।
 কহ কিছু অন্ত ভাল কথা ॥ ২৪
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।
 ইহা হতো ভাল কি আছয় ॥ ২৫
 রাখার বচন, করিয়া শ্রবণ,
 অতিশয় দুখি-মন ।
 ছল ছল আঁখি, রাই-মুখ দেখি,
 ললিতা বিশাখা কন ॥ ২৬
 সখিরে ! বুকিত আশয় তোর ।
 তোমার পিরিত্তি, বড় লাজ প্রতি,
 মোসবার প্রতি থোর ॥ ২৭
 সখার সমাজ, হতো যদি লাজ,
 হতো তব বড় প্রিয়া ।
 ভাব তারে লয়া, থাক মুখী হয়্যা,
 মোদিগে বিদায় দিয়া ॥ ২৮
 সব সহচরী, বলি মোরা করি,
 মনে যেই অভিমান ।
 তাহা মিছা জানি, ব্যথিত পরাণী,
 না রাখিব আর প্রাণ ॥ ২৯
 শ্রীরঘুনন্দন, করে নিবেদন,
 ধনি ধনি দুই জনে ।
 গুপত আশয়, বেকত না দেখ,
 এমত চাতুরী বিনে ॥ ৩০
 এত কহি ললিতা বিশাখা দুই জন ।
 উঠিয়া সেখান হতো করেন গমন ॥ ৩১
 তাহা দেখি শ্রীরাধিকা করেতে ধরিয়া ।
 বসাইলা পুনর্বার যতন করিয়া ॥ ৩২
 কহিব কহিব করি ভাবিছেন মনে ।
 কিন্তু লাজে নিঃসরে না বচন বদনে ॥ ৩৩
 হেন কালে কৃষ্ণ-শশী বাজিল কাননে ।
 তাহা শুনি রাখা কন সজল-নয়নে ॥ ৩৪
 কি কহিব প্রিয়সখি ! আপন দশায় ।
 ডুবাঈল কর্ণ আর নয়নে আমার ॥ ৩৫
 মোর কান শুনি অই মূল্যের গান ।
 মোহিত হয়্যাছে নাহি শুনে শব্দ আন ॥ ৩৬
 অই ডাকাতিয়া শশী যে জন বাজায় ।
 তাহারে দেখিয়া আঁখি ডুবায়া রাখায় ॥ ৩৭

এই কিবা শুক পাইছে দেখি তায় ।
সেই হতে অস্ত্র পানে কখনো না চায় ॥ ৩৭
ইহাদের সঙ্গী হইয়াছে দুই মন ।
কিশোরীর বৃক্ষি নাহি রহিল জীবন ॥ ৩৮

কহেন ললিতা ঠাকুরাণী ।
না বুঝিহু সখি তোর বাণী ॥ ৩৯
কত জন মুরলী বাজায় ।
কি করিয়া জানিব ইহায় ॥ ৪০
দেখিয়াছ যাহারে নয়নে ।
কহ তাহা বিশেষ বচনে ॥ ৪১
তাহা শুনি কে বটে জানিব ।
তবে যে উচিত তা কহিব ॥ ৪২
শুনিয়া কিশোরী এ বচন ।
কহিছেন সজল-নয়ন ॥ ৪৩

দামাজন সঙ্গে করি, আনিতে যমুনা-বারি,
আসি বাটে করিলা গমন ।
সেই কালিন্দীর কলে, কদম্ব তরুর মূলে,
দেখিহু পুরুষ একজন ॥ ৪৪

প্রিয় সখি নাহি জানি তায় ।
মনে অনুমান করি, মদন শরীর ধরি,
আসিয়াছে ভ্রমিতে এখায় ॥ ৪৫
ইন্দ্রাবর নীলমণি, নবীন-নীরদ জিনি,
অঙ্গ-কাতি করে ঢল ঢল ।
যাহার ছটায় করি, গগন ধরলী বারি,
হইয়াছে অধিক গ্রাম ॥ ৪৬

কিবা সে মুখের ঠাট, আলো করি আছে ষাট
জিনি কোটি কোটি লক্ষধর ।

তাহে নাচে হুই আঁধি, যেমন বগ্নন পার্থী,
নীলশতদলের উপর ॥ ৪৭
জোড়া ভুরু ভুরুশরি, তাহা কি বর্ণিতে পারি,
মনে হয় কামের কমান ।

অধর বাকুলী জিনি, তাহে দিয়া দাঁশীখানি,
করিতেছে সুমধুর গান ॥ ৪৮

বাহ পীন সুদীঘল পরিমর বন্ধঃফল,
মাঝা ধীন জিনিয়া কেশরী ।

পৌত্ত ধনী পরিধান, বনমালা লম্বমান,
গুণ্ণাহার তাহার উপরি ॥ ৪৯

ময়র পাখের চড়া, তাহে শুক্লা মালা বেড়া,
ললাটে অলকা বিলম্বিত ।
কটাক্ষ ভঙ্গিতে করি, সেইত জইল হরি,
হরি হরি কিশোরীর চিত্ত ॥ ৫০

রাধিকার কথা শুনি সুখী দুইজন ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন ॥ ৫১
কিস্ত পিরিতির রীতি পরীক্ষা করিতে ।
কহিছেন কিছু কথা কর্ণশ শুনিতে ॥ ৫২
প্রিয়সখি বুঝিলাম তোমার আশয় ।
তুমি দেখিয়াছ যারে সে নন্দতনয় ॥ ৫৩
ক্রীড়ায় তাহার নাম দেখিতে সুন্দর ।
সেই ত বাজায় আই বেণু মনোহর ॥ ৫৪
কিস্ত করি মোরা তোরে হিত উপদেশ ।
নাহি কর তুমি তাহে মনের আবেশ ॥ ৫৫
আয়ানের ভার্যা তুমি রাজার নন্দিনী ।
পতিব্রতা কহে তোহে সকল কামিনী ॥ ৫৬
পিরিতি করিলে পর-পুরুষের সনে ।
অধম হইবে আর অযশ ভবনে ॥ ৫৭
অতএব স্থির কর আপনার মন ।
কিশোরি শুনহ তুমি মোদের বচন ॥ ৫৮

প্রিয়সখি-বচন শ্রবণ করি কত-জ্ঞপ
মৌন ধরিয়া রহি রাই ।
দীষ নিশাস বহত, স্বন লোচন ঝরত,
কহত মুখ চাই ॥ ৫৯
সখিরে কি করব অভাগিনি হাম ।
করহু যতন বহু তবহু না বিচুরত,
নয়ন মন নবধন গ্রাম ॥ ৬০

যহি যহি পড়ন্তিহি, অবুধ হামারি দিহি,
তঁহি তঁহি দুরতঁহি সোই ।
তঁহি তঁহি পুন দরশননহি পাওত,
তোহে চিত ধির নাহি হোই ॥ ৬১
নয়ন মুদিত করি, রহিয়ে যবাই হাম,
তব হৃদি করত প্রকাশ ।
তঁহি পুন হোয়ত, যব অন্তরহিত,
তব সব হোত উদাস ॥ ৬২
শ্রবণ-মুরলী-রব, কিস্ত নহি শুনন্তঁহি
আন যব মানত শূল ।

শ্রীরঘুনন্দন, করষোড়ি বোলত,

হোই প্রেম দৃঢ়মূল ॥ ৬৩

যদি কোনো মতে স্থির করিতাম মন !

তোরা তাহা ঘুচাইলি করি কি মন্থণ ॥ ৬৪

শুনাইলি কি দুই অক্ষরময় নাম ।

মজিল তাহাতে কর্ণগন অল্পপাম ॥ ৬৫

কিবা দুই অক্ষরের বিচিত্র মাধুরী ।

যার আগে বীণার নিনাদে তুচ্ছ করি ॥ ৬৬

শ্রবণে অন্তধারা যেন ঢালি দিল ।

গাইবারে রসনার লোভ বাঢ়াইল ॥ ৬৭

মনে মোর ডুবাইল আনন্দ-পাথারে ।

একি গঢ়িয়াছে নাম অমৃতের সারে ॥ ৬৮

মরি মরি এমত মধুর যার নাম ।

না জানি সে বটে কত মাধুর্যের ধাম ॥ ৬৯

অতএব আশ্বাদিতে সে মাধুর্যারাম ।

হইব তাহার কাছে বিনামূলে দাসী ॥ ৭০

শ্রীরঘুনন্দন কহে এইত উচিত ।

কৃষ্ণদাস নাহি হয় বিনা এ পিরিত ॥ ৭১

কি করিব সখি লয়া কুল ।

সেই রত্ন পাইবারে, যেই কুল বিঘ্ন করে

তারে আমি মানি মহাশূল ॥ ৭২

কি করিব লইয়া ধরম ।

সেই রত্ন পাইবারে, যে ধরমে বিঘ্ন করে,

তারে আমি মানি অধরম ॥ ৭৩

কি করিব সখি লয়া লাজ ।

সেই রত্ন পাইবারে, যেই লাস্ত্র বিঘ্ন করে,

সেই লাজে মানি আমি বাজ ॥ ৭৪

কি করি লয়া গুরুজন ।

সেই রত্ন পাইবারে, যেই গুরু বিঘ্ন করে,

তারে আমি মানি চুরুজন ॥ ৭৫

কি করিব সখি লয়া পতি ।

সেই রত্ন পাইবারে, যেই পতি বিঘ্ন করে,

শ্রীকিশোরী কহে সে বিপতি ॥ ৭৬

গুরুগণ গমন আমি না করি গণন ।

সখি ! পাই যদি তার শুনিতে বচন ॥ ৭৭

লোকের নিশ্চয় আমি মনে নাহি গণি ।

যদি শুনিবারে পাই তার বেণুধ্বনি ॥ ৭৮

পতির তর্জনে আমি ভয় নাহি করি ॥

যদ্যপি দেখিতে পাই তারে আখি ভরি ॥ ৭৯

ধরম করম সব পারি ছাড়ি বারে ।

যদি কালাচান্দ রূপা করয়ে আমারে ॥ ৮০

কোনো লোক হতো তবে লাজ নাহি বাসি ।

যদি বংশী-বদন আমারে করে দাসী ॥ ৮১

শ্রীরঘুনন্দন কহে করজোড় করি ।

মরি মরি ভাবের বালাই লয়া মরি ॥ ৮২

আর যে কহিছ সখি ফিরাইতে চিত ।

তাহাত হইতে নারে কখনো উচিত ।

শুনিয়াছি আমি বহু পণ্ডিতের ঠাঁই ।

দণ্ড-অপহরণ হইতে পাপ নাই ॥ ৮৩

আমিই দেখিয়া মাত্র তাহার চরণে ।

দুপিয়াছি ধন মন শরীর জীবনে ॥ ৮৪

তবে তাহা কি করিয়া ফিরিয়া লইব ।

ফিরিয়া লইলে পাপে নিমগ্ন হইব ॥ ৮৫

যদি সেহ এ সকল না করে পোকার ।

তথাপি ফিরিয়া নেয়া অযোগ্য আমার ॥ ৮৬

শ্রীরঘুনন্দন বলে নাহি ভাব ধনি ।

তোমার প্রেমেতে বান্ধা যাবে নীলমণি ॥ ৮৭

এইরূপ শ্রীরাধিকা কাহ্নেত কহিতে ।

কোকিল লাগিল কুত বিনাদ করিতে ॥ ৮৮

তাহা শুনি শ্রীরাধিকা মুচ্ছিত হইয়া ।

ভ্রমিতলে পড়িলেন অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৮৯

তাহা দেখি শ্রীললিতা একি একি বলি ।

বাত্ পসারিয়া কোলে লইলেন তুলি ॥ ৯০

পাখালেন বিশাখা শ্রীমুখ নীতজলে ।

তথাপি প্রবল মোহ কিছু নাহি টলে ॥ ৯১

তবে তাঁরা কান্দিয়া উঠিল হাহা করি ।

তাহা শুনি আইলেন যত সহচরী ॥ ৯২

কেহ চন্দনের পক্ষ অঙ্গেতে মাখায় ।

কেহ জলে আর্জি করি চামর ঢুলায় ॥ ৯৩

কেহ অঙ্গে দেয় সুকোমল পদদল ।

কেহ উচ্চ রবে ডাকে হইয়া বিকল ॥ ৯৪

ললিতা কহেন একি বিধি-বিষটন ।

দেখ কক্ষবর্ণ হল্য সে চান্দবদন ॥ ৯৫

যেই মাত্র এই কথা কাণে প্রবেশিল ।

কক্ষ নামাভাস শুনি কিশোরী চাহিল ॥ ৯৬

তাহা নিরখিয়া, সব সখীগণ,
কিঞ্চিৎ আশাস পাই।

এক কালে সবে, কোলাহল করে,
আছে গো আছে গো রাই ॥ ৯৮
হও সবে সাবধান।

পুনরপি যাহে, মোহ নাহি হয়,
কর সবে সে বিধান ॥ ৯৯

গদ গদ রবে, শ্রীরাধিকা কন
কিছু না করিতে হবে।

যে নাম কছিল, শ্রীমতীললিতা
তাঁই গান কর সবে ॥ ১০০

ভুনিতে ভুনিতে, যদি আই নাম,
বটে মোর প্রাণ ক্ষয়।

অপর জনমে, তবে ত্বারে পাব,
এই আশা মনে হয় ॥ ১০১

আহা মরি মরি, নামের মাধুরী,
দেখিলে ত সহচরী।

উহাই পাইয়া, জলে বাঁপ দিয়া,
মরিবেক এ কিশোরী ॥ ১০২

ললিতা কহেন সখি স্থির কর চিত্ত।

এতক উৎসেপন করা না হয় উচিত ॥ ১০৩

রমণীর পৈয়া হয় সান্না দৃঢ় তর।

তাহাই পরিয়া সহি থাক দুখশর ॥ ১০৪

রাধিকা কহেন যে কহিলে সত্য বটে।

কিস্ত সখি মোর প্রতি ইহা নাহি বটে ॥ ১০৫

কোটি কোটি বাণ-বৃষ্টি করি পরশর।

বৈরয় সান্নারে করিয়াছে অরক্তর ॥ ১০৬

তাহাতে মলয়-বায়ু হইয়া সহায়।

দগ্ন করিতেছে নিরবধি মোর কাষ ॥ ১০৭

দহিতে পারয়ে বায়ু দহনের মিত।

শুধাকর দাহ করে এন অশুচিত ॥ ১০৮

কিন্সা সেহ হয় পরলের সহোদর।

এ লাগি কিরণে করি দাহে কলেশর ॥ ১০৯

শ্রীরবন-দন কর জোর করি কহে।

এ সকল তাপের কারণ কহু নহে ॥ ১১০

জল বরিষন করি, জগত জুড়াওত

অতি নীতল নব মেহা।

সো মনু লোচনপথ, যব আওত
বহত দহত হতদেহা ॥ ১১১

কিয়ে মেরে কয়েমকী দোষ।

অগমহ রহ তঁহি, নীতল যো কছু,
সব কর মনু তনু শেষ ॥ ১১২

মধুকর-জুজিত, শিখি-কোকিল-রব
অবগহি বজর সমান।

স্বরভি কুম্বকুল, নবনীলজ-দল,
পরশনে দহতহি প্রাণ ॥ ১১৩

কপূর চন্দন, কুম্ব কি সৌরভ,
যব প্রাণশত মনু নাশা।

বিষভক্ষণজনু, তনু জরি যাওত
ন রহত জীবন-আশা ॥ ১১৪

ইহ সব দুখ আর, সহন না যাওত
অভয়ে কহিয়ে বেরি বেরি।

অনুমতি দেহ সকলে, মিলি যমুনা অবগাহউ,
এ কিশোরী ॥ ১১৫

এত কহি শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন।

ললিতা বিশাখা তারে করেন সান্ত্বন ॥ ১১৬

প্রিয়সখি না কান্দ না কান্দ তুমি আর।

তোর মুখ দেখে বুক কাটে মোসবার ॥ ১১৭

করিন সকলে মোরা উচিত উপায়।

যেহেণে তোমাতে প্রেম করে আশ্রয় ॥ ১১৮

যাব মোরা তার কাছে কোনো ছলা করি।

কহিব তোমার দশা সকল বিবরি ॥ ১১৯

তাহা শুনি অশ্রু হইবে দয়া তার।

সব জন কহে তারে রূপা-পায়াগার ॥ ১২০

এত কহি যাইতে উদ্যত দুই জন।

হেন কালে বৃন্দাদেবী কৈলা আগমন ॥ ১২১

তঁারে দেখি শ্রীকিশোরী বসিয়া আসনে।

কহিতে লাগিল। কিছু মধুর বচনে ॥ ১২২

আজি বড় মঙ্গল বাসর।

বাহে তুমি আলো মোর ষর ॥ ১২৩

তুমি বৃন্দাবনের সখরী।

তোমায়ে দেখিতে বাস্তু করি ॥ ১২৪

কহ কহ বনের কুশল।

ভাল আছে পাদপ সকল ॥ ১২৫

সব গাছে আছে ফল ফুল ।
 সুখেতে আছেয়ে পাখিকুল ॥ ১২৬
 হরিণ সকল সুখে আছে ।
 অগিগণ গান করে গাছে গাছে ॥ ১২৭
 কি লাগিয়া এথা আগমন ।
 কিশোরীরে কহ সে কারণ ॥ ১২৮
 রাধিকার কথা শুনি আনন্দিত-মতি ।
 রূপাদেবী কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥ ১২৯
 রাধে তোহে মধুর-ভাষিণী সবে কহে ।
 তোমাতে মধুরবাণী অগস্ত্য নহে ॥ ১৩০
 রূপাবনে আছে যত তরু পশু পাখী ।
 তব রূপা-পুষ্প-বলে তারা সব সুখী ॥ ১৩১
 একমাত্র আছে বড় হৃথের কারণ ।
 রূপাবন-চন্দ্র সদা অতি দুর্ধ-মন ॥ ১৩২
 বনেতে আসিয়া তিহ ধেমু না চরাণ ।
 না জানি বিজনে বসি কি করেন ধ্যান ॥ ১৩৩
 মাঝে মাঝে শুক্ল ছাড়ে মনে মনে ।
 জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু নাহি কন ॥ ১৩৪
 কখনো কহেন কিছু বিলাপ-বচন ।
 কহিব কিশোরি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১৩৫
 আহা মরি মরি, জনম-ভিতরি,
 দেদিন হবে কি আর ।
 বাহে সে রমণী, সবগুণ-ধনি,
 নিরখিব আরবার ॥ ১৩৬
 কিবা সে বরণ, জিনি সুবরণ,
 বিজুরী জিনিয়া ছটা ।
 কিবা সে বদন, যার এক কণ,
 নহে লক্ষ্য-বটা ॥ ১৩৭
 কিবা সে নয়ান, হরিণী-সমান,
 বন্ধিম চাহনী তার ।
 অতি বিলক্ষণ, সে ভুরু-নাচন,
 সদাই লগয়ে ভায় ॥ ১৩৮
 কিবা সে অধর, মুনি-মনোহর,
 আগিছে সদাই চিতে ।
 কিবা পয়োধর, সমান সুন্দর,
 পাশ্র্বে না উপমা দিতে ॥ ১৩৯
 নিতম্ব প্রসর, গমন মন্দর,
 'জিনি মাতা গজরাজে ।

কিশোরী রমণী,— কুল-শিরোমণি,
 বুটে সে ভুবন-মাজে ॥ ১৪০
 এত শুনি শ্রীরাধিকা নিবাস ছাড়িয়া ।
 কহিতে লাগিলা শ্রীকৃষ্ণারে সম্বোধিয়া ॥ ১৪১
 সখি তিহ হন সর্বগুণের ভাজন ।
 ত্রিত্বনে অতুলিত পুরুষ-রতন ॥ ১৪২
 লাগিয়াছে হেন মতে যে তাঁর অভরে ।
 তেন নারী নাহি দেখি গোফুল-নগরে ॥ ১৪৩
 অতএব আমি মনে অনুমান করি ।
 দেখিয়া থাকিবা তিহ কোনহ অমরী ॥ ১৪৪
 রূপাদেবী কহিছেন তাঁহে পুনর্বার ।
 নরেন্দ্র নন্দিনি মোর কথা শুন আর ॥ ১৪৫
 এই তার বিলাপ শুনিয়া কাছে গিয়া ।
 পুছিলাম আমি বহু ঘটন করিয়া ॥ ১৪৬
 তাহাতে আমার প্রতি যে কহিলা হরি ।
 কিশোরি শুনহ তাহা অবধান করি ॥ ১৪৭
 সে দিন যমুনা-কূলে, কদম্বতরুর মূলে,
 আমিহ ছিলাম দাঁড়াইয়া ।
 হেন কালে একনারী, লইতে যমুনা-বারি,
 আলা স্বর্ণ-কলস লইয়া ॥ ১৪৮
 তার রূপ করি নিরীক্ষণ ।
 মদন-বাণের বায়, আমিহ অবশ-কায়,
 হইলাম প্রায় অচেতন ॥ ১৪৯
 পরে তার জানিবারে, পুছিলাম সুবলে,রে,
 সেহ মোরে দিল পরিচয় ।
 বৃষভানু-নৃপ-মুতা, অভিমত্যা-পরিণীতা,
 রাধা নাম অই নারী হয় ॥ ১৫০
 সেই রমণীর লাগি, আমি হইয়া অনুচাণী,
 ফিরি সদা কানন-মাঝার ।
 কোথাও না পাই সুখ, কিসে যাবে এই হৃথ,
 উপায় না দেখি কিছু তার ॥ ১৫১
 শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, আমি পাই বড় ব্যথা,
 আপাসিয়া আসিয়াছি তার ।
 কিশোরি আমার গর্জ, বাহে নাহি হয় বর্জ,
 তাহা তোহে করিতে বুঝায় ॥ ১৫২
 এতেক বৃন্দার বাণী রাধিকা শুনিয়া ।
 চাহিলা ললিতা-পানে আঁখি দ্রাবিহা ॥ ১৫৩

ললিতা কহেন বৃন্দা তুমি হও দেবী ।
 ধন্য শিক্ষা করে কত নারী তোহে সেবি ॥ ১৫৫
 তুমি কহ করিতে অধর্ম-আচরণ ।
 শোভা নাহি পায় তব মুখে এ বচন ॥ ১৫৫
 রাজকন্তা কুলবধু নিজে হয় সতী ।
 উচিত না হয় হেন কথা ইহা প্রীতি ॥ ১৫৬
 অতএব তুমিহ তাঁহারে কহ গিয়া ।
 আপনার মন স্থির করহ বুদ্ধিয়া ॥ ১৫৭
 বৃন্দাদেবী কহেন ললিতা শুন কথা ।
 আমি আসিয়াছি বহুক্ষণ হল্য এথা ॥ ১৫৮
 তোমাদের আলাপন কিশোরী সাহিত ।
 শুনিবারে হয়্যাছিহু আমি শ্রুতায়িত ॥ ১৫৯
 শুন হে ললিতে, বিশাখা সহিতে,
 যে কহিলে রাধিকারে ।
 শুনিয়াছি তাহা, রাধিকাও যাঁহা,
 কহিলা শুন তোমা সবারে ॥ ১৬০
 হেরিহু রাধার, নিরহ-দশার,
 পরিপাটী অতিশয় ।
 শুনিহু বিলাপ, আর অপলাপ,
 মোর আগে না ঘটয় ॥ ১৬১
 আর কহি শুন, আমারেও গণ,
 তোরা সহচরী-ভাগে ।
 তবে কি কারণ, করহ গোপন,
 প্রিয়-কথা মোর আগে ॥ ১৬২
 আমি বৃন্দাবন, করিয়ে রক্ষণ,
 বহুদিন আশা করি ।
 রাধা শ্রামরায়, নিহরিবে তায়,
 দেখিব নয়ন ভরি ॥ ১৬৩
 তোরা এ লাগিয়া, সরল হইয়া,
 মোরে দাও অনুমতি ।
 আমি আনি গিয়া, সঙ্গেতে করিয়া,
 কিশোরীর প্রাণপতি ॥ ১৬৪
 ললিতা কহেন তবে প্রকাশি ছন্দ ।
 সখি যে কহিলা তুমি সব সত্য হয় ॥ ১৬৫
 আমাদেরও দিবা নিশি এই বাস্তা মনে ।
 রাধা-কক্ষ বিলাস দেখিয়ে বৃন্দাবনে ॥ ১৬৬
 কিন্তু বড় চপলস্বভাব দেখি ভারে ।
 শঙ্কা হয় মনে পরে দুখ দিতে পারে ॥ ১৬৭

এই লাগি কোনো কথা প্রকাশ না করি ।
 কিন্তু বড় কাণ্ড হয়্যাছে সহচরী ॥ ১৬৮
 বৃন্দাবন কোনো শঙ্কা মনে না করিবে ।
 রাধিকার গুণে সব বিষ নিবারিবে ॥ ১৬৯
 ইহারে পাইলে তঁহি রসিক হুমতি ।
 না চাহিবে কভু অশ্রু রমণীর প্রীতি ॥ ১৭০
 অতএব কোনো চিন্তা না কর অন্তরে ।
 অনুমতি দাও আনি গিয়া সে নাগরে ॥ ১৭১
 শ্রীরবনন্দন কহে বৃন্দা ধনি ধনি ।
 ভাল দত্ত করিয়াছে প্রভু বৃন্দাবনি ॥ ১৭২
 ললিতা বোলত মধুরিম ভাস ।
 সহচরি তুমি যাহ নাগর-পাশ ॥ ১৭৩
 সবজন লোচন পথ ছপায় ।
 বকুল কুঞ্জপর আনবি তায় ॥ ১৭৪
 হাম সব রাইক-বেশ বনাই ।
 প্রথম রজনী মিলব তঁহি ঘাই ॥ ১৭৫
 ইহ শুনি বৃন্দা সুখিত গরণ ।
 নাগর নিকট হি করল পরাণ ॥ ১৭৬
 ললিতা সকল সখীজন সঙ্গে ।
 রাইক-বেশ বনাওত রঙ্গে ॥ ১৭৭
 শ্রীরবনন্দন ধনি ধনি মানি ।
 বসন বিভূষণ দেওত আনি ॥ ১৭৮
 ললিতা যতনে ধরিয়া চিরণী ।
 চিত্তুরে করিলা বর বেশিক্ষণ ॥ ১৭৯
 তঁহি কাপন ঝল দিলা বাজিয়া ।
 নব মালতি-দাম-সনে কমিয়া ॥ ১৮০
 শুভ মোতি সিঁধি দিল ভাল পরে ।
 তঁহি দিন্দর চন্দন চিত্র করে ॥ ১৮১
 দিল শূঙ্গর কুণ্ডল কর্ণপুটে ।
 নিরখি শশিমণ্ডল দর্প টুটে ॥ ১৮২
 গজমোতিক বেশর দাস পরে ।
 ধরিয়া তুলি গণ্ডি হি চিত্র করে ॥ ১৮৩
 তহু চন্দন পর্দা হি লিপ্ত করি ।
 সিত কর্ণক বাক্সল বক্ষ-পরি ॥ ১৮৪
 হিম শুভ্রপটী কটাতে পিঙ্কিলা ।
 তঁহি মালতি-কোয়ক কাঙ্কি দিলা ॥ ১৮৫
 মুক্তাময় হার দিলেন গলে ।
 গজকুম্বকি দাম উরোজকলে ॥ ১৮৬

ভুজই মণিকল্পণ তাড় ধরে ।

রত্ননন্দন নপুর লেই করে ॥ ১৮৭

রাই ধনি চলই বন-মাজে,

নন্দন-চন্দ্রমুখ-দরশ-রস-লালসে,

তেজি কুল ধরম-ভয় লাজে ॥ ১৮৮

হুগু জিনি মুগু পট, অঙ্গ সব ঢাকিয়ে,

ছোড়ি রস-হাস-পরিহাসে ।

পান তলু পান কুচ, আর-নত হোগয়া

গঙ্গ গজ-গমন পরকাশে ॥ ১৮৯

গঙ্গ লোভে অঙ্গ অলি, বদন-সরসৌ-রুহে

পড়ত কত করি মধুর রাবে ।

গীত শুনি ভীত ধনি, কর কমল চালয়া,

বারণ কর নাহি করি ভাবে ॥ ১৯০

কষ্ট করি অষ্ট নব, চরণ চলি যাইয়ে,

পুত্রত সখি কুঞ্জ কত দরে ।

শ্রাম তরু ধাম দিগি, শ্রীতলন কর তুর্কী,

তাহে করি মগ-দণ্ড দরে ॥ ১৯১

কোই ক্ষণ সোই ময়, বটব কিয়ে ভাগমে,

নয়ন-পথ আওব সোই যাহে ।

শ্রেষ্ঠগণ শ্রেষ্ঠতম, শ্রীললিতা বোলই,

ভাবয়সি কিশোরি তুর্ক কাহে ॥ ১৯২

এইরূপ আলাপনে চলিছেন রাই ।

এখানে বকুল-কুঞ্জে কহেন কানাই ॥ ১৯৩

গুণাদেবি দেখ হলা রজনী অধিকা ।

এখনো না আইলেন কেন শ্রীরাধিকা ॥ ১৯৪

বুনি লোক-ধর্ম-ভয়ে কাতর হইয়া ।

অভিসারে করিতে না পারিয়াছে শ্রিয়া ॥ ১৯৫

কিন্তু তার গুরুজন কেহ কিছা পতি ॥

জানিয়া আমাতে ভাব করিল ব্যাহতি ॥ ১৯৬

তাহা বিনে স্থির নাহি হয় মোর মন ।

বিকিতেছে কোটি কোটি শরেতে মদন ॥ ১৯৭

অগ্নি হেন লাগিতেছে শলীর কিরণ ।

কোকিল ভয়র রব বজর যেমন ॥ ১৯৮

মলয় পবন লাগে বিষ হেন গায় ।

কি করিব কহ প্রাণ রাখিতে উপায় ॥ ১৯৯

আজি যদি নাহি পাই আমি সে কিশোরী ।

তবে বুনি বেহে প্রাণ রাখিতে না পারি ॥ ২০০

কহিছেন বৃন্দা দেবী তাঁয় ।

নাহি ভাব নটবর রায় ॥ ২০১

যেন ভাব রাধার তোমায় ।

তাহে কোনো সন্দেহ না ভায় ॥ ২০২

লোক-ধর্ম-ভয় ত্যাগিয়া ।

সেই তারে আনিবে টানিয়া ॥ ২০৩

অই দরে কর বিলোকন ।

দেখা যায় বিজুরী যেমন ॥ ২০৪

এ রাধার অঙ্গ-ছটা বটে ।

তাহা বিনে অন্তে নাহি বটে ॥ ২০৫

অন্তএব না ভাব বকানি ।

আসিতেছে তোমার কিশোরী ॥ ২০৬

এখানেতে শ্রীরাধিকা চমকি উঠিয়া ।

কহিছেন শ্রীললিতা প্রতি সন্দোধিয়া ॥ ২০৭

সখি আসিতেছে কার গঙ্গ চমৎকার ।

মাতাইল অতিশয় নাসিকা আমার ॥ ২০৮

একি পদ-চন্দন-কপূর-সার নিয়া ।

বিধি রচিয়াছে ইহা কৌতুকী হইয়া ॥ ২০৯

আর দেখ সখি অই কুঞ্জের ভিতর ।

উদয় হয়্যাছে বুনি শ্রাম সুধাকর ॥ ২১০

ইন্দ্র নীলমণিময় শলী না হইলে ।

হেন শ্রাম-জ্যোৎস্না ভুবনেতে নাহি মিলে ॥ ২১১

ললিতা কহেন চল কুঞ্জ-ভতরেতে ।

যার গঙ্গ যার জ্যোৎস্না পারিবে আনিতে ॥ ২১২

তবে গিয়া কুঞ্জ-দ্বারে, দেখি রাধা নটবরে,

অন্তরেতে পাইয়া তরাস ।

ললিতারে দৃঢ় করি, বাহ পসারিয়া ধরি,

কহিছেন গদগদ ভাষ ॥ ২১৩

প্রিয়সখি চলহ ভবন ।

মনে যত আশা ছিল, সে সকল পূর্ণ ভেল,

আর এখা নাহি প্রয়োজন ॥ ২১৪

ললিতা কহেন বাণী, ভাল বটে বিনোদিনি,

তোয় আশা হইল পূরণ ।

মোদের যে আশা আছে, তাহা পূর্ণকর পাছে,

গৃহ লয়্যা করিব গমন ॥ ২১৫

কহেন শ্রীমতী রাই, যদি শুনিবারে পাই,

তবে সেই আশা পূর্ণ করি ।

কহেন ললিতা হাসি, সখি রূপা পরকাশি,
 মেঘকোলে দেখাও বিজুরী ॥ ২১৬
 এত পরিহাস শুনি, কিছু না কহেন ধনী,
 অথ করিয়াছেন বচন ।
 কিশোরীমোহন দেখি, নিকটে আসিয়া স্থখী
 কহিছেন মধুর বচন ॥ ২১৭
 শশিমুখি মুখ তুলি চাহ একবার ।
 দেখিয়া জুড়াকু মন-নয়ন আমার ॥ ২১৮
 কোকিলের নাদে কর্ণ হয়্যাছে তাপিত ।
 শ্রিয়-কথা কহি কর স্থখায় সিক্তিত ॥ ২১৯
 মদন-জ্বরেতে তনু জ্বলিছে নিতান্ত ।
 শ্রীঅঙ্গ পরশ দিয়া তাপ কর শান্ত ॥ ২২০
 আহা মরি কিবা তপ ছিল ললিতার ।
 খার বলে আলিঙ্গন পায়্যাছে ভোমার ॥ ২২১
 জানিতে পারিলে আমি সেই তপ করি ।
 বাহে পাই তব আলিঙ্গন আশা ভরি ॥ ২২২
 ললিতা বলেন শুনি তপ মো সবার ।
 সেবা করি মোরা সদা এইত রাখার ॥ ২২৩
 সেই বলে হইয়াছি এ ভাগ্যভাজন ।
 ইহা বিনে অশ্রু নাহি ইহার সাধন ॥ ২২৪
 তুমি যদি এমন হইতে কর মনে ।
 তবে কিশোরীর সেবা করহ যতনে ॥ ২২৫
 কৃষ্ণ কন প্রিয়ে আসি বয়হ আসনে ।
 সেবন করিয়ে আমি তোমার চরণে ॥ ২২৬
 প্রেমানন্দ-স্বর্ণ-জলে করি পাদ্য দান ।
 রোমাঞ্চ দরবাক্ষরে অর্ঘ্যের বিধান ॥ ২২৭
 তিলক চন্দনে করি গন্ধ সমর্পিব ।
 আপনার হস্ত-রক্ত-পদ্ম-পুষ্প দিব ॥ ২২৮
 তব অঙ্গস্পর্শে তাপ অগ্নি নিবাইবে ।
 সেই ধূম ধূপদানে উচিত হইবে ॥ ২২৯
 কোমল মণিতে হবে প্রদীপ উজ্জ্বল ।
 নৈবেদ্যে উচিত আছে এক বিষকল ॥ ৩০০
 যদি তুমি সৌকার করহ রূপা করি ।
 তবেই আমিহ তাহা সমর্পিতে পারি ॥ ২৩১
 যে তবু এক্ষণ আমি বসি পুষ্পাসনে ।
 সেবাতে নিযুক্ত কর এই ভৃত্য জনে ॥ ২৩২
 এত কহি তাঁর ক্রুর বদ্বির্যে চান ।
 ললিতায় ছাড়িয়া কিশোরী দূরে যান ॥ ২৩৩

নাগর কহেন, ললিতা দেখিলে,
 রাধিকার ব্যবহার ।
 সেবক জনেতে, সেবিতে চাহিল,
 না করিলা অস্বীকার ॥ ২৩৪
 ললিতা কহেন, বুঝিছ ভোমার,
 সন্দেহে ভ্রকতি নাই ।
 ভ্রকতি বিহনে, দেবতা প্রসাদ,
 কদাচিত নাহি পাই ॥ ২৩৫
 পুন হরি কন, সাধকের যদি,
 ভ্রকতি না থাকে চিতে ।
 উত্তর সাধক, দেবতারে আনি,
 পারয়ে নিকটে দিতে ॥ ২৩৬
 তুমিহ আমার, উত্তর সাধক,
 হইয়াছ এ ভজনে ।
 অতএব মোর, কাছে আনি দাও,
 নিজ সহচরী জনে ॥ ২৩৭
 বিশাখা বলেন, • তুমিকি জান না,
 দেবতা পূজার বিধি ।
 দেবতার দেহে, কল্প অঙ্গভাস,
 না করিলে নহে সুধি ॥ ২৩৮
 তাহা শুনি হরি, ভাল ভাল বলি,
 কিশোরী নিকটে গেলা ।
 গুণ্ধ্যদেবীসনে, ললিতা বিশাখা,
 কুঞ্জের বাহির ভেলা ॥ ২৩৯
 কৃষ্ণ কাছে দেখি রাখা চান পালাইতে ।
 স্তব্ধ হইয়াছে তনু নারিলা বাইতে ॥ ২৪০
 তবে কৃষ্ণ কোলে করি তুলিয়া লইয়া ।
 কুঞ্জের ভিত্তিরি গেলা স্থখিত হইয়া ॥ ২৪১
 ভয়ে কাঁপিছেন রাই ধর ধর করি ॥
 কহিবারে আরম্ভিলা তাঁর প্রতি হরি ॥ ২৪২
 প্রিয়ে তুমি ঈশ্বরী আমিহ ইহ দাস ।
 অশ্রুচিত যোরে দেখি তোমার ভ্রাস ॥ ২৪৩
 আর শুনি এ বিষয়ে কিবা আছে ভয় ।
 ভয়র পরশে পুষ্প পীড়া কোথা হয় ॥ ২৪৪
 রাধিকা কহেন তার মৃদু মৃদু তাঁয় ।
 মৃদু মৃদু মৃদু মৃদু না করহ অস্তায় ॥ ২৪৫
 মৃদু মৃদু মৃদু মৃদু মৃদু হই মোরা ।
 তু তু তু তু তুমিহও বস রসে তোরা ॥ ২৪৬

তত তব মোরে বল করা যোগ্য নয় ।
 কক কলিকাতে কোথা অলি লুক্ক হয় ॥ ২৪৭
 কিশোরীর বচন শুনিয়া গ্রাম রায় ।
 বিনয় করিয়া পুন কহিছেন তাঁর ॥ ২৪৮
 শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, আমি কিছু নিবেদিয়ে,
 শ্রবণ করহ দিয়া কাণ ।
 তুমি নিজ অঙ্গ দিতে, যদি ভয় কর চিতে,
 তবে নাহি রহে মোর প্রাণ ॥ ২৪৯
 শুন শুন তাহার কারণ ।
 ক্রুদ্ধ হয়্যা পদশয়, বিদ্ধি করে জর জর,
 করি শর-সমূহ-বর্ষণ ॥ ২৫০
 তব মুখ-সুধাকরে, যদি পাই দেখিবারে,
 তবে মোর নেত্র হুথ পায় ।
 তব কথামত ধারে, যদি পাই শুনিবারে,
 তবে মোর শ্রবণ জুড়ায় ॥ ২৫১
 শ্রীমুখ সৌরভ তব, যদি হয় অনুভব,
 তবে তাপ যায় নাসিকার ।
 তব প্রেম-আলিঙ্গন, যদি পাই এককণ,
 তবে তহু জুড়ায় আমার ॥ ২৫২
 যদি ও অবরামত, পাই আমি ষত কবিত্ত,
 তবে মোর জিহ্বা হয় স্থির ।
 না পাইলে এ সকল, কিশোরি কি আছে ফল,
 যত্ন করি য়াধি এ শরীর ॥ ২৫৩
 কৃষ্ণের বচন শুনি রাধা ঠাকুরাণী ।
 যত্ন হাঙ্গ করিলা কহিলা কিছু বাণী ॥ ২৫৪
 তবে অভিপ্রায় বুঝি নাগর তাঁহার ।
 আরঙিলা পুরিবারে বাহ্য আপনার ॥ ২৫৫
 আছে ভয় আছে অভিলাষ অভিশয় ।
 সেই দুই রাধিকারে হৃদিকে টানয় ॥ ২৫৬
 নানা নানা করেন চুমন আলিঙ্গনে ।
 কিন্তু বিষয় না করেন করাদি-চালনে ॥ ২৫৭
 হেন মতে শ্রীকৃষ্ণের আশা পূর্ণ করি ।
 নিবেদন করিছেন তাঁহারে কিশোরী ॥ ২৫৮

নাগর-শেখর, সব গুণাকর,
 পুঙ্খ-রতন তুমি ।
 আনাইয়া দূরে, কামন-ভিড়য়ে,
 কত হুথ দিঙ্গ আমি ॥ ২৫৯

নাহি কর মোরে রোষ ।
 আপন কিস্করী, বলি মনে করি,
 কমা কর সব দোষ ॥ ২৬০
 আমি যুগধিনী, কিছুই না জানি,
 তব মুখ হবে যায় ।
 তাহে মোর প্রতি, কভু অপিরিতি,
 কর না নাগর-রায় ॥ ২৬১
 আমি গুণ-হীন, পরের অধীন,
 তাহে নানা দোষাশ্রয় ।
 তুমি যে স্বীকার, করিলে আমার,
 এ কেবল দয়া হয় ॥ ২৬২
 যদি জন্মান্তরে, বিশুদ্ধ-অন্তরে,
 করি থাকি পূণ্যচয় ।
 কিশোরী-মোহন, তবে এই জন,
 প্রতি নহ নিরদয়, ॥ ২৬৩

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে কহ একি কথা ।
 তোমা লাগি বনে আসি মোর নাহি ব্যথা ॥ ২৬৪
 তাহে পাব বলি যদি পরিচয় জানিতে ।
 তবে পারি আমি দাবানলে প্রবেশিতে ॥ ২৬৫
 তুমি মোর প্রাণধন কর্তে হেম দাম ।
 সপাই চন্দ্রে ধরি এই হয় কাম ॥ ২৬৬
 তুমি যে তেজিলে মোর লাগি ধর্ম-কুলে ।
 বিকাইনু তব কাছে আমি এই মূলে ॥ ২৬৭
 তোমার যে রূপ গুণ-লাবণি অপার ।
 ইহার তুলনা নাহি ভুবন-মাবার ॥ ২৬৮
 এই সকলেতে মুগ্ধ হয়্যা মোর মন ।
 তোমা বিনে অস্ত্র নাহি ভাবে এককণ ॥ ২৬৯
 আধি তোমা বিনে অস্ত্র দেখিতে না চায় ।
 প্রিয়ে জান আপনার অধীন আমার ॥ ২৭০
 কৃতজ্ঞলি হয়্যা কহে শ্রীরব্ধনন্দন ।
 দোহাঁর অধীন বট তোমা দুইজন ॥ ২৭১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রীরাধিকায়ঃ পূর্ব-
 রাগবর্ণনং নাম অষ্টমং গ্রন্থনম্ ॥ ৮

নবম গ্রন্থন ।

অথানুরাগ ।

সখি গৌর চিত্তচৌর নহনে দেখিয়া ।
নাহি হয় মন জয় যতন করিয়া ॥ ১
আহা মরি হেন নারী কেবা আছে ভবে ।
সে বদন বিলোকন করি স্থির হবে ॥ ২
দেখিমাতে যাহা গাত্রে অবশতা পায় ।
কোথা আছি করিতেছি কিবা নাহি ভায় ॥ ৩
সে দীঘল শতদল-সমান নয়ন ।
নিরখিয়া কেবা হিয়া করিবে ধারণ ॥ ৪
পুন তায় যবে চায় বিলাস করিয়া ।
তবে পারে হরিবারে মদনের হিয়া ॥ ৫
তাছে কতি গুণততি না হয় গণন ।
উপমান দিতে স্থান ত্রৈবন্দন ॥ ৬

এক দিন বসিয়া সন্ধ্যায় ।
রাধিকা কহেন লগিতায় ॥ ৭
ত্রৈলোক্যের রূপের মাধুরী ।
সখি করে আঁখি মন চুরা ॥ ৮
কতি নব জলধর জিনি ।
চুয়াইয়া পড়য়ে লাবণী ॥ ৯
মুগ্ধলী জন-মনোহারী ।
তাহার তুলনা দিতে নারি ॥ ১০
তাছে ভুরু ভঙ্গিম চাহনী ।
যাহা দেখি মজয়ে কামিনী ॥ ১১
অথর রঙ্গিম সুগঠন ।
বলিহারি ত্রৈবন্দন ॥ ১২
দশনকে জোতি, সুধাকর নিন্দাই,
মণিময় মুকুর কপোল ।
গরুড়-পরব-হর, নামা সুন্দর,
তঁহি মুকুতাচন দোল ॥ ১৩
পেঙ্কুয়ে সখি কিরে বনোয়ারী ।
-সুন্দর, ভুজ যুগদোলনে,
বিকল কন্যাই সব নারী ॥ ১৪
নীল ধরাধর, ডট পরিসর,
উর তঁহি রোমানলী শোভা ।

কেশরী জিনি মাঝা, নাতি সরোবর,
নারী-মন-ঝব লোভা ॥ ১৫
স্বামকদলী জিনি, উরুসুগ সুবলনি,
ধলকমলিনী-সম-চরণা ।
নখশশিমণ্ডল, কিরুণহি বলমল,
রব্বন্দন জন-শরণা ॥ ১৬
ত্রৈলোক্যের বেশ সখি ভুবন মোহন ।
নিরখিয়া কে ধির করিতে পারে মন ॥ ১৭
চরণে শোভয়ে কিবা কনকনপুর ।
মানিনী কামিনী মনে যেই করে চুর ॥ ১৮
ভড়িত-তুলিত-পীত পট-পরিধান ।
তা দেখি রাখিতে পারে মানিনী কি মান ॥ ১৯
কটীভটে সুবর্ণ-শিকলী অভিরাম ।
নারীচিত্ত করী ধরি যাছে বাক্যে কাম ॥ ২০
গুকের উপরি পরিসর হার সাজে ।
সুগন্ধনী ধারা যেন স্থিরতট-মাজে ॥ ২১
আপাদলস্থিত বন-মালা দোলে তায় ।
যার গন্ধে অলিপণ মাতি মাতি ধার ॥ ২২
শিরে শিগি-শিগি মুকুট শোভমান ।
ত্রৈবন্দন সেই রূপ করে ধ্যান ॥ ২৩

ত্রিভঙ্গা হইয়া, সখি পাড়াইয়া,
কদম্বতরুর ছায় ।
সুরলী বাজায়, সেই গামরায
তাহা কি কহনে যায় ॥ ২৪
কিবা সে মধুরধনি ।
যাহা করি পান, করি অনুমান,
এই সুধা-ভরণজিনি ॥ ২৫
যেই ধনি শুনি, অমর কামিনী-
সকল মোহিত হয় ।
ধন্য কেশপাশ, পরিধান বাস,
তাহা কিছু না জানয় ॥ ২৬
সমন্বিত জল, করি কলকল,
ফুল-অভিমুখে ধায় ।
হরিণী সকল, নেত্রে করে জল,
জ্বাঘের নিকটে বাচ ॥ ২৭
ভুনিয়া সে রব, কুলের গৌরব,
যেরব রাখিতে পারে ।

হেন কুলনারী, ভুবন-ভিতরি,
নাহি পাই দেখিবারে ॥ ২৮
সেই বেণুগান, হরিয়াছে কাণ,
রূপ হরিয়াছে আঁখি ।
বহিতে না পারি, অন্ধে কিশোরী,-
মোহনেরে নাহি দেখি ॥ ২৯

যে দিনে গামের রূপ দেখিতে না পাই ।
সে দিনে রে তুর্দীন বলিয়া আমি গাই ॥ ৩০
যে রাত্রিতে দেখিতে না পাই সে বদন ।
সে রাত্রিরে কালরাত্রি মানে মোর মন ॥ ৩১
যদি বিধি না করিত মোরে কুলনারী ।
দেখিতাম তবে নিরবধি বংশীধারী ॥ ৩২
পারিতাম যদি পক্ষিস্বরূপ ধরিতে ।
ভ্রমিতাম তার সঙ্গে দেখিতে দেখিতে ॥ ৩৩
কি কবিতা পাব সখি তাহার দর্শন ।
সে উপায় কহি স্থির কর মোর মন ॥ ৩৪
কিশোরীর কথা শুনি লজিতা স্মৃতি ।
সমুচিত কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি ॥ ৩৫

সখি স্থির কর নিজ চিত ।
নাহি হও এ ৫ উৎকণ্ঠিত ॥ ৩৬
কোথা আছে এবে বংশীধারী ।
তাহা কিছু জানিতে না পারি ॥ ৩৭
যদি থাকে পিতার নিকটে ।
তবে তার দেখা নাহি ঘটে ॥ ৩৮
কিন্তু থাকে নিকটে মাতার ।
তত্ব দেখা হুগত তাহার ॥ ৩৯
যদি থাকে সখাদের সনে ।
কে যাইতে পারিবে সেখানে ॥ ৪০
অতএব থাক ধৈর্য ধরি ।
কালি তারে দেখিবে কিশোরি ॥ ৪১

এইরূপ কহেন লজিতা ।

হেন কালে বৃন্দা আসি, কহিছেন হাসি হাসি,
কুঞ্জে চল কীত্তি-চুহিতা ॥ ৪২
বনমালী তোমা লাগি, হুয়া অতি অনুরাগী,
পাঠাইলা লইতে তোমার ।
অতএব বেশ করি, চল চল হে সুন্দরি,
নিলস করিতে না ঘুয়ায় ॥ ৪৩

শুনিয়া সকল সখী, বেশ করে হুয়া সুখী,
মৃগমদ অন্ধেতে লেপিল ।
পরাইল নীল শাটী, নীলমণি পরিপাটী,
ইন্দীবর-মালা গলে দিল ॥ ৪৪
তবে সখীগণ-সঙ্গে, চলিলা রাধিকা রঙ্গে
বনমাগি-দর্শন করিতে ।
শ্রীকিশোরী-অনুচরী, তামূল সজ্জিত করি
লইয়া চলিয়া সুখি-চিত্তে ॥ ৪৫
চলিলা পরিপূর্ণ সুধাংগু-মুখী ।
বনমাগি বিলোকন লাগী সুখী- ॥ ৪৬
গতি-গঞ্জিত মন্তকরি-গমনা ।
মদমাদিত দিব্য পিকৌ-বচনা ॥ ৪৭
পদনুপুর-কঙ্কণ-কিস্কিনীরে ।
চলিতে চলিতে করিয়া ধ্বনিরে ॥ ৪৮
নবরঙ্গিনী সঙ্গিণি শোহনিরে ।
বরবেণি-ভুজঙ্গিনি দোলনিরে ॥ ৪৯
তিমিরাবৃত পত্নি মন্দগতি ।
চলিলেন কিশোরী সুখিতমতি ॥ ৫০
এখানেতে কালাচান্দ পাঠায়া বৃন্দায় ।
ব্যাকুল হইল অতিশয় উৎকণ্ঠায় ॥ ৫১
আইসেন কুঞ্জের বাহিরে একবার ।
প্রবেশ করিছেন পুন মাঝে তার ॥ ৫২
করেন পল্লব পাতি শয্যা বিরচন ।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন ॥ ৫৩
গিয়াছেন বৃন্দা আনিবারে মোর প্রিয়া ।
এখনো ফিরিয়া না আইলা কি লাগিয়া ॥ ৫৪
বুঝি প্রিয়া-গুরুজন নিকটেতে আছে ।
যাইতে পারেন নাই বৃন্দা তার কাছে ॥ ৫৫
কিন্তু তার পতি করি থাকিবে তর্জন ।
এই লাগি প্রিয়া করে নাই আগমন ॥ ৫৬
এইরূপ কহিতে কহিতে সখী-সনে ।
শ্রীরাধিকা প্রবেশিলা নিমুজ্জবনে ॥ ৫৭
তাহা নিরখিয়া, লজিতা সুন্দরী,
পাছে কল্পি রাধিকারে ।
পরিহাস-মুগ্ধ,- লালস-মানস,
কহিছেন নটনরে ॥ ৫৯

চপল নাগর, হুয়া সাবধান,
না ছুয়া সখীর ভয় ।
আজি ব্রত করি, আছে মোর সখী,
কালি পূজিবেক তামু ॥ ৬০
বন্দ্যার বচন, রাখিতে এখানে,
করিয়াছে আপমন ।
না থাকিবে আজি, তোমোর নিকটে
বাইবেক নিকেতন ॥ ৬১
নাগর কহেন, তোমার কথায়,
প্রতীতি না হয় মোর ।
তবে আমি ইহা, সত্য করি মানি,
যদি সখি কহে তোর ॥ ৬২
নলিতা কহেন, ব্রতে আছে সখী,
আজি না কহিবে কথা ।
আমাকে কিশোরী- প্রতিনিধি জান,
নাহি ভাব ইতরথা ॥ ৬৩
কম কন প্রতিনিধি হয় যে বাহার ।
করয়ে সকল কৰ্ম্ম সে জন তাহার ॥ ৬৪
অতএব তুমি আজি থাক মোর পাশে ।
তব সখী দরে থাকি দেন্ন বিলাসে ॥ ৬৫
কহেন ললিতা দেবী মরিলাম লাজে ।
মোর প্রতি হেন কথা কহু নাহি সাজে ॥ ৬৬
যে জন পশীর গান শুনিয়া ভুলিবে ।
তাহারী নিকটে তুমি এ কথা কহিবে ॥ ৬৭
রাধিকা কহেন যদি না থাকে তুলিয়া ।
তথাপি থাকিতে হয় শ্রামকাছে গিয়া ॥ ৬৮
আপনার ইষ্ট বা অনিষ্ট যে করণ ।
প্রতিনিধি হলো তাহা করে সব জন ॥ ৬৯
নাগর কহেন বলিহারি তোছে রাখে ।
ধখার্ব কহিয়া পূর্ব কৈল মোর সাথে ॥ ৭০
কিশোরি তোমার কথা পরমাণ করি ।
ললিতা আহন এবে নিকৃষ্ট-ভিতরি ॥ ৭১
হাসি হাসি পুন, কহেন ললিতা,
লনহ নাগরগার ।
নিধির ঘটনা, অতি অদ্ভুত ।
কিছু বুঝা নাহি যায় ॥ ৭২
যাহত বরতে, থাকিত রাধিকা,
আমারেও তদবধি ।

ইহার সকল, করম করিতে,
হতা হুয়া প্রতিনিধি ॥ ৭৩
এহ বিধি বল, বচন কহিয়া,
করিলেক ব্রত ভঙ্গ ।
আমি প্রতিনিধি, বৃচ্ছ ইহারে,—
লম্বা কন্ত রস-রস ॥ ৭৪
এডেক কহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
লম্বা সব সহচরী ।
চতুরা ললিতা, বাহিরেতে গেলা,
এথা রাধি ক্রীকিশোরী ॥ ৭৫
তবে বনবাণী, মহা কুতূহলী,
ধরিয়া রাখার করে ।
যতন করিয়া, আসনে লইয়া
বসাইলা সমাদরে ॥ ৭৬
সজল-নয়নে, মধুর বচনে,
কহিছেন বনোয়ারি ।
আমার লাগিয়ে, তুমি পাও পিয়ে,
কত দুখ বেরি বেরি ॥ ৭৭
আহা মরি মরি, কুহুম-উপরি,
যে চরণ থুতো বেখে ।
তাহাতে করিয়া, আইলে চলিয়া,
কি করিয়া বন-পথে ॥ ৭৮
মোর কোলে দিনে, থাকিয়া ভবনে,
ভয় পাও অলি দেখি ।
সে তুমি কি করি, রজন ভিতরি,
বনে আলো শশিমুখী ॥ ৭৯
কহেন কিশোরী, শুন বনোয়ারি,
কি গুণ তোমার আছে ।
বাহে করি টানি, কুলের কামিনী,
আনহ আপন কাছে ॥ ৮০
তুমি সুধময়, তোমা লাগি হয়,
যে সকল ব্যবহার ।
তাহে দুখ-ভয়, কিরূপে ঘটয়,
এ কিশোরী সাধী তার ॥ ৮১
ক্রীরাধারে পুন কহিছেন নটবর ।
সত্য কহ শ্রিয়ে বুচিয়াছে সব ডর ॥ ৮২
অখামুখী হুয়া বদ্র বদ্র হাত করি ।
কহিছেন ক্রীকেশবের রাধা গিরি দিগি ॥ ৮৩

প্রাণবন্ত তুমি সর্ব্ব ভয় নাশ কর ।
তোমার নিকটে কি থাকিতে পারে ডর ॥ ৮৪
কিন্তু তুমি এক ভয় নার ঘৃণাইতে ।
সঙ্গ কালে হয় যাহা বিচ্ছেদ হইতে ॥ ৮৫
শ্রীমৎ কহেন মরি বাংলাই লইয়া ।
গড়িয়াছে নিধি তোহে প্রেমসার দিয়া ॥ ৮৬
প্রেমময়ী বট তুমি যোর আফ্লাদিনী ।
যেমন মধুর রূপ ততোধিক বাণী ॥ ৮৭
প্রেম শিখিবারে আমি শিষ্য হব তোরা ।
শিখাইতে হবে দয়া কবিত্তা কিশোরি ॥ ৮৮

তবে রাধা মদনমোহন ।
কাম-কেলি-রসে নিমগন ॥ ৮৯
রসের সাগর যত্মনি ।
শ্রীরাধিকা রস-তরঙ্গিনী ॥ ৯০
দৌহার মধুর আলাপন ।
তুমি সুখী দৌহার শ্রবণ ॥ ৯১
অঙ্গ সুখী অঙ্গ-পরশনে ।
জাখি সুখী মুখ-বিলোকনে ॥ ৯২
অঙ্গ-গন্ধে নাসা আমোদিত ।
রমনা অধর-রসে শ্রীত ॥ ৯৩
পাই হেন রসের হিলোর ।
কিশোরী-কিশোর দৌহে ভোর ॥ ৯৪

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রীরাধায়া অনুরাগ-
বর্ণনং নাম নবমং অঙ্কনম্ ॥ ৯

দশম অঙ্কন ।

অথ বাসক-সজ্জা ।

গোরাচান্দ এখনী আসিবা এই মনে ।
ভক্তগণ সাজায়েন শ্রীবাস অঙ্কনে ॥ ১
সম্মার্জনী ধরিয়া করিয়া সম্মার্কন ।
চন্দন-কুসুম-জলে করিলা সিকন ॥ ২
নানাবর্ণ কুসুম তাহাতে বিছাইলা ।
উপরিতে কুসুমেরী চন্দ্রাতপ দিলা ॥ ৩
ধারিতে কদলী তরু করিয়া রোপণ ।
করিলেন অলপুণ কলণ হা নি ॥ ৪

পাখালিতে গোরাচান্দ-চরণযুগল ।
শ্রীরব্বন্দন আনি রাখিলেক জল ॥ ৫
বনয়ারি আওব রাই-গৃহ-মাজ ।
তুমি সখীমণ্ডল কর ধনি সাজ ॥ ৬
চাঁচর চিকুরে বনাওল বেণী ।
যেছন দিনকর-তনয়া-বেণী ॥ ৭
তঁহি দেই মালতি কুসুমকি মাল ।
যমুনা জল জন্ম হংসকি জাল ॥ ৮
সঁখি মণিময়া সঁখি উজিয়ায়ী ।
জলদ উপরি জন্ম অচপল বিজুরী ॥ ৯
সিন্দুর-বিন্দু ললাটহি দেলা ।
বিধু উপরে রবি উদিত কি ভেলা ॥ ১০
চন্দন-বিন্দু দেই চহ' পাশে ।
রবি বেড়ি তারকগণ জন্ম ভাসে ॥ ১১
নয়না হি দেওল কাজর-রাধা ।
কমল-উপরি জন্ম অলি দিল দেখা ॥ ১২
নাসাশিখর দেই গজমেতি ।
নলকে যেছন তারকমেতি ॥ ১৩
শ্রীরব্বন্দন পত্ন-যাহা দেখি ।
হোয়ন মুখিত বিবাদ উপেষী ॥ ১৪

মণিময় মুকুর মনোহর গণ্ডাতি
বহু পত্রাবলী লেখী ।
শ্রবণযুগলে মণিকুণ্ডল দেওত
বিধু লজ্জিত যাহা দেখী ॥ ১৫
পয়োধর উপরি মকরী বহু
লেখল চন্দন স্বনরস ডারী ।
গলিত-কনক-রস-চিত্রিত-কপুক
বায়ল কসি দিয়া ডোরী ॥ ১৬
মুকুতাহার মনোহর মণিময়
পদক কনক-কৃত দাম ।
কর্ণহি দেওল যুখী কুসুমকি মালা
অতি অনুপাম ॥ ১৭
ভক্তযুগে সন্দর হাক পরাওল
কঙ্কণ চুড়ী বালা ।
নবজলধর-সম বসন সিকাল
বাঞ্চল কিশি-নাম ॥ ১৮

চরপাতি পকম বাজন নপুর

দেঙ্গ মঙ্গল রঙ্গে ।

প্রারম্ভে নন্দন করল হুরকিত

নবযাত্রক-রসপক্ষে ॥ ১৯

রাই-বেশ দেখি সুখী সব সহচরী ।

সহ সাজাইতে আরতিলা বহু করি ॥ ২০

অগুরু চন্দন-জলে করিয়া সেচন ।

সংস্কারী করে বরি করিলা মার্জন ॥ ২১

মস্তাক রোপণ করিয়া ঘরদেশে ।

জলপূর্ণ স্বর্ণ কুন্ত দিলা তার পাশে ॥ ২২

চিত্র চন্দ্রাতপ আরোপিলা গৃহমাঞ্জে ।

মুক্তাময় ঝালর ঘাঘাতে বহু সাজে ॥ ২৩

পরিষ্কার পানক্ষে পাতিয়া পটতুলি

তুঙ্গপরি পুষ্প বিছাইলা শোটা ফেলি ॥ ২৪

শিক্ত তাম্বুলে পূর্ণ মস্তক রাখিলা ;

শাপি শাপি মণিময় প্রদীপ জালিলা ॥ ২৫

দেহ-গেহ-শোভা দেখি আনন্দিত-মন ।

শ্রীকণোরা করিছেন স্তব্ধে ভাবন ॥ ২৬

আজি বহু নিকুঞ্জে করিলে আগমন ।

কহিব না আমি তারে কোনহ বচন ॥ ২৭

যখন আসিবে সেই অঙ্গ পরশিতে ।

নরোত্তম যাইব তব না দিব ছুইতে ॥ ২৮

করিবে যখন সেই কাকুতি বিনতি ।

তখন মৃতকী হাসি কহিব ভারতী ॥ ২৯

বিহার সময়ে আজি না করিব লাজ ।

হা করিতে কহিবে করিব সেই কাজ ॥ ৩০

তাহার ঘাঘাতে সুখ করিব তাহাই ।

দার নিম্না কি করিব যাহে সুখ নাই ॥ ৩১

পরে বাক্যাইব তারে আপনার কেশ ।

করাইব নতন করিয়া সব বেশ ॥ ৩২

পরে দোহে এক শেজে করিব শয়ন ।

সখীগণ কাছে আসি করিবে বীজন ॥ ৩৩

প্রীরদ্বন্দ্বন দাস সময় জানিয়া ।

টানিবে দোলন পাখা বাহিরে থাকিয়া ॥ ৩৪

হেন মতে রাই করত আশ;

কত নিরন্তর দেহ-বাস,

কত করতঁহি নর্ঘ হাস,

গদ-গদ-গদ ভাবে ।

হেনই সময়ে নাগরাজ,

করিয়া দিব্য নটর-সাজ,

আঙল দেখি সখীসমাজ

কহত রাই-পাশে ॥ ৩৫

দেখহ সখি নয়ন ডারি,

আশুত স্বরে বংশীধারী,

গোকুল-পুর-মুখতী নারী,—

চিত্ত হরলকারী ।

নীলরতন জলদ-শ্যাম,

জিনিয়া কোটি কোটি কাম,

শশধর শত লক্ষধাম,

ধৈর্য-ধন হারী ॥ ৩৬

বাক্যপতি-সম নয়ান,

ইন্দ্রাবর জিনি নয়ান,

বরষত স্কটাক্ষ-বাণ,

বক্ষিমা ভ্রু-চাপে ।

চুড়িহে কত কুমুম-পক্ষ,

গুণ্ড মাল কেকি-পুষ্প,

ইন্দ্রধনুরে করয়ে তুচ্ছ,

মন্দ পদন কাপে ॥ ৩৭

চিত্রিত-চন্দ্র কুমুম-পাতি,

সুন্দর বিনিয়া মণির ভাঁতি,

মণি-কুণ্ডল বহল কাঁতি,

গণ্ডমূল সাজে ।

মদকলকরি-কলভ-শুণ্ড,

জিনি দোলই বাতদণ্ড,

কলত গৌই লগুভণ্ড,

গোকুলবৎসলক্ষে ॥ ৩৮

গিরিতট-সম উর বিশাল,

তর্জি দোলত মুকুতা-মাল,

কনক-মুখি-দাম ভাল,

দৌরভে অলি ধাপে ।

কটিভটে শোভে পাঁতবাম,

গজবর জিতি গাত্র-বিলাস,

রবন্দন নাম দাস,

সঙ্গ করি আয়ে ॥ ৩৯

বনমালী আঙল নিরাণি কিশোরী,

কাঁপল বমনে বদন হাসি ধোরী ॥ ৪০

লাজহি বোল কহন নহি পার ।
 সখীজন হরি লেউ ভই আঙসার ॥ ৪১
 পই পিয়া কয় ধরি লই লই হাস ।
 মেজহি বৈঠি বোলয়ে মূহ ভাষ ॥ ৪২
 পিয়ে কাহে ঝাঁপসি বসনহি বয়না ।
 নিরখি সুখিত হউ মনু হুঁজ নয়না ॥ ৪৩
 চান্দ উদিত এই পিয়ে আপনারে ।
 নিরখিতে নাহি দেই কড়ু কি চকোরে ॥ ৪৪
 নাগর মৌঠি বচন শুনি তোরী ।
 মূহ মূহ হাসত সরস কিশোরী ॥ ৪৫
 ত্রীললিতা কহে, শুন শুন ওহে,
 বনমাণি মোর বাণী ।
 অলপ সুখতে, কে পায় দেখিতে
 সখীর বদন-খানী ॥ ৪৬
 তুমিত সতত, গো-চারণে রত,
 ধরম কি তা না জান ।
 তবে কিপ্রকারে, * পাবে দেখিবারে,
 রাধিকার ত্রীবদন ॥ ৪৭
 বনমালী কন, শুনহ বচন,
 আশুিহ বড় ফুজতী ।
 তোমার সজনী, সুরতরঙ্গিনী,
 ইহারে পরশি নিতি ॥ ৪৮
 হেমধিরচন, দুই ত্রিলোচন,
 পুজি নিতি শতদলে ।
 তবে কি কারণ, প্রিয়র বদন,
 দরশন নাহি মিলে ॥ ৪৯
 বিশাখা বলয়ে, আমার জদয়ে,
 ইথে পরতীত নয় ।
 শুনিয়া নাগর, রাখা-পয়োধর,
 ধরিতে উদ্যত হয় ॥ ৫০
 তাহা দেখি সুখী, হয়্যা সব সখী,
 গৃহের বাহিরে গেলা ।
 কিশোরী-কিশোর প্রেমরসে ভোর,
 বিলাসে মগন ভেলা ॥ ৫১
 ইতি ত্রীগীতমালায়া বাসকমজ্জা-বর্ণনং
 নাম দশমং গ্রন্থনম্ ॥ ১০ ॥

একাদশ গ্রন্থন ।

অথ উৎকর্ত্তিতা ।

ত্রীবাস অঙ্গন সাজাইয়া ভক্তজন ।
 গোরাচান্দ আগমন করি প্রতীক্ষণ ॥ ১
 দেখিতে প্রভুর নৃত্য আশা হয় চিতে ।
 ক্রণেক বিলম্ব তায় না পারে সহিতে ॥ ২
 অধিক হইলা যবে রজনী কিক্তি ।
 তাহা দেখি সকলে অধিক উৎকর্ত্তিত ॥ ৩
 করেন সকলে তাঁরা মনে অনুমান ।
 কি হইল কেননা আইলা ভগবান ॥ ৪
 ত্রীরধুনন্দন দাস করে নিবেদন ।
 বুঝি আমাদিগে আজি করিলা বকন ॥ ৫

দেহ-গেহ সাজাইয়া রাই ।
 রহিলা নাগর-পথ চাই ॥ ৬
 সংস্কৃত সময় বহি গেলা ।
 ততু বনমালী না আইলা ॥ ৭
 তবে অতি উৎকর্ত্তিত-মন ।
 ললিতার প্রতি কিছু কন ॥ ৮
 সখি হল্য অধিক রজনী ।
 এখনো না আলা শুগমনি ॥ ৯
 না বুঝিয়ে ইহার কারণ ।
 স্থির নাহি হয় মোর মন ॥ ১০
 বুঝি কোনো সখা গেছে কাছে ।
 সেই অনুরোধে পিয়া আছে ॥ ১১
 কিবা পদ্য পথেতে পাইয়া ।
 সখীকাছে নিল ভুলাইয়া ॥ ১২
 কি কহিব কহনা বিচারি ।
 এত কহি কাম্বেন কিশোরী ॥ ১৩
 রাখায় বচন শুনি কহেন ললিতা ।
 সখি কেন হইতেছে এত উৎকর্ত্তিতা ॥ ১৪
 বনমালী এখনো করিবে আগমন ।
 কি লাগিয়া হইতেছে সজল-নয়ন ॥ ১৫
 এখনো অধিক নাহি হয়্যাছে রজনী ।
 ইথে কেন উত্তরল হও নাহি জানি ॥ ১৬
 ওষ ভুলে অভিষয় বশ কণীধারী ।
 তোহে ছাড়ি ভজিতে পারে কি অন্ত নারী

অতএব স্থির কর আপনায় মন ।
কিশোরী হৃদয়ের কালে হৃথ কি কারণ ॥ ১৮
ইতি শ্রীগীতমালায়াঃ উৎকৃষ্টিতাবর্ণনং
নামৈকাদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১১ ॥

ষাদশ গ্রন্থন ।

অথ বিপ্রলক্ষা ।

বহি গেল অধিক রজনী ।
না আইলা গোরা গুণমনি ॥ ১
তাহে হৃথি না হয়্যা ভক্তগণ ।
করিছেন সকলে রোদন ॥ ২
হায় কেন করুণা-সাগর ।
হল্যা আজি কঠিন-অন্তর ॥ ৩
করি নাই কিছু দোষ মোরা ।
অব কেন না আইলা গোরা ॥ ৪
সাজাইলু কীর্তনের স্থান ।
মে সব হইয়া গেল আন । ৫
শ্রীরঘুনন্দন পড়ি কান্দে ।
সদয়েতে ধৈর্য না থাকে ॥ ৬

হেন আলাপনে, সখীজন-মনে,
রহিলা নিকুঞ্জে রাখা ।
এখানে নাগর, সাজিলা সত্বর,
তঁার সঙ্গে করি সাধা ॥ ৭
যাইতে যাইতে, পথে আচম্বিতে,
দেখা হল্য পদ্মা-সনে ।
সেহ ধরি করে, লয়া গেল তঁারে,
চন্দ্রাবলী-নিকেতনে ॥ ৮
করুণা বিধারি, অত্র বংশীধারী,
রহিলা তাঁহার বাসে ।
এখানে শ্রীমতী, অতি দুঃখমতি,
কহেন ললিতা-পাশে ॥ ৯
দেখহ সম্মতি, এইত রজনী,
ভূতীয় প্রহর ভেলা ।
আমারে বিসরি, শ্রী বংশীধারী,
আর কার কাছে গেলা ॥ ১০

কহ সহচরি, আমিহ কি করি,
কি সে জুড়াইবে ত্বর ।
কিশোরী-মোহন, লাগি মোর মন,
অনলে দহিছে জ্বর ॥ ১১
বিরহ-তপন-তাপে, নীরস তরু-বন,
মদন-হতাশন দহই ।
তাহে অতি কাউর, প্রাণ হরিষণগণ,
কি করব তাহা নাহি বুঝই ॥ ১২
কি করব রে সখি কহনা উপায় ।
বনোয়ারি বিহনে, বিকল বড় অন্তর
ধৈর্য ধরণ না যায় ॥ ১৩
ভবন-কলেবর, সাজ করলি যত,
সব ভেল বিপতি-সমান ।
এলাগিয়া এই সব, অতি দরে ডারহ,
দেখি মোর পোড়য়ে নয়ান ॥ ১৪
করলই মন যাহা, যাপত মনোরথ,
ভে গেল সকল বিনাশ ।
সো সব ভাবি অব, তরু জারি যাওত
না রহত জীবন-আশ ॥ ১৫
কি করব কহি যাব, কৈছে জুড়াওব
কহ প্রাণ রহয়ে যাহায় ।
শ্রীরঘুনন্দন, করজোড়ি নিবেদয়ে,
ধনি থির করি আপনায় ॥ ১৬

শ্রিয়সখি কি রূপে করিব মন স্থির ।
পায়র শরীরে দেখি জলয়ে শরীর ॥ ১৭
এ পায়রে কোন জন কহে সুখাকর ।
কিরণ-পরশে যার পুড়িছে অন্তর ॥ ১৮
এই চুট হরি ছিল নিজ গুরু-দার ।
বিরহিণী বিনাশিতে তরু কি ইহার ॥ ১৯
গৃহ-মাবে থাকিলে ইহার যায় ভয় ।
মলয়-পবন কিন্তু বারণ না হয় ॥ ২০
জগন্ডে প্রাণ বায়ু সব লোকে কর ।
ইহার পরশে কেন শরীর জলয় ॥ ২১
শ্রিয় সখি যোর অঙ্গে দাও আচ্ছাদন ।
ইহার পরশ আর না হয় সহন ॥ ২২
অথবা কি হবে অঙ্গে আচ্ছাদন দিলে ।
বধিভেছে রব করি ভ্রমর-কোকিলে ॥ ২৩

কর্ণেতে অঙ্গুলি দিলে এ দায় এড়াই ।

কিস্ত মদনের হাতে পরিত্রাণ নাই ॥ ২৩

হৃদয়ে থাকিয়া এহ ছাড়ে শরণ ।

কি করিয়া হইবে ইহার নিষারণ ॥ ২৪

অধিক অসহ হয় এ সকল বাণ ।

অন্তএব কিশোরীর নাহি রহে প্রাণ ॥ ২৫

কহিতে কহিতে, এই সব কথা,

আর না নিঃসরে বাণী ।

খির-দিদী হয়্যা, ভুতলে পড়িলা,

শ্রীরাধিকা ঠিকরাণী ॥ ২৬

তাহা নিরখিয়া সব সহচরী,

পাইয়া অধিক ত্রাসে ।

কি হল্য বগিয়া, করিয়া ব্যাঙ্কলা,

বেড়িলেন চারি পাশে ॥ ২৭

শ্রীললিতা কোলে, তুলিয়া লইয়া,

ডাকিছেন নাম ধরি ।

শ্রীবিলাসা দেন, বদন-কমলে,

পুন পুন শীত বারি ॥ ২৮

শ্রীচিত্রা করেন, চন্দন লেপন,

পুন পুন কলেবরে ।

শ্রীচন্দ্রকলতা, করেন বীজন,

চামর ধরিয়া করে ॥ ২৯

অধিক যতনে, হেন উপচার,

করিছেন বারে বার ।

তথাপি কিঞ্চিৎ, চেতনা না হল্য,

কোনো মতে শ্রীরাধার ॥ ৩০

তবে শ্রীবিলাসা, কহেন ও সখি,

চাহি দেখ বনমালা ।

তুনি কৃষ্ণনাম, কিশোরী চাহিলা,

নয়ন-পুগল মেলা ॥ ৩১

তবে অতিশয় ক্রোধে হইয়া কুপিত ।

কহিছেন শ্রীললিতা রাধায় কিঞ্চিৎ ॥ ৩২

রাই মুকিলাম আমি তো বড় দুঃখ ।

নাহি জান কিসে হুৎ হয় কিসে হুৎ ॥ ৩৩

এখনী মরিয়া ছিলি যার উপেক্ষণে ।

তারি নাম তুনি পুন পাইলি চেজনে ॥ ৩৪

শ্রীরাধা বলেন সখি কি বটে না জানি ।

কাণে প্রবেশিল যেন সুখা-ভরজিনী ॥ ৩৫

মরিতাম যদি তবে ভালই হইত ।

তোরাই করিলি কেন মোর এ অহিত ॥ ৩৬

এখন করিব কি তা কর উপদেশ ।

কিসে মোর নাহি হয় আর হেন ক্রেশ ॥ ৩৭

ললিতা কহেন সখি শঠ আলো এধা ।

না কহিয় তুমি তার সনে কোনো কথা ॥ ৩৮

না চাহিয় তার পানে প্রসন্ননয়নে ।

না কহিয় তারে দিতে মোদিগে আসনে ॥ ৩৯

যখন করিবে সেহ কাকুতি বিস্তর ।

মোরাই তাহারে দিব উচিত উত্তর ॥ ৪০

মান করি যদি হুৎ দিতে পার তারে ।

কিশোরি নারিবে তবে হেন করিবারে ॥ ৪১

ইতি শ্রীগীতমালায়াং বিপ্রলদ্ধাবর্ণনং

নাম দ্বাদশং ব্রহ্মনং ।

ত্রয়োদশ গ্রন্থন ।

অথ খণ্ডিতা ।

কড় গোরা মানিনী রাধিকা ভাবে ভোর ।

ছল ছল নয়ন-যুগলে গলে লোর ॥ ১

উতপত নিশ্বাস ছাড়েন বনে বন ।

নখেতে ধরণী-তল করেন লেখন ॥ ২

দামোদর প্রতি চাহি কহেন বচন ।

কঠিনের রীতি তোরা করিলে দর্শন ॥ ৩

পরের বেদন! নাহি জানে যেই জন ।

তার সনে প্রীতি করে অতি অভাজন ॥ ৪

শ্রীরগুনন্দন কহে হয়্যা জোড়কর ।

কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর ॥ ৫

হেন মতে রজনী ভেল অংশেষ ।

বনমালা কুঞ্জে করল পরবেশ ॥ ৬

ললিতা কহই দেখ বর নারি ।

আগত কুঙ্ক-ভবনে বনয়ারী ॥ ৭

যামিনী আশি অলস-স্তর-ভোর ।

চলইতে চরণ চলই নহি ঠোর ॥ ৮

অরুণ নয়নযুগ আধ-বিকাস ।

অখর নিরখি নহি রহ তহি হাস ॥ ৯

কণ্ঠি তাড় চিহ্ন উজ্জ্বল ।
 নখ-পদ উরুহি ফুরত অনিবার ॥ ১০
 নিরধিরে শোভা ইহ চিত্তহারী ।
 সকল করহ নিজ নয়ন কিশোরী ॥ ১১
 রাই কহত সখি, অদভূত রূপ দেখি,
 জনম সফল ভেল মোর ।
 শশধর উপরি, আধ মুদিত হেরি,
 রাতা জলরুহ-জোর ॥ ১২
 কিবা এহ মহে অপরূপ ।
 দিন্দুর দিনকর, নখ পদ শশধর,
 নিয়ড়ে হই অনুরূপ ॥ ১৩
 জগত ই যত আলি, কুহুমি ঠি করু কেলি,
 নহি বৈঠত ফল উপরি ।
 অধর বিন্দুকল, উপরি ঠি বৈঠল,
 লোচন কাজর ভমরী ॥ ১৪
 ঘোলাই শশিকলা, জগত করই আলা,
 অধিক না দেখি করু আন ।
 ইহ কত নখশশি- কলা রহে পরকাশি,
 নিরখি ছড়ায় পরাণ ॥ ১৫
 কোন করম ফলে, ইহ দরশন মিলে,
 সহচরি কহ না বিচারি ।
 ললিতা বোলত, নিশি জাগরনত,
 ফল ইহ-হেতু কিশোরী ॥ ১৬
 নমালী বলেন শুনহ ধনি রাই ।
 মি যাহা কহিতেছ সে সব মিছাই ॥ ১৭
 হৃদ্যবনে অমর আইল একজন ।
 শুনি বুঝিবারে আমি করিহু গমন ॥ ১৮
 সেই লাগি রক্তমাটা মাগিছিনু গায় ।
 গিয়াছে স্বামে আছয়ে মাথায় ॥ ১৯
 অধেষিতে রাত্রি হল্য অবসান ।
 তেই জাগরণে রাতা হয়্যাছে নয়ান ॥ ২০
 বনে তাহারে করিতে অবেষণ ।
 কণ্ঠক লাগিয়া অঙ্গ করিল খণ্ডন ॥ ২১
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরশিল বিব-লতা ।
 এই লাগি অথরে হয়্যাছে মলিনতা ॥ ২২
 এ সকলে অন্তবোধ তব কেন হয় ।
 দুঃখির দৃষ্টি দিনে ভ্রাস্ত করু নয় ॥ ২৩

ললিতা কহেন ভাল ভূলাও কিশোরী ।
 কুরুপে ঢাকিবে বুকে চন্দন-মকরী ॥ ২৪
 ললিতা বচন, শুনি বনোয়ারি,
 লাজ পাই অভিগ্নয় ।
 কি কব কি কব, করেন ভাবনা,
 মুখে বাণী না সরয় ॥ ২৫
 লাজে কৈল এক বড় উপকার,
 যেদ-জল নিকসিল ।
 বাহাতে করিয়া, মকরীর চিন-
 সকল মিটিয়া গেল ॥ ২৬
 তবে ললিতারে, কহেন দেখিলে,
 কোথায় মকরী চিন ।
 একি অদভূত, থাকিতে নয়ন,
 দরশন কেন কৌন ॥ ২৭
 ললিতা কহেন, যতক কহিলে,
 বুঝা হল্য সৈসকল ।
 সখি দিল তব কর, দে বরমে আর,
 কেন কর ছল ॥ ২৮
 কিশোরী কহেন, অক্লান্ত-সমরে,
 হইয়াছে বড় ভ্রম ।
 তেই পড়ে দাম, যথুনায় স্নান,
 করি কর উপশম ॥ ২৯
 পুন হি কহত বনয়ারী ।
 দুঃখ পিয়ে, নিজ গুণ নহি,
 জানসি বোলসি পরশিতে বারি ॥ ৩০
 শত কোটি চন্দ- সুশীতল তব তনু,
 দেহ যদি পরশিতে মোয় ।
 মহারণ ছরম, বরম সব মীটই,
 অতিশয় সুখ মনু হোয় ॥ ৩১
 রাই কহত পুন, চন্দ্রাবলি দৃঢ়,
 পরশে না মিটিল বেহ ।
 উতপত মনু তনু, পরশে সো মীটব,
 কোন কহল তুর ইহ ॥ ৩২
 তুহুমর প্রিয়তম, হিত কহি তোহে হাম,
 নাহি রহ তুই এহ ঠাম ।
 হামারি কলেবর, তপুতপন লাগি,
 তাপ পাণ্ডবি অন্তপাম ॥ ৩৩

কিশোরিক নিষ্ঠুর, বচন শুনি বনমালী,
 ছল ছল অরুণ-নয়ান ।
 করযুগ জোড়ি, কহত অতিকাতর,
 খেদাই মলিন বয়ান ॥ ৩৪
 সুন্দরি তুমি মোর জীবন উপায়,
 তুমি যদি মোর প্রতি, হইবে নিষ্ঠুরমতি,
 তবে কেবা রাখিবে আমার ॥ ৩৫
 শরণ আগত জন, যদি করে দোষণ,
 তবু উপথেতি না যায় ।
 বিনি দোষে তুমি মোরে, উপেখিছ কি প্রকাশে,
 এ ত হয় বড় অপছায় ॥ ৩৬
 যদি করিয়াছি দোষ, মানিয়া করিছ রোষ,
 তবে কর দণ্ড আচরণ ।
 বাকি কর্ণে লতা-ডোরে, ভূতলে ফেলিয়া মোরে,
 বুকে কর পর্বত চাপন ॥ ৩৭
 কিশোরী কহেন শুন, যে তব জীবন ধন,
 তার কাছে করহ পূজা ।
 যদি কর অপরাধ, প্রাইয়া মন সাধ,
 করিবে সে এ দণ্ড বিধান ॥ ৩৮
 মোরা উদাসীন হই, দোষ নিতে যোগ্য নই,
 দণ্ড করা কথা রহ দূরে ।
 ক্রীতদুন্দমন কয়, বুঝিবারে কে পারয়,
 তোমার মনের ভঙ্গীভরে ॥ ৩৯
 পুন গদগদ রবে, বনমালী বোলত,
 জানই ছন্দয় তৌহারী ।
 মন দরশনে তুই, বড় হৃথ পাওসি,
 খিতি অনুচিত ইহ মেরী ॥ ৪০
 এ লাগিয়া অব, হাম যাঁহা তাঁহা,
 যাওব তুই এক রাখিবে বোলে ।
 কতু কতু নিজ গলে, পহিরিবি তুই,
 ইহ মনোহর মুকুতা-মালা ॥ ৪১
 ইহ কহি নিজগল, হার নেই কর,
 দেওল রাইক-চরণে ।
 চরণ উচালনে, দূর হই ভারল,
 গোরী অরুণ-নয়নে ॥ ৪২
 হাছা কি হওল, কোমল পদযুগে,
 বেধিল কঁড় মণিধাম ।

এত কহি নিজ করে, রাইক পদযুগ,
 পরশই পাই বনগ্রাম ॥ ৪৩
 তাহে অভি রোধি, হৃদয়ী বিম্বী,
 ভেল বোলন কিছু নাহি আন ।
 রঘুনন্দন কহে, কোনই বুঝব,
 রাইক-মান-অমান ॥ ৪৪
 রাধিকার আনন্দ দেখি বংশীধারী ।
 চলিলেন অস্ত্র ঠাঁই সে নিকুঞ্জ ছারী ॥ ৪৫
 যান যান পুন পুন ফিরি ফিরি চান ।
 তথাপি না শাস্ত হল্য রাধিকার মান ॥ ৪৬
 বিশাখা বলেন তবে শুনহু সুন্দরি ।
 রাখিতে পারিবে মান দেখহ বিচারি ॥ ৪৭
 যদি নাহি পার তবে বলহ এখন ।
 ফিরাইয়া নটবরে করি আনয়ন ॥ ৪৮
 কিশোরী কহেন যদি ভাল বাস মোরে ।
 না কর উহার নাম সত্য কহি তোরে ॥ ৪৯

এখা বনমালী, নিধুবনে গিয়া,
 বিরহেতে উত্তরোল ।
 নয়ন-জলেতে, আকুল বয়ান,
 কহিছেন এই বোল ॥ ৫০
 হায় কি করিহু অনুচিত !
 সন্দেশ করিয়া, পিয়া উপেখিয়া,
 রহিলাম আন ভিত ॥ ৫১
 আশা মরি মরি, আমারে পাইবে,
 এই আশা মনে করি ।
 কত হৃথ পাই, পিয়া গোঁসাইল,
 জাগি সব বিভাবরী ॥ ৫২
 মোরে দেখি পিয়া, যে কিছু কহিল,
 সরলের মত কথা ।
 তাহা ভাবি ভাবি, মন স্থির নহে,
 অতিশয় পায় বাধা ॥ ৫৩
 সজল অরুণ, নয়ন-যুগল,
 কম্পিত-অধর হয়্যা ।
 গদ গদ ভাবে, যে কিছু কহিল,
 মনে পড়ে রয়্যা রয়্যা ॥ ৫৪
 পরাণ অধিক, সরবস ধন,
 মোর হয় সে কিশোরী ।

তাহা বিনে প্রাণ, অধিক বিকল,
 স্থির করিবারে নারি ॥ ৫৫
 তবে বংশীধারী স্থির করিবারে চিতে ।
 আরন্তলা পান করিবারে মুরলীতে ॥ ৫৬
 কিবা সুমধুর সেই মুরলীর গীত ।
 হরে বাহে জগতের সকলের চিত ॥ ৫৭
 শত পাখি যাহা শুনি ক্রন্দন করয় ।
 মনুষ্য তুলিবে তাহে এ আশ্চর্য্য নয় ॥ ৫৮
 । কি কব তরু হয় মুকুলিত ।
 ॥৭ পলয়ে নদী-জল উচ্ছলিত ॥ ৫৯
 সেই শক-সুখা-নদী রাখিকার মনে ।
 বশিয়া নিবাইল মান-হৃৎপানে ॥ ৬০
 বে মান গেল হল্য বিরহ উদয় ।
 কিশোরী কহেন তবে আপন হৃদয় ॥ ৬১
 ইতি ত্রীণীতমালায়াং ষণ্ডিতাবর্ণনং নাম
 ত্রয়েদশং গ্রন্থনম্ ।

চতুর্দশ গ্রন্থন ।

অথ কলহাস্তরিতা ।

কলহাস্তরিতা রাখা ভাবে ।
 কতু পই গোরো মনে ভাবে ॥ ১
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহ মোরে ।
 উপেখিহু তেমন নাগরে ॥ ২
 পিয়া কত করিল কাকুতি ।
 কিছু না শুনিহু মুঢ়মতি ॥ ৩
 সে সকল ভাবিয়া এখন ।
 দহিতেছে তনু প্রাণ মন ॥ ৪
 করিবে কে হিত আচরণ ।
 দেখাইবে সে চান্দ বদন ॥ ৫
 ক্রিয়দ্বন্দ্বন দাস কহে ।
 এতু তাঁরে দেখে নিজ দেহে ॥ ৬

যাহার চরণ, দেখিতে বাসনা,
 করে সব ব্রজনারী ।
 সেই মোর প্রতি কত না সাধিল,
 না চাহিহু ততু কিরি ॥ ৭

ধিক্ ধিক্ রহ মোরে ।
 হায় হায় ডেন, বহু উপেখিহু,
 দারুণ মানের তরে ॥ ৮
 আপন গলায়, মকুতার হার,
 পিয়া দিল কয়ে ধরি ।
 মানের পরবে, তাহা না লইল,
 কেলি দিহু পায়ে করি ॥ ৯
 যে কর হৃদয়ে, ধরিতে বাসনা,
 কমলা করয়ে নিতি ।
 তাহে মোর পদে, ধরিল তথাপি,
 না চাহিহু তার প্রতি ॥ ১০
 মোর অনাদরে হৃষিত হইয়া,
 রাজ-কিশোর গেল ।
 তথাপি তাহারে নাহি ফিরাইহু,
 সে সব হইল শেল ॥ ১১
 এইরূপ ভাবেন কিশোরী,
 নয়ন-মুগ্ধে গলে বারি ॥ ১২
 চতুরা বিশাখা তা দেখিয়া ।
 কহিছেন ঈষত হাসিয়া ॥ ১৩
 সখি একি অপরূপ দেখি ।
 ছল ছল কেন তব আখি ॥ ১৪
 ছোড়সি দীষ নিশাস ।
 বোলসি কিছু নাহি ভাষ ॥ ১৫
 লেখসি নখে করি ধরণী ।
 রহসি মলিন অধ-বয়নী ॥ ১৬
 কহ নিজ ভাব কিশোরী ।
 তাহে হেন দেখিতে ন পারী ॥ ১৭
 শুনি বিশাখার বাণী, সজলনয়নী ধনী,
 কহিছেন গদ গদ ভাষ ।
 কি কহিব সহচরী, না হেরিয়া বংশীধারী,
 হোয়ত সকলী উদাস ॥ ১৮
 সখি রে কহিব কি হৃৎ আপনার ।
 মোর তনু-বনে পশি, বিরহ-দহন রাশি,
 পোড়াইয়া করে ছার খার ॥ ১৯
 অই বংশীরব তায়, কুংকার সমান ভাষ,
 জালি দিছে সেই হৃৎপান ।
 কে করিবে পরিত্রাণ, কিরূপে রহিবে প্রাণ,
 ভাষি স্থির নাহি হয় মন ॥ ২০

ধিক্ রহ বিধাতারে, যে সৃজিল অবলারে,
 তাহে পুন ঘটগলমান ।
 যার লাগি শ্রিয় জন, দুখ পায় অনুক্ষণ,
 কিছু নাহি দুখ-সংবিধান ॥ ২১
 আমি করি সেই মান, সকল-জগত-প্রাণ,
 শ্রিয়তম উপেখিহু হরি ।
 অতএব বিব খাই, দিসা কালীদেহে যাই
 জীবন তেজিবে এ কিশোরী ॥ ২২
 রাই বচন শুনি দুখিত পরাণী ।
 ললিতা বোলত মধুরিম বাণী ॥ ২৩
 সহচরি রোঅসি কাতর কাছে ।
 বাধসি কাছে বা উপেখিতে দেহে ॥ ২৪
 তোহে উপেখিয়া কাহা যাওন কান ।
 আনব তুব গুণে টানি এখন ॥ ২৫
 যদি তাবত নহি পার বিরহিতে ।
 চলিয়ে তব হাম তাকো টুড়িতে ॥ ২৬
 হাম হুচতুরমতি তুই সহচরী ।
 আনি মিলাওন তোহে বনোরারী ॥ ২৭
 কহি ইহ বাত আশাসি কিশোরী ।
 ললিতা চলত যাহা মুরলীধারী ॥ ২৮
 ললিতারে নিরখি কহেন বংশীধারী ।
 হুন্দরি কি করিছেন এখন কিশোরী ॥ ২৯
 এখনো কি তাঁর মান না হয়্যাছে লম্ব ।
 মোর প্রতি হয় নাই কিবা রূপোদয় ॥ ৩০
 ললিতা কহেন করিতেন দুই কাজ ।
 কহিতে এ সব কথা নাহি হয় লাভ ॥ ৩১
 তোহে উপেখিয়া সখী কহিলা আমারে ।
 পুষ্প আনয়ন কর সূর্য্য পূজিবারে ॥ ৩২
 এক মাস ব্রত ধরি তাঁহারে পূজিব ।
 কোনো পরপুরুষের মুখ না দেখিব ॥ ৩৩
 অতএব আসিরাছি কুহুম লইতে ।
 তাহার নিকটে শীত হইবে যাইতে ॥ ৩৪
 এত শুনি বনমালী নিবাস ছাড়িয়া ।
 কহিছেন ললিতারে কাকুতি করিয়া ॥ ৩৫
 'কি হইবে প্রাণসখি কহ কহ মোরে ।
 শ্রিয়া বিনে জন্ম বৈরব নাহি ধরে ॥ ৩৬
 যদি মান নাহি যায় না থাকু হুন্দরি ।
 দেখাও তাহারে এক বার যুক্তি করি ॥ ৩৭

ললিতা কহেন যদি দেখিবে কিশোরী ।
 নারীবেশ ধরি চল তব বংশীধারী ॥ ৩৮
 তবে নারীবেশ বংশীধারী ।
 চলিলা ললিতা অনুসরি ॥ ৩৯
 ত্রীললিতা নিজে থাকি ঘারে ।
 পাঠাইলা গ্রামে অভ্যন্তরে ॥ ৪০
 তাঁরে দেখি পুছেন কিশোরী ।
 কে বট তুমি হও হুন্দরি ॥ ৪১
 ব্রজমন্ডলে লাবণ্য এমন ।
 কারো নাহি হয় দরশন ॥ ৪২
 শ্যাম কন বৃন্দাবনেধরি ।
 আমি হই বৃন্দা-সহচরী ॥ ৪৩
 তুমি মান কর্যাছ নাগরে ।
 শুনি পাঠাইলা সখী মোরে ॥ ৪৪
 বনমালী তোমার লাগিয়া ।
 ভ্রমে লুটে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৪৫
 শুনি কান্দি কহেন কিশোরী ।
 সখি তুমি যাহ তুরা করি ॥ ৪৬
 মোর বাক্যে কহিবে বৃন্দারে ।
 শীত লয়া আসিতে তাঁহারে ॥ ৪৭
 ললিতাও তথায় গিয়াছে ।
 না জানি কি লাগি না আসিছে ॥ ৪৮
 বুঝি সেই ব্রজের পরাণ ।
 মোর প্রতি কৈলা অভিমান ॥ ৪৯
 এত কহি কান্দেন কিশোরী ।
 তাঁহারে কহেন বংশীধারী ॥ ৫০
 বৃন্দাবনেধরি, না কান্দ না কান্দ,
 স্থির কর নিম্ন মনে ।
 আমি বনমালী, আনি মিলাইব—
 এখনি তোমার সনে ॥ ৫১
 সেই তব গুণে, বশ অতিশয়,
 নিজে তব দাস মানে ।
 তোমারে ছাড়িয়া কার কাছে যাই,
 জুড়াইবে নিজ প্রাণে ॥ ৫২
 ত্রীরাধিকা কন, আজি হতো তুমি,
 হলো মোর সহচরী ।
 আশ দিব তোরে, প্রেম আলিঙ্গন,
 আন গ্রামে ফরা করি ॥ ৫৩

এত কহি রাই, হু বাত পসারি ।
নাগরের গলে ধরি ।
পরশে জানিয়া, জড়িত হইয়া ।
রহিল হৃৎখেতে ভরি ॥ ৫৪
কিছু কাল পরে, গদ গদ রবে,
কহে শঠ শঠবাণী ।
তাহা শুনি জানি, সহচরী সব,
দূরে গেলা হৃৎপ্রাণী ॥ ৫৫
তবে বনমালা, প্রিয়া কোলে করি,
পালকে বসিয়া কন ।

প্রিয়ে দয়াময়ি, দয়া পরকাশি,
কর দোষ ক্ষমাপণ ॥ ৫৬
চকল-স্বভাব, মধুক হয়,
ভ্রমে কুমদিনী-বনে ।
ততু পন্থিনি, তাহার সে দোষ,
/ কদাচিতো নাহি পণে ॥ ৫৭
তুমি মোর প্রাণ, সরবস বন,
হও নয়ানের তারা ।
তোমার বিরহে, কিশোরি আমার,
ক্ষণ হয় দুঃ পায় ॥ ৫৮

রাই কন শুন বংশীধারী ।
বিবেচনাইন হয় নারী ॥ ৫৯
যা বিনে ক্ষণেক না বাচয় ।
মান করে তাহাতে দুর্জয় ॥ ৬০
দেখ কোথা গুণাকর তুমি ।
কোথা নানা দোষাত্ম্য আমি ॥ ৬১
আমি তোমা প্রতি করি মান ।
অতি অসুচিত এ বিধান ॥ ৬২
তুমি রূপায় শিরোমণি ।
নাথ্যমোরে সে দোষ না গণি ॥ ৬৩
মোর মান করিতে ভ্রম ।
নারী-বেশ করিলে ধারণ ॥ ৬৪
রসিক-শেখর বংশীধারী ।
তব দাসী হয় এ কিশোরী ॥ ৬৫

এত কহি ত্রিরাধিকা করেন ক্রন্দন ।
টবর করিছেন তাহারে সান্বন ॥ ৬৬
করি অকমল করিয়া মার্জন ।
সহস্র সহস্র বার করেন চন্দন ॥ ৬৭

তবে দোহে অতিশয় আনন্দ উন্মাদ ।
নানা কেলি করি কৈলা পূর্ব অভিলাষ ॥ ৬৮
পরে ত্রিরাধিকা কন দেখে প্রাণেশ্বর ।
বেশ-ভূষা-হীন হল্য মোর কলেবর ॥ ৬৯
সখী সব দেখিয়া করিবে পরিহাস ।
লাঞ্জে কিরূপেতে মুখ করিব প্রকাশ ॥ ৭০
তাহা শুনি সুখিত কহেন বংশীধারী ।
আমি বেশ করি দিব তোমার কিশোরী ॥ ৭১

ইতি ত্রিগীতমালায়াং কলহাস্তরিতা-বর্ণনং ৷
নাম চতুর্দশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৪

পঞ্চদশ গ্রন্থন ।

অথ স্বাধীন-তর্জকা ।

ভকতের বশ পত গোরা ।
ভকত-প্রণয়-রসে ভোরা ॥ ১
ভক্ত জনে যাহা নিবেদয় ।
রূপা করি তাহাই করয় ॥ ২
বাক্য করে যাহা ভক্ত জন ।
পট্ট তাহা করয়ে পূরণ ॥ ৩
ভক্ত যাহা বাক্য না করয় ।
ভাল হল্যে তাহাও করয় ॥ ৪
শ্রীরত্নন্দন ইহা জানি ।
সেবে তাঁর চরণ দুখানি ॥ ৫

রসিক-শেখর তবে করে তুলী ধরি ।
রাধিকার পরোধরে লিখেন মকরী ॥ * ৬
কিন্তু সেই চিত্র গরিপূর্ণতা না পায় ।
দোহাকার স্বর্গভলে গলি গলি যায় ॥ ৭
তাহে অতিশয় সুখ হয় দুই-মনে ।
পাই দোহে দোহাকার অঙ্গ পরশনে ॥ ৮
বিশেষত দেখি রাধিকার পরোধরে ।
কুন্দের জন্ম সুখে টলবল করে ॥ ৯

* তবে-বনয়ারী, মৃগ-মদে করি, রাধিকার
পরোধরে । কত শত বার। পঁ ছিয়া পঁ ছিয়া;
নানামত চিত্র করে ॥

তারপর গঙ্গদেশে চন্দ্রনেতে করি।
 নানাবিধ পত্রাবলী দিখিলেন হরি ॥ ১০
 সেই পত্রাবলী কিবা শোভিল কপোলে।
 নানামত মুক্তা যেম দর্পণের তলে ॥ ১১
 মগমদ-তিলক করিলা নাসিকায়।
 স্বর্ণ-তিল পুষ্প যেন মধুকর ভায় ॥ ১২
 ললাটেতে সিদ্ধিরে বিন্দু সমর্পিল।
 শশি-মণ্ডলেতে যেন রবি দেখা দিল ॥ ১৩
 শ্রীরঘুনন্দন রটে রবি কোন্ ছার।
 কণ কাল নাহি রহে রক্তিম্বা যাহার ॥ ১৪
 সেই সিদ্ধিরে চারি পাশে।
 বিদ্যদিল চন্দ্রনের রসে ॥ ১৫
 যেন বেড়ি প্রান্তের তপন।
 উদয় করয়ে তারাগণ ॥ ১৬
 নয়নেতে দিলেন অঙ্গন।
 শতদলে নমর যেমন ॥ ১৭
 কুক্ষিত কুণ্ডলে বৈশি করি।
 কন্দমূল দিলা তরুপরি ॥ ১৮
 কিনা তাহে সাজে সেই ফুল।
 যমুনায় যেন প্রোষ্ঠীকুল ॥ ১৯
 হেম-সিঁথি বাকিলা সিঁথায়।
 যেবে যেন বিজুরী খেলায় ॥ ২০
 তাহে দোলে মুকুতার কারা।
 বিজুরী নিকটে যেন তারা ॥ ২১
 নাসিকায় দিলেন বেশর।
 বাহে দোলে মোতির কালর ॥ ২২
 সে সাজিল বদন-মাঝারে।
 তারা যেন চান্দ্রের উপরে ॥ ২৩
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয়।
 কোটি তারা তার তুলা নয় ॥ ২৪
 হুই কাণে দিলা কর্ণমূল মণিময়।
 স্তব্ধ বৃহস্পতি যেন করিলা উদয় ॥ ২৫
 অসিত কাঁচলী বাকিলেন পয়োথরে।
 নব মেঘ ঢাকে যেন সুরেক-শিখরে ॥ ২৬
 ছিন্ন মুক্তাহার সব গাঁথিয়া যতনে।
 গলে দিয়া কহিছেন হসিত-বদনে ॥ ২৭
 তুমি বড় ভাগ্যান্ব হও মুক্তাহার।
 শ্রীরা-পয়োথরে সদা করহ বিহার ॥ ২৮

কটিতে কিস্কিনী-দাম করিয়া বন্ধন।
 চরণে যাবক দিতে করিলা গ্রহণ ॥ ২৯
 তাহা দেখি শ্রীরাধিকা ধরি কৃষ্ণকরে।
 কহিতে লাগিলা তাঁরে গদগদ-স্বরে ॥ ৩০
 যাবক রয়্যাছে পূর্বমত মোর পায়।
 ইহা নাহি দিতে হবে বন্ধু হে তোমায় ॥ ৩১
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন যদি ইহা না পরিবে।
 তবে মোর করা বেশ তেজিতে হইবে ॥ ৩২
 এত কহি বল করি কিশোরীমোহন।
 যাবক রঞ্জিত কৈলা কিশোরীচরণ ॥ ৩৩
 ইন্দি শ্রীগীতমালায় স্বাধীনভর্তৃকা-বর্ণনং
 নাম পঞ্চদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ গ্রন্থন।

অথ রাধিকার রাজ্য।

এক দিন শ্রীবাসাদি ভক্ত যতেক।
 ভক্তিরাজ্যে গোবরের করেন অজিষেক ॥ ১
 বসাইয়া দিব্য সিংহাসনের উপরে।
 গঙ্গাজল বহু ষট ঢালে তাঁর শিরে ॥ ২
 চৌদিকে বেড়িয়া হয় হরি-সংকীর্তন।
 মদঙ্গ মন্দিরা শত বাজয়ে সখন ॥ ৩
 পূর্ব-নারীগণ করে উল্লু উল্লু রব।
 কুসুম বর্ষণ করে প্রিয় ভক্ত সব ॥ ৪
 শ্রীরঘুনন্দন জয় জয় শব্দ করি।
 নাচি নাচি ফিরে সুখে দিয়া করতারা ॥ ৫

কত বনয়ারি, নানা কেলি করি,
 যবভানু-সুতা-সনে।
 আনন্দিত-মনে, হসিত-বদনে,
 কহিছেন সখীগণ ॥ ৬
 শুন সখীসব বাণী।
 আছে চিরদিন, এক আশা-মোর,
 পুরাহ সকলে শুনি ॥ ৭
 এই বৃন্দাবনে, নিরুদ্ভ-ভবনে,
 শ্রীরাধারে করি রাজ্য।

যাহার যে মন, করহ সেবন,
কেহ কেহ হও প্রজা ॥ ৮
শুনি সখী বত, আনন্দিত-চিত্ত,
ভাল ভাল ভাল বলি ।
রত-সিংহাসনে, বসায়্য রাধারে,
রাজ্য করে কুতুহলী ॥ ৯
হেম-বটে করি, যমুনার বারি,
আনি দেয় সখীগণ ।
নিদ্র করে করি, করিছেন হরি,
অভিমেক-আচরণ ॥ ১০
তবে সখীগণ, পরায়্য বসন,
দিব্য বেশ বনাইলা ।
কিশোরী-মোহন, লইয়া চন্দন,
ভালে রাজ-টিকা দিলা ॥ ১১
জলী হইলা তার চতুর্দা ললিতা ।
তার প্রতিমি প্রীতিশাখা সূচরিতা ॥ ১২
ধরিল কুমুদ-ছত্র চিত্রা-দেবী মাথে ।
শ্রীচন্দ্রকলতা সে তাপুল দেয় হাথে ॥ ১৩
ভূদ্রবিদ্যা ইন্দ্রেরা চামর ঢুলায় ।
বসুদেবী সুদেবী রাধার বশ পায় ॥ ১৪
জয় জয় শ্রীরাধিকে বৃন্দাবনেশ্বরী ।
জয় জয় জয়তমোহন মনোহারী ॥ ১৫
জয় জয় বনমালি-বাণী-পূর্তিকরা ।
জয় জয় বিপক্ষ-রমণী-মদ-হরা ॥ ১৬
জয় সখী চাতকী-আনন্দ-কামিনী ।
সকলী-আদি সকল কিশোরী-শিরোমণি ॥ ১৭
তবে অভিশয় আনন্দিতা ।
শ্রীকৃষ্ণের কহেন ললিতা ॥ ১৮
শুন ওহে বনমালি বাণী ।
কি সেবা লইবে কহ শুনি ॥ ১৯
সখী সব সেবা পাঁচি নিল ।
যার যে বাসনা মনে ছিল ॥ ২০
হেন সেবা আর নাহি দেখি ।
যাহাতে তোমার নাম লেখি ॥ ২১
শুনিয়া কহেন বংশীধারী ।
মোর সেবা আছে বড় ভারী ॥ ২২
আমি রাজ্যে কোতোয়াল হব ।
গজ-জয়-সুকায়ী ফিরিব ॥ ২৩

কিবা গুণ জানেন কিশোরী ।
যাহে কোতোয়াল হল্য হরি ২৪
তবে কোতোয়াল হল্য প্রভু বনমারী ।
রাধিকার জয় ঘোষে কুঙ্ক কুঙ্ক ফিরি ॥ ২৫
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবাকার অঙ্গনে ।
রাধিলা আপন বাণী ললিতা-বসনে ॥ ২৬
তবে রাধিকার আগে কয় ঘোড় করি ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বংশীধারী ॥ ২৭
বৃন্দাবনেশ্বরী শুন মোর নিবেদন ।
মোর বংশী চুরী করিলেক কোন জন ॥ ২৮
শুনিয়া বিশাখা কহে গৃহ গৃহ হাসি ।
ভাল হল্য চুরী গেল কুল-নাশা বাণী ॥ ২৯
এবে কুলবতীকুল-মান-রক্ষা হবে ।
গৃহে থাকি নারী মন হৃদে বুঝাইবে ॥ ৩০
কিশোরী কহেন সখি ভাল না কহিলে ।
রাজ্যের অখ্যাতি হবে এমন করিলে ॥ ৩১
ললিতা চতুর-মতি, কন বংশীধারী প্রভি,
তুমি নিজে কোতোয়াল হয়্য ।
নিজে নারি রাধিবারে, রাজ-আগে কি প্রকারে,
এ কথা কহিছ লাজ খাজ্য ॥ ৩২
মাগো মাগো মোরা মরি দাব এই লাজে ।
রাজ্যের অখ্যাতি হবে, সঙ্গি সব লোষ পাবে,
হেন জন রাধিলে এ কাজে ॥ ৩৩
কহিছেন বংশীধারী, রাজ-প্রায়-জনে চুরি,
যদি করে রাজ-বিদ্যামানে ।
কোটাল হইতে তার, কি হইতে পারে আর,
রাজ-অগ্রে নিবেদন যিনে ॥ ৩৪
শুনি বাণী রাধা কন, সখী সব এ কেমন,
করিলেক কেবা এই কাজ ।
শুক বাণ এক পাব, হরি কি হইল লাভ,
সকলারে দিল মহালাজ ॥ ৩৫
কিশোরীর কথা শুনি, কহে সব সখী বাণী,
মোরা কিছু বাণীর না জানি ।
যাহারে সন্দেহ করে, কোটাল ধরিয়া ডারে,
দেখুক আপন রহ ধানি ॥ ৩৬
বনমালী কন, মোর হৃষ্ট মন,
সন্দেহ করয়ে সবে ।

তাহার প্রত্যয়, যে করিলে হয়,
 তাহাই করিতে হবে ॥ ৩৭
 মন শকা করে, কাচুলী ভিতরে,
 বাঁশী রাখিয়াছে কেহ ।
 অতএব তাহা, প্রকাশ করিয়া,
 আমারে প্রত্যয় দেহ ॥ ৩৮
 ললিতা বলয়ে, তাহাই করিব,
 রাজারে জিজ্ঞাসি আসি ।
 এতেক কহিয়া, উঠিতে পড়িল,
 বসন হইতে বাঁশী ॥ ৩৯
 তবে কন গায়, দেখে দেখে কাগ,
 বন্দাবন-পটেশ্বরী ।
 কর আত্মপন, ইহার যেমন,
 দণ্ড হয় সুবিচারি ॥ ৪০
 কিকিত কুপিতা, কহেন ললিতা,
 কখন শুন মহারানি ।
 কোটাল-কপটে, বাঁশী মোর পটে,
 রাখিছিল এই মানি ॥ ৪১
 যদি না মানহ, তবে আত্মা দেহ,
 উহারে শাসন করি ।
 কিশোরী সঙ্গতি, করুক শপতি,
 তোমার চরণ ধরি ॥ ৪২
 তাহা শুনি ভাল ভাল বলি ।
 স্নদয়ে সাহস করি, চলিলেন বংশীগারী,
 দিব্য করিবারে কুত্বলী ॥ ৪৩
 তাইয়াই নিকটে দেখি, সশঙ্কিত শশিমুখী
 নিজ-পদ ঢাকেন বসনে ।
 তথাপি বলেতে হরি, তাঁহার চরণোপর,
 নিজ কর দিলা স্থগিমনে ॥ ৪৪
 সে পদ-পরশ-সুখে, বচন না ফুরে মুখে,
 কল্পিত হইলা বনমালী ।
 তাহা দেখি সখীগণ, অতি আনন্দিত-মন,
 হাত করে দিয়া করতালী ॥ ৪৫
 ললিতা কহেন বাণী, দেখিলে হে মহারানি,
 ধর্মবল আপন গোচরে ।
 মুখে বাক্য নাহি ফুরে, কম্প হয় কলেবরে,
 অব্যাহত কোথা দিব্যে ভরে ॥ ৪৬

অগ্নি সখী কহে ভাল, ইহা আছে কোতোরাহ,
 মিথ্যা পর-অনপাদ-কারী ।
 মোর নীতি অনুসারে, করি এবে প্রতীকার,
 কিশোরীর আত্মা অনুসারী ॥ ৪৭
 কহিতে কহিতে কেহ লইল মুরলী ।
 কেহ মস্তকের চূড়া লইতেছে খলি ॥ ৪৮
 কেহ কাটি লয় মৃত্তা-মালা শুদ্ধাহার ।
 উত্তরীয় লয় কেহ করি বলাংকার ॥ ৪৯
 জহা দেখি হাসিয়া ত্রীরাধারানি কন ।
 সখী সব মোর আগে অস্ত্রায় কেমন ॥ ৫০
 না হইতে না হইতে রাজ-আত্মপন ।
 বড় অনুচিত হয় দণ্ড আচরণ ॥ ৫১
 সখী সব কহে এত বড় অবিচার ।
 রাজা হয়্য চোর-পক্ষ করয়ে সৌকার ॥ ৫২
 অতএব এখানেতে থাকা অনুচিত ।
 চল চল যাই মোরা অস্ত্র তুরিত ॥ ৫৩
 এত কহি কিশোরীর বদন চাহিয়া ।
 সকলে বাহিরে গেলা হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৫৪
 তবে নিরঞ্জন দেখি ।
 রাই-সিংহাসনে, উঠিয়া বসিলা,
 বনমালী হয়্য মুখী ॥ ৫৫
 তবে প্রেমময়ী, প্রেমে গদ গদ,
 কহিছেন রস-রাজে ।
 নাগর এ কাজ, করিয়া আমারে,
 ডুাইলে মহারাজে ॥ ৫৬
 কহিবে সকলে, এমনত রমণী,
 না দেখিয়ে ত্রিঙ্গগতে ।
 নিজে রাজা হয়্য, কোটাল করয়ে,
 আপনার প্রাণনাথে ॥ ৫৭
 কন বনয়ারী, শুন হে হৃন্দরি,
 তোমার পিরিতি রসে ।
 বশ হয়্য আমি, যে লীলা করিয়ে,
 তাহে কোন জন হাসে ॥ ৫৮
 এমন পিরিতি, অমৃত-ভিতরে,
 আছয়ে কোথা বা কার ।
 এ লাগি ইহার, উপমার স্থান,
 থাকিবেক কোথা আর ॥ ৫৯

কিশোরী-চরণ, করিয়া স্বরণ,
কীর্তনন্দন ভণে ।

রাধা-মাধবের, প্রেমের উপমা,
নাহি লক্ষ্য-নারায়ণে ॥ ৬০

৪৩ শ্রীশ্রীমালনারায়ণ রাধা-রাজ্য-বর্ণনং
নাম বেড়ণং গ্রন্থনম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ গ্রন্থন ।

অথ চন্দ্রাভিষার ।

একদিন গোয়া ভিষমদি ।

পৌরোদাসে কহিছেন বাণী ॥ ১

কহ কহ কহ হে বাক্য ।

ক করিয়া পাইব মাধব ॥ ২

না দেখিতে পাইয়া তাঁহারে ।

নাহি পারি স্থির হইবারে ॥ ৩

না দেখিয়া সে চান্দবদন ।

কথা দিন করয়ে গমন ॥ ৪

যদি কিছু থাকয়ে উপায় ।

কহি স্থির করহ আমার ॥ ৫

শ্রীবদনন্দন নিবেদয় ।

এ ভাব কে বুঝিতে পারয় ॥ ৬

একদিন বৃন্দাবনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।

দনমানী সুবলে লগিয়া কহিতে ॥ ৭

সখা আজি হুই তিন দিন রাখিকায় ।

দেখিতে না পাই মন আকুল চিন্তায় ॥ ৮

সুনিয়াছি রোষ করি জটলা তাহারে ।

রাখিরাছে নাহি দেখে বনে আসিবারে ॥ ৯

কিন্তু তারে নাহি দেখি স্থির নহে মন ।

অতএব কর কিছু উপায় রচন ॥ ১০

এত শুনি ভাল বলি সুবল চলিলা ।

বাইতে বাইতে পথে ভাবিতে লাগিলা ॥ ১১

আমি রাই-বেশ ধরি রহিব ভবনে ।

মোর বেশে তারে পাঠাইয়া দিব বনে ॥ ১২

ইহা হলো জটলা না পারিবা লখিতে ।

কেশরা পাইয়া সখা হুই হবে চিত্তে ॥ ১৩

এত ভাবি গিয়া কিছু দূর ।

নিজ বেশ করিলা মধুর ॥ ১৪

নৌল পাপ বাকিলা রাখার ।

নৌল জামা পরিধান কর ॥ ১৫

কমলের মালা ধরে ধরে ।

পরিধান বৃকের উপরে ॥ ১৬

সব অঙ্গ অচ্ছাদন করি ।

লইলেন বিচিত্র উত্তরী ॥ ১৭

তবে গিয়া জটিলার দ্বারে ।

আরজিলা কহিতে তাহারে ॥ ১৮

কিশোরীর জননী আমায় ।

পাঠাইলা পুছিতে তোমায় ॥ ১৯

সুনিয়াছি মোর কথা হুই তিন দিন ।

হয়্যা আছে শয়ন-ভোজন-পান-হান ॥ ২০

অতএব সুবলে করিয়ে প্রার্থণ ।

কহিবে এ সকলের তুমিহ কারণ ॥ ২১

জটলা কহয়ে সব কথা সত্য হয় ।

কিন্তু তার কারণ আমার বেধা নয় ॥ ২২

তুমি গিয়া জিজ্ঞাসা করহ রাধিকারে ।

যদি কহে তবেই পারিবে জানিবারে ॥ ২৩

তবে শ্রীসুবল গেলা রাখার ভবনে ।

তারে জিজ্ঞাসেন রাখা উৎকর্ষিত-মনে ॥ ২৪

সুবল বলহ কোথা আছেন নাগর ।

করিছেন কিবা তাহা কহয়ে সত্তর ॥ ২৫

দাসীকে করেন মনে বরজ কিশোর ।

কহ কি লাগিয়া এখা আগমন ভোর ॥ ২৬

সুবল কহেন রাই, তোহে না দেখিতে পাই,

সখা মোর বড়ই কাতর ।

উপেথিয়া গোচারণ, সখা সঙ্গে বিহরণ,

ভ্রমে সদা বনের ভিতর ॥ ২৭

বিহরণে তোমা মনে, সখা যেই যেই বনে,

তথা তথা করিয়া গমন ।

দেখিতে না পাই তোহে, নয়ন ঢাকয়ে লোহে,

নিখাস ছাড়য়ে যেন ঘন ॥ ২৮

সম্প্রতি সে বৃন্দাবনে, থাকিলা দ্বিধিত মনে,

পাঠাইলা মোরে তোহে নিতে ।

অতএব একবার, কর তুমি অভিযান,

জানি চান্দে স্থিত করিতে ॥ ২৯

রাধিকা কহেন সখা, না পাই তাঁহার দেখা,
 আমিহ মরমে আছি মরি ।
 শান্তরী রাক্ষসী ঘরে, বসি আছে কহ তারে,
 ভুলাইব কিবা যুক্তি করি ॥ ৩০
 সুবল কহেন ধনি, • মোর এই বেশ খানি,
 ধরি তুমি দাসী সঙ্গে নিয়া ।
 কহিয়াছ অটিলারে, বুঝাইলু রাধিকারে,
 ভোজন করিবে হুগিহিয়া ॥ ৩১
 আমি ধরি তব বেশ, গৃহে করি পরবেশ,
 থাকিয়া করিব সব কাজ ।
 তুমিহ আইলে ফিরি, আমি নিজ-বেশ ধরি,
 কিশোরি যাইব বন-মাজ ॥ ৩২
 তবে ভাল বলি রাধা গেলা গুপ্ত দেশে ।
 দাসী-পরিবৃত্তি করি দিল চুই বেশে ॥ ৩৩
 কিবা পরিপাটি বেশ হইল দোহার ।
 তাঁহারাই যঃ দেখি পাইলা চমৎকার ॥ ৩৪
 তবে ঐরাধিকা ঘরে করিয়া গমন ।
 অটিলারে কহিতে লাগিলা এ বচন ॥ ৩৫
 পুছিলু আমিহ রাধিকারে সব কথা ।
 কহিলেন আমার-শরীরে ছিল ব্যথা ॥ ৩৬
 আজি হইয়াছে সে সকল অবসান ।
 অতএব করিব ভোজন স্নান পান ॥ ৩৭
 পুনশ্চ ভোজন কালে আমিহ আসিব ।
 যদি নাহি ভুঞ্জে তবে কহি ভুগাইব ॥ ৩৮
 এত কহি তিঁহ যবে পয়ণ করিলা ।
 একদাসী কুন্ত কাঁখে পশ্চাতে চলিলা ॥ ৩৯
 ক্রমে ক্রমে চুই জনে গেলা বৃন্দাবনে ।
 বরজকিশোর দেখি ভাবিছেন মনে ॥ ৪০
 একি একা আসিতেছে সখা ।
 বুঝি পায় নাই তার দেখা ॥ ৪১
 অথবা অটলা আছে ঘরে ।
 পারে নাই শ্রিয়া আসিবারে ॥ ৪২
 কি হইবে কি করিব হায় ।
 মন স্থির করা নাহি যায় ॥ ৪৩
 কাছে দেখি কহেন বিকল ।
 কি হইল কহয়ে সুবল ॥ ৪৪
 কেন না আইল মোর শ্রিয়া ।
 তাহা বিনে স্থির নহে হিয়া ॥ ৪৫

কৃষ্ণ-কথা কিশোরী শুনিয়া ।
 কহিছেন কপট করিয়া ॥ ৪৬
 শ্রিয়সখা কুরিলাম অনেক যতন ।
 না পারিলু করিতে রাখারে আনয়ন ॥ ৪৭
 তাঁহার শান্তরী আছে বসিয়া হুয়ারে ।
 না পারিল আসিবারে কোনহ প্রকারে ॥ ৪৮
 যদি কহ তবে চন্দ্রাবলী আনি গিয়া ।
 বিলাস করহ আজি তারেই লইয়া ॥ ৪৯
 ক্রীকৃষ্ণ কহেন সখা সুধার পিয়াস ।
 হৃদপান করিলে কি পায় কতু নাশ ॥ ৫০
 কি করিব রাই-অঙ্গ পয়ণ বিহনে ।
 স্থির করিবারে নারি আপনার মনে ॥ ৫১
 এত কহি ছল ছল যুগল নয়ন ।
 নিখাস ছাড়েন ব্রজকিশোর সঘন ॥ ৫২
 কিশোরী কহেন পুন, সখা মোর কথা শুনি,
 রমণীর বেশ ধরি তুমি ।
 যদি যাও মোর সনে, • রাধিকার নিকেতনে,
 তবে মিলাইতে পারি আমি ॥ ৫৩
 ক্রীকৃষ্ণ কহেন তাই, করিয়ে আমিহ তাই,
 নারী-বেশ ধরা কোন কর্ম ।
 যা করিলে পাই প্যারী, তাহাই করিতে পারি,
 এই মোর হৃদয়ের মন্থ ॥ ৫৪
 কহিয়া এতক বাণী, রসিকের শিরোমণি,
 ধরিলেন রমণীর বেশ ।
 দেখি রাধিকার দাসী, করি মুহু মুহু হাসী,
 কহিতেছে বচন বিশেষ ॥ ৫৫
 যেন অতি চমৎকার, হলা বেশ দোহার,
 তেনই হইবে বুঝি কাম ।
 অতএব এখা আর, অবস্থান মোসবার,
 যোগ্য নহে যাই নিজ-ধাম ॥ ৫৬
 এত কহি সে কিকরী, আনিবারে গেল বারি,
 কৃষ্ণ বুঝি তাহার ঘটন ।
 হয়্যা আনন্দিত-মন, করি দৃঢ় আলিঙ্গন,
 কিশোরীরে করেন চুম্বন ॥ ৫৭
 নিকুঞ্জ-ভিত্তিরি তবে বেদীর উপরি ।
 বসি রাধিকার প্রতি কহেন ঐহরি ॥ ৫৮
 শ্রিয়ে আজি যেন বেশ হয়্যাছে দোহার ।
 কল্পিত হইবে তদুচিত ব্যবহার ॥ ৫৯

কমলবদনি মোরে বাম দিকে করি ।
বস্ত্র বাহুদিয়া যোর স্বকের উপরি ॥ ৬০
আর আর যত কৰ্ম আমার আছয় ।
সে সব করিয়া তুষ্ট করহ ছদয় ॥ ৬১
কুম্বাণী শুনি কুম্ব-আহ্লাদিনী রাই ।
কহিলেন বাহা কুম্ব করিলা তাহাই ॥ ৬২
পরে কহিছেন রাধা হন্যা ভীতমন ।
কিরূপে করিব বন্ধ-গৃহেতে গমন ॥ ৬৩
দেখ মোর বেশ সব হইয়াছে হত ।
করি দাও তুমি মোর বেশ পূর্বমত ॥ ৬৪
সুবল আছয়ে মোর বেশ ধরি স্বরে ।
এই বেশভূষা দিতে হইবে তাহারে ॥ ৬৫
তবে কুম্ব নিজকরে সানন্দ হইয়া ।
কিশোরীর পূর্ববেশ দিলেন করিয়া ॥ ৬৬
হেন কালে জল নিয়া আইল কিকরী ।
রাধিকা চলিলা যেরে তারে আগে করি ॥ ৬৭
ঘরের পাশেতে বসি আছয়ে জটিল ।
তারকাছে গিয়া তারে পুছিতে লাগিলা ॥ ৬৮
রাধিকা কি করিতেছে জানহ আপনি ।
জানিবারে পাঠাইলা তাহার জননী ॥ ৬৯
জটিল বলয়ে আজি আছে সুস্থমন ।
তুমিহ সেখানে গিয়া করহ দর্শন ॥ ৭০
তবে রাধা প্রবিস্ত হইয়া নিকেতনে ।
বেশ পরিব্রুতি কৈলা সুবলের সনে ॥ ৭১
তবে সে সুবল জটিলারে সম্ভাষিয়া ।
কিশোরীমোহন-সঙ্গে মিলিলা যাইয়া ॥ ৭২

ইতি শ্রীগীতমালায়াং চ্ছমাস্তিসার-বর্ণনং
নাম সপ্তদশং গ্রন্থনম্ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ গ্রন্থন ।

অথ দান-লীলা ।

একদিন গোরাচন্দ্র হরহুণী-ডাটে ।
দানলীলা করিছেন ষাটের নিকটে ॥ ১
কদম্বভরুণ ভলে জিল্প হইয়া ।
পাড়ায় কহেন পুরনাগরী দেখিয়া ॥ ২

কোথা যাও তোরাসবে বাহি দোলাইয়া ।
ষাটের উচিত দান আমারে না দিয়া ॥ ৩
আমি ষাটোয়াল হইয়াছি এই ষাটে ।
দান নাহি দিলে যাতে না দিব এবাটে ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে হন্যা জোড়কর ।
ব্রজের গোপিকা নহে কে দিবে উত্তর ॥ ৫

এক দিন পরভাতে, সব সহচর সাঁতে,
গোষ্ঠগমনের বেশ করি ।
শিঙ্গাবেণু বাজাইয়া, গোমহিষবৃষ নিয়া,
গোষ্ঠ-যাত্রা করিলা শ্রীহরি ॥ ৬
শুনিয়া বেণুর ধ্বনি যত গোপ-নিমন্তিনী,
করিবারে কুম্ব-দর্শন ।
উপেথিয়া গৃহকাজ, মৈত্রয় ধরম লাজ,
পথধারে কৈলা আগমন ॥ ৭

দেখি তারা ব্রজরাজ,- নন্দনের রূপসাজ,
শ্রেয়ানন্দে হইলা মগন ।
স্তুতিত হইলা কেহ, কাঁপিতেছে কারো দেহ,
কারো অশ্রু পড়ে কণ কণ ॥ ৮
শ্রীরাধিকা সখী-সাঁথে, উঠি অটালিকা-মাথে,
নিরখিয়া যশোদা-নন্দন ।
পুলকিত গণ্ডুল, তাহে গলে অশ্রুজল,
শ্বেদ-জলে ভিজিল বসন ॥ ৯
তাহারে মোহিত দেখি, চতুরা বিশাখা সখী,
হুই ভুজ্জে তাহার ধরিয়া ।
অমৃতের ধারা জিনি, কহেন মধুর বাণী,
কিশোরীমোহনে দেখাইয়া ॥ ১০

দেখ সখি নয়ন ভরি নাথে ।
বেণু ধরি ধেনুগণ, পাছ চলিয়া ঔহে,
ব্রজ করি সঙ্গিগণ সাঁথে ॥ ১১
সেহ জিনি দেখখানি, ঔহি কলকে লাবণী,
নিরখি বাহা নীলমণি লাঞ্জে ।
চূর্ণ করি পূর্ণ বিধু, গর্ভ-মুখ-মাধুরী,
দেখি বাহা কমল ভয় ভাঞ্জে ॥ ১২
পল্লবচি সঙ্গদ্বিটি, বর ঔহি চাহনী,
কাল কণিরাজ কুম্ব ভাঁতি ।

ভাল ভাল বালশশি- তিলক কুচি রাজয়ে,
 বিশ্বফল-সম অধর-কাতি ॥ ১৩
 শুভকুল-দন্তহর, বাহুবুগ দোলয়ে,
 গোপবধু-ধৈরবপরাসী ।
 পান উর ঘোনতর, মধ্যভূ কেশরী,
 উরু করি-শুণ্ড-মদ-নানী ॥ ১৪
 স্বর্ণ-সম বর্ণ পট, পদ উপরি লবঙ্গ,
 হার বনমালা উর দোলে ।
 একি সখি কেকিদল, চূড়াপরে শোভাই,
 মন্দগতি পবন মৃদুলালে ॥ ১৫
 রঞ্জি কত ভঙ্গি করি, পদকমল চালাই,
 মন্ত গজ বৈছে খোরি খোরী ।
 ধর্ম কল-কর্ম্য সব, এই চরণে দিয়া,
 শরণ নিল গোকুল-কিশোরী ॥ ১৬
 ত্রিাদিক। বিশাখার বচন শুনিয়া ।
 কহিছেন প্রেমানন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৭
 ধরণী জন্মিল এখা কি পূণ্য করিয়া ।
 ঘোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ১৮
 নপুংস হযাছে সোণা কি পূণ্য করিয়া ।
 বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥ ১৯
 বনমালা হল্য পূর্ণ কি পূণ্য করিয়া ।
 বন্ধুর বুকেতে যায় তুলিয়া তুলিয়া ॥ ২০
 মুরলী হইল বাণ কি পূণ্য করিয়া ।
 বাজে ও অধরাগত ষাইয়া ষাইয়া ॥ ২১
 এ সকল সখা হল্য কি পূণ্য করিয়া ।
 ষাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া ॥ ২২
 ত্রীরবুন্দন রটে দুপাণি জুড়িয়া ।
 এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ ২৩
 সখি যে চরণ, করে পরশন,
 কহিতে ডরাই মনে ।
 সে চরণে করি, ২২রী উপরি,
 চলিতেছে ও কেমনে ॥ ২৪
 যদি না থাকিত, এখানে অহিত,
 কোনো জন মোসবার ।
 এ তনু পাতিয়া, দিতাম ও পিয়া,
 চলিত উপরি তার ॥ ২৫
 শিরীষের ফুল, হইতে মৃদল,
 বন্ধুর এ তনুধানি ।

বরির আতপে, পাইতেছে তাপে,
 এই আমি মনে মানি ॥ ২৬
 কৃপা করি বিধি, যদি দেয় সিধি,
 সবরূপ ধরা যায় ।
 তবে মেঘ হযা, আকাশে উঠিয়া,
 বন্ধুরে করিগা ছায় ॥ ২৭
 কর দরশন, বন্ধুর বদন,
 যাম কণ কণ গলে ।
 এই হয় হিয়া, নিকটে ষাইয়া,
 পোছাইয়ে পটাকলে ॥ ২৮
 রাই এই মতে, কহিতে কহিতে,
 প্রেমেতে মগন মনে ।
 কিশোরীমোহন, বনে প্রবেশন,
 করিলেন সখাসনে ॥ ২৯
 বনে গিয়া ত্রিাদাম কহেন দামোদরে ।
 ইচ্ছা আছে সখা আজি গৌড় খেলিবারে ॥ ৩০
 তাহারে যে জন যার নিকটে হারিবে ।
 সে তাহারে ঘোড়া হযা পাঠিতে বহিবে ॥ ৩১
 তবে তারা সকলেতে হযা একমন ।
 আরতিলা আনন্দেতে কন্দু খেলন ॥ ৩২
 বিচিত্র সুন্দর হাতা ধরি ধরি করে ।
 গৌড় ফেলাফেলি করিছেন পরস্পরে ॥ ৩৩
 তাহে যে যে নাহি পারে গৌড় ফিরাবারে ।
 নে সে হারি পিঠে করে নিজ খেলুয়ারে ॥ ৩৪
 লাফিয়া লাফিয়া যায় বোড়ার সমান ।
 নানা স্থানে ফিরি পুন আশ্রয়ে সেই স্থান ॥ ৩৫
 এইরূপ কিছুকাল করি গৌড় খেলা ।
 সকলেই অতিশয় শ্রমযুক্ত ভেলা ॥ ৩৬
 তাহা জানি সখা সব পদ্য পাতিয়া ।
 শয্যা বিরচিলা রাম শ্রামের লাগিয়া ॥ ৩৭
 ত্রীরবুন্দন পুষ্প তুলি আনি বনে ।
 বিছাইয়া দিল দুই প্রভুর শয়নে ॥ ৩৮
 শয়ন করিলা রাম, দেখি নবমুগ-শ্রাম,
 বসি তাঁর ত্রীচরণ-তাম, ৩৮
 আপন উরুতে রাখি, তাঁর পদ মহামুখী,
 সেবিছেন নিজ-করতলে ॥ ৩৯

কিবা সুমধুর কৃষ্ণ-লীলা ।
 সকলের সেবা যেন, নাহি যার সম কেহ,
 সেহ রাম-চরণ সেবিলা ॥ ৪০
 তাহা নিরীক্ষণ করি, নবীন পল্লব দরি,
 সখা সব করয়ে বীজন ।
 তবে ভ্রম দূরে গেল, যুথের উদয় ভেল,
 রামে কৈল নিদ্রা আকর্ষণ ॥ ৪১
 তাঁর নিদ্রা দেখি হরি, পদ রাখি ধীর ধীর,
 কহিছেন গোপাল-সকলে ।
 তোরা থাক এই স্থানে, আমিহ ভ্রমিব বনে,
 লয়া বট ফুল উজ্জ্বলে ॥ ৪২
 এত কহি নটবর, সেই তিন সহচর,
 সঙ্গে করি কিছু আগে গিয়া ।
 কহিছেন তা সবারে, কহ আজি বনান্তরে
 কিশোরীয়ে পাব কি করিয়া ॥ ৪৩
 শ্রীমদ্রমঙ্গল তবে কহিছেন তাঁর ।
 গুন গুন সখা কহি ইহার উপায় ॥ ৪৪
 যত লয়া যজ্ঞশালে করিতে অর্পণ ।
 শান্তরু কুণ্ডেতে রাখা করিবে গমন ॥ ৪৫
 অতএব এই স্থানে থাকহ দাঁড়াই ।
 অবশ্যই দেখিতে পাইবে তবে রাই ॥ ৪৬
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন হলা বড় সুসন্ধান ।
 সাধিব রাখার স্থানে এই সঁই দান ॥ ৪৭
 এখানে ত্রিরাধা পৌর্ণমাসীর আজ্ঞায় ।
 যত লয়া যাত্রা কৈলা যজ্ঞের শালায় ॥ ৪৮
 কিছু দূর গিয়া তঁহি কৃষ্ণ দেখিবারে ।
 উৎকর্ষিত হইয়া কহেন ললিতারে ॥ ৪৯
 সখি শুনিয়াছি এই বনে নটবর ।
 সখা সঙ্গে বিহার করেন নিরন্তর ॥ ৫০
 আমি বুঝি মোর কোনো কুকার্যের ফলে ।
 আইসেন নাই আজি বন্ধু এই স্থলে ॥ ৫১
 যদি নাহি পাই এখা তাঁর দরশন ।
 তবে বুঝা হবে ভ্রম করি আগমন ॥ ৫২
 শ্রীরবনন্দন কহে স্থির কর মনে ।
 এখনই দেখিতে পাবে নিজ বন্ধুজনে ॥ ৫৩
 কহিতে কহিতে হরিকৈ নিরখা ।
 রবতানু-মুতা কহিছেন সুখী ॥ ৫৪

ললিতে সখি দেখে কদম-তলে ।
 নব মেঘ বিরাজই নাহি চলে ॥ ৫৫
 থির বিভ্রাত-দাম বিলাস করে ।
 পরিপূর্ণ পুরন্দর-চাপ ধরে ॥ ৫৬
 বকপাঁতি বিরাজই দেখে এখা ।
 গিরিরাজ-ভটে থির ধার যথা ॥ ৫৭
 শুন গর্জ্জই চারু গভীর রবে ।
 রঘুনন্দন দাস কি আর কবে ॥ ৫৮
 শ্রবণ করিয়া এত রাখার ভারতী ।
 হাসি হাসি বিশাখা কহেন তাঁর প্রতি ॥ ৫৯
 রাই কোথা দেখিতেছ তুমি জলধর ।
 জলধর নহে এত হয় নটবর ॥ ৬০
 সৌদামিনী বলি যারে করিছ মনন ।
 সেহ তাহা নহে কিন্তু তাহারী বসন ॥ ৬১
 ইন্দ্রধনু বলি যারে করিছ বর্ণন ।
 তাহা নহে শিখি-পুঙ্খ মুহূর্ত শোভন ॥ ৬২
 বকপাঁতি বুদ্ধি যাহে হইছে তোমার ।
 সেহ তাহা নহে কিন্তু মুক্তার হার ॥ ৬৩
 যাহা শুনি মানিতেছ যথের গর্জ্জন ।
 তাহা নহে কিন্তু হয় মুরলী-নিশ্বন ॥ ৬৪
 কিশোরি ভাবিতে ছিলে বাহার লাগিয়া ।
 বিধি কৃপা করি দিল তাহাই আনিয়া ॥ ৬৫
 কৃষ্ণ বলি জানি রাই, অনিষিধ নেত্রে চাই,
 আনন্দেতে হইলা স্তম্ভিতা ।
 আগে পদ নাহি চলে, অঙ্গ ভাসে বেদজলে,
 তাহা দেখি কহেন ললিতা ॥ ৬৬
 রাই তুমি কারে কর ভয় ।
 আমি আছি তোর কাছে, আশ্রয় মোর পাছেপাছে
 কার সাধ্য তোমারে কি কর ॥ ৬৭
 এত কহি আগে গিয়া, বান বাহ দোলাইয়া,
 তাঁর পাছে বান সখীগণ ।
 তাহা দেখি বটুরাজ, আনিয়া কৃষ্ণের কাজ,
 কহিছেন কর্ণ বচন ॥ ৬৮
 মূৰ্খমোপী কোথা যাত, পথ পানে নাহি চাও,
 আগে বসি আছে যটরাজ ।
 না দিলে উচিত দান, পাইবে না পরিত্রাণ,
 বক্রিয়া করহ সব কাজ ॥ ৬৯

ললিতা কহেন বাণী, এখানে কখনো দানী,
নাহি দেখি না শুনি শ্রবণ ।

কে দিল এ অধিকার, দান দিতে হবে কার,
শুনি তাহা বলহ বচনে ॥ ৭০

শ্রীকৃষ্ণ কহেন বাণী, মোর এই ষাটধানী,
দিয়াছেন ভূপতি মদন ।

এই পথে যে চলিবে, তারী স্থানে দান পাবে,

যোগ্যমতে কিশোরীমোহন ॥ ৭১

রাধিকা কহেন পথে করিলে গমন ।

দান লাগে কি কারণে কহু বিবরণ ॥ ৭২

শ্রীকৃষ্ণ কহেন পথে ভারযুক্ত জন ।

গমন করিলে হয় পথের ভঞ্জন ॥ ৭৩

তোমাদের মাথে দেখি ঘূতের গাগরী ।

গায়ে যত অলঙ্কার গণিতে না পারি ॥ ৭৪

নিওন কুচের ভার নহে পরিমাণ ।

এ লাগি লাগিনে তোমাঙ্গিণে বহু দান ॥ ৭৫

নিশাখা বলেন পথে হাতী ষোড়া যায় ।

নারী শরীরের দান তাহে না মুগ্ধ ॥ ৭৬

যেই বস্ত্র বিক্রয় করিতে লয়া যায় ।

তারী কিছু দান ষাটে ষাটয়াল পায় ॥ ৭৭

মোরা ত না যাই কিছু দ্রব্য বেচিবারে ।

যজ্ঞে যত দিতে যাই ধর্ম করিবারে ॥ ৭৮

ইথে আমাদের স্থানে পাইবে কি দান ।

কিশোরীমোহন তাহা কর অভিধান ॥ ৭৯

হাসিয়া কহেন বনমালী ।

কোথা ধর্ম তোদের গোয়ালী ॥ ৮০

দ্বৃত দিয়া নাও অলঙ্কার ।

এত হয় বাণিজ্য প্রকার ॥ ৮১

অতএব তোমাদের স্থানে ।

অবশ্য পাইতে হবে দানে ॥ ৮২

রাখা কন কি তোমার দান ।

কহ শুনি করিব বিধান ॥ ৮৩

হাসিয়া কহেন বংশীধারী ।

এই ভাল বৃন্দাধনেধরী ॥ ৮৪

দান শুন কহি নীতি মতে ।

এক টাকা এক তোলা ঘূতে ॥ ৮৫

কুস্তে ঘূত বোল সেব রয় ।

সেবে চতুষষ্টি টাকা হয় ॥ ৮৬

মিলিয়া হইবে যত দান ।

তাহা শুন করি প্রবিশান ॥ ৮৭

দশ শত চক্রিশ সংখ্যান ।

একেক অনেক হবে দান ॥ ৮৮

শ্রীরঘুনন্দন কহে প্যারী ।

মূল হতো দান হল্য ভারী ॥ ৮৯

ললিতা কহেন শ্রুত এই দান দিব ।

কিন্তু তোমাদ্বানে কিছু মোরাও পাইব ॥ ৯০

তাহাতে যদিপি তব নাহি হয় শোষণ ।

তবে অলঙ্কার দিয়া করিব প্রবোধ ॥ ৯১

বৃন্দাধনেধরী রাই কহিলে আপনে ।

তোমার গোধন চরে সেই বৃন্দাবনে ॥ ৯২

তোমার মত রাই কভু কহে না অজ্ঞায় ।

এক গোয়ে এক কড়া করি কর চায় ॥ ৯৩

অসংখ্যাত-সংখ্য হয় তোমার গোধন ।

শুন এবে তার কয় করি নিরূপণ ॥ ৯৪

পর্যাক্ষ পর্যাস্ত আছে অঙ্গের সংস্থান ।

তাহারী কহিয়ে আগে করের সংখ্যান ॥ ৯৫

টাকা পাঁচ শস্য আর অষ্ট মহাপদ ।

একটী নিখরু তুই ধরু পাঁচ পদ ॥ ৯৬

ইহার পরেতে যত হইবেক কর ।

কিশোরীমোহন তাহা করহ গোচর ॥ ৯৭

ললিতার বাণী, শ্রবণ করিয়া,

হাসিয়া কহেন রাই ।

পর্যাক্ষ পর্যাস্ত, যত কর হল্য,

গণি গণি লহ তাই ॥ ৯৮

ইহার পরে, আর যত কর,

ছাড়ি দাও দয়া করি ।

দেখ ষটপাল, মুক্তকাকিল,

কর তনি হরি করি ॥ ৯৯

শ্রীমধুসূদন, কহেন কানাই,

দানে আর কাজ নাই ।

চল চল সবে, আপনা লইয়া,

পলাইয়ে অস্ত্র তাঁই ॥ ১০০

লাভ করিবারে, দান ষাট করি,

নিষে লয়া টানাটানি ।

কি করি শোধিবে, এ করেয় দায়,

তাহা আমি নাহি জানি ॥ ১০১

ত্রীকৃষ্ণ কহেন, সখা যে কহিলে;
 তাহা মিছা নাহি ভায় ।
 কিশোরীর কাছে, আপনারে দিয়া,
 শোধিব করের দায় ॥ ১০২
 কৃষ্ণের বচন শুনি, ত্রীরাধিকা ঠাকুরাণী,
 কহিছেন হসিত-বদনে ।
 একি কহ ঘটরাজ, অতি অনুচিত কাজ,
 মোর কাছে দিবে যে আপনে ॥ ১০৩
 পূর্বে যাহা অজ্ঞানে, দিয়াছ হৃদয় মনে,
 তাহা পুন দিবে কি করিয়া ।
 দত্তবস্ত্র পুন দিলে, পুণ্য কিছু নাহি মিলে,
 পাপ ঘটে বরক আসিয়া ॥ ১০৪
 চন্দাবলী এই কথা, শুনিয়া পাইবে ব্যথা,
 আমি'বা লইব কি প্রকারে ।
 কহিবেক সব জন, রাখা হরে পর ধন,
 অবশ হইবে এ সংসারে ॥ ১০৫
 ত্রীরঘুনন্দন কয়, তব পর ধন নয়,
 কদাচিত এই নটরায় ।
 কিস্ত পূর্বে তোমা স্থানে, বিকায়্যাছে প্রেমপণে,
 কর শোধ না হয় ইহায় ॥ ১০৬
 বিশাখা কহেন রাই কি করিবে আর ।
 দান্যকই নাও অনুরোধে মো-সবার ॥ ১০৭
 অন্তরে দিয়াছে বলি যে কর সংশয় ।
 সে দোষ উহারী হবে তোহে না ঘটয় ॥ ১০৮
 শ্রীমধুমঙ্গল কন সুবল উজ্জল ।
 মোরা সবে বাই চল এবে অন্তস্থল ॥ ১০৯
 ইহাদ্দের হয়্যা গেল বিবাদভঞ্জন ।
 আমাদের এখা আর নাহি প্রয়োজন ॥ ১১০
 এত কহি তাঁরা সবে অন্ত ঠাই গেল ।
 ত্রীললিতা বিশাখারে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১
 দানী পাইলেক দান রাই পাইল্য কর ।
 লোহে আনন্দিত হয়্যা বাইবেক ধর ॥ ১১২
 মোরা চল বজ্রপালে সমর্পিয়া দূত ।
 দেখি গিয়া পাই যদি ভূষণ কপিত ॥ ১১৩
 এত কহি তাঁহারাও করিলা গমন ।
 রহিল কিশোরী আর কিশোরীমোহন ॥ ১১৪
 রাখারে বাইতে, উদ্যত দেখিয়া,
 করে ধরি কন হরি ।

একি কোথা বাও, প্রিয়ে মোরে স্থাধি,
 বস্য আলাপন করি ॥ ১১৫
 তোমার করেতে, বিকাইয়া আমি,
 হইলাম তব দাস ।
 বনে ফল তুলি, তোমায়ে সেবিব,
 মনে যত আছে আশ ॥ ১১৬
 রাধিকা কহেন, একি কহিতেছ,
 প্রাণনাথ অনুচিত ।
 দাসীজন প্রতি, এ সকল কথা,
 নাহি সাজে কদাচিত ॥ ১১৭
 কোথা তুমি গুণ-রতন সাগর,
 পুরুষের শিরোমণি ।
 কোথা আমি সব, গুণেতে বিহীন,
 অরসিক অভাগিনী ॥ ১১৮
 তুমি মোর লাগি, পথের মাঝারে,
 হয়্যা রহিয়াছ দানী ।
 এ সকল কথা, • কাহারে কহিব,
 মুখে না নিঃসরে বাণী ॥ ১১৯
 ত্রীরঘুনন্দন, কহে জোড় কর,
 শুন শুন ঠাকুরাণি ।
 তোমার প্রেমেতে, মোর প্রভু বশ,
 আমি ইহা ভাল জানি ॥ ১২০
 রসিক নাগর কন শুন রসবতি ।
 তোমারি বচন সব অনুচিত অতি ॥ ১২১
 কোথা তুমি রাজকন্যা অতি সুকুমারী ।
 কোথা দূরে আগমন গিরে কুন্ত করি ॥ ১২২
 আমাদের দেখিতে পাবে করিয়া আশয় ।
 এত ভূখ পাও তুমি একি সখ হয় ॥ ১২৩
 এখন চলহ গিরি-গুহার ভিতরি ।
 শ্রম ঘুচাইব লোহে তাঁহা বাস করি ॥ ১২৪
 এত কহি নিজ করে তাঁয় কর ধরি ।
 গিরি-গুহা-মার্কে গিয়া বসিলা শ্রীহরি ॥ ১২৫
 তবে কাম-রসে লোহে আশায় পুরিলা ।
 হেন কালে সখী সব গিরিয়া আইলা ॥ ১২৬
 গিরি-গুহা মার্কে দেখি কিশোরী-কিশোর ।
 তাঁরাও সকলে হল্যা আনন্দে বিভোর ॥ ১২৭
 ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং দানলীলা-বর্ণনং নাম
 অষ্টাদশং গ্রন্থনম্ ॥

উনবিংশ প্রস্থন ।

অথ নৌ-খেলা ।

এক দিন গেরা কুতুহলে ।
 খেলিতেছেন সুরধুনী-অলে ॥ ১
 খেলিতে খেলিতে দেখি তরি ।
 চড়িলেন গিয়া তহুপরি ॥ ২
 নিজ করে কেরুয়াল ধরি ।
 তরপি চালান সুখে ভরি ॥ ৩
 মাঝেমাঝে কহেন হাসিয়া ।
 গোপি চট আসি কড়ী দিয়া ॥ ৪
 না দিবে ঝাটের যদি পণ ।
 তবে কিরি করহ গমন ॥ ৫
 নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন ।
 এ ভাব বুঝিবে কোন জন ॥ ৬

একাদশ বর্ষকালে, বনমালী কুতুহলে,
 সরস্বতী নদীতে বাইয়া ।
 আনি নিব্বরের বারি, তারে পরিপূর্ণ করি,
 রহিলেন তরপি লইয়া ॥ ৭
 মঙ্গলালো হুত দিতে, সহচরীগণ সান্তে,
 সেই পথে আসিয়া কিশোরী ।
 দূর হতে দেখি হরি, কহিছেন সহচরী,
 সকলেরে সম্বোধন করি ॥ ৮
 একি দেখি নদীমাঝে, নবজলধর রাজে,
 স্থির সৌদামিনী বলকয় ।
 তাহে দোহে বকপাঁতি, কিবা-ইন্দ্রধনু ভাতি,
 যদুমত্ গর্জন করয় ॥ ৯
 এই মেখে করি বৃষ্টি, করিষাছে নদী পৃষ্টি,
 ডাকিতেছে কল কল রবে ।
 তেরা সবে সুকুমারী, কিশোর বয়স নারী,
 কি করিয়া ইহা পার হবে ॥ ১০
 বিশাখা বলেন সখি নব মেখ নহে ।
 নব জল-ধর শ্রাম নদী-মাজে রহে ॥ ১১
 ঈজুরী না হয় হয় পীতবাস তার ।
 বক পাঁতি নাহি হয় হুয় ভারী হার ॥ ১২

ইন্দ্রধনু নহে শিখিপিকু চূড়া হয় ।
 মেখের গর্জন নহে মুরলী বাজয় ॥ ১৩
 রাধিকা কহেন সখি নদীর মাঝারে ।
 প্রাণ বন্ধ রহিয়াছে হায় কি একায়ে ॥ ১৪
 কল কল করি নদী ডাকে অতিশয় ।
 দেখিয়া শঙ্কর মোর হৃদয় কাঁপয় ॥ ১৫
 ললিতা কহেন নাহি ভাব সহচরি ।
 কালচাঁদ রহিয়াছে নায়ের উপরি ॥ ১৬
 কিশোরি হইয়াছে বড় ভাল মো সবার ।
 এই নায়ে চড়ি মোরা যাব নদীপার ॥ ১৭
 গোপীদিকে দেখি বংশীধারী ।
 কহিছেন কিছু উচ্চ করি ॥ ১৮
 কুন্তমাথে তেঁমরা কে বটে ।
 পারে যাবে যদি আশ্র বাঁট ॥ ১৯
 শুনি তাঁরা তীরে আত্মা মুখে ।
 দেখি কুম্ভ অধ কৈলা মুখে ॥ ২০
 ললিতা কহেন ও কাণ্ডারী ।
 ডাকি কেন মুখ কৈলে ভারী ॥ ২১
 কুম্ভ কন এ নৌকার পণ ।
 দিতে না পারিবে এ কারণ ॥ ২২
 রাধিকা কহেন ভাঙ্গানারে ।
 পণ লাগে কভু না শুনিয়ে ॥ ২৩
 বরক পাইব মোরা পণ ।
 ভাঙ্গানারে দিব যে চরণ ॥ ২৪
 কিশোরীমোহন ইহা শুনি ।
 দূরে যান লইয়া তরপি ॥ ২৫
 বিশাখা কহেন তব নায়ে কত পণ ।
 লাগিবেক তাহা কহ করিয়ে শ্রবণ ॥ ২৬
 কুম্ভ কন মোর নায়ে যেই পার হয় ।
 আপন সমান সোনা তাহারে লাগয় ॥ ২৭
 ললিতা কহেন যদি নায়ে এত ধন ।
 পাও তবে গোচারণ কর কি কারণ ॥ ২৮
 শ্রীকুম্ভ কহেন গোচারণে হেতু ধর্ম ।
 ধন উপার্জন লাগি না করি সে কর্ম ॥ ২৯
 ললিতা কহেন ধর্ম্যে রত তব মন ।
 কহ কোন ধর্ম্য হয় তরপি বাহন ॥ ৩০
 গোবিন্দ কহেন বিপ্র বৈষ্ণব সকল ।
 বিনা পণে পার কৈলে ধর্ম্য অবিকল ॥ ৩১

বিশাখা কহেন সতী জগতের মাতা ।
 ইহাদিগে পার কৈলে হবে বহুপুণ্য ॥ ৩২
 এত শুনি হাসি কন কিশোরিমোহন ।
 সতী হলো পার করি দিব বিনাপণ ॥ ৩৩
 শুনি নাগরের বাণী, যত গোপ-সৌমন্তিনী,
 হাসি হাসি নৌকায় উঠিয়া ।
 ধূতের কলসী রাখি, বসিলা হইয়া সুখী,
 কৃষ্ণ-মুখ-পদ্মে নেত্র দিয়া ॥ ৩৪
 হরি নদী-মাকো গিয়া, কেদারাল ঘুরাইয়া
 কাপাইতে লাগিলা তরলী ।
 নায়ের ঘুরুণী ঘেরি, ভয়ে খর খর করি,
 কৃষ্ণে কন সকল রমণী ॥ ৩৫
 অধিক না বহে বাত, নাহি কোনো অববাত,
 বেগে নাহি বহে তরঙ্গিনী ।
 তবে কেন কাঁপে তরি, নাবিক যতন করি,
 স্থির কর নিজ নৌকা খানী ॥ ৩৬
 নাগর কহেন পুন, সবে মোর কথা শুনি,
 এক লোষ আছে মোর নায় ।
 অন্তরী যদ্যপি চাপে, তবে এহ বড় কাঁপে,
 এক হাত আগে নাহি যায় ॥ ৩৭
 রাধিকা কহেন ভাষা, ললিতার বড় আশা,
 ছিল এই নৌকায় চড়িতে ।
 তার ফল হল্য ভাল, জলে ডুবি প্রাণ গেল,
 কলঙ্গ রহিল অবনীতে ॥ ৩৮
 পুন কন বনমালী, যদি তোরা সবে যোগি,
 গান কর শ্রীমধুসূদনে ।
 তবে তোমা সবাকারে, পারি পার করিবারে,
 শ্রীকিশোরি করিয়া যতনে ॥ ৩৯
 রাধিকা কহেন একি অচুচিত বাণী ।
 নায়ে গান করে কোথা কুলের রমণী ॥ ৪০
 বরঞ্চ পরাণ যায় সহিতে পারিব ।
 পুরুষের আগে গান করিতে নারিব ॥ ৪১
 বিশাখা কহেন সখি কি করিবে লাজে ।
 পরাণ থাকিলে লাগিবেক বহু কাজে ॥ ৪২
 অতএব গান কৈলে যদি চলে তরী ।
 তবে গান করা ভাল লাজ পরিহরি ॥ ৪৩
 কিশোরীমোহন-সুখ হইবে জানিয়া ।
 গান আরম্ভিলা সবে বদন বাঁপিরা ॥ ৪৪

জয় জয় হে মধুসূদন ।
 তব নাম বিপদ-নাশন ॥ ৪৫
 মোরা মোর বিপদে পড়িয়া ।
 ভোহে ডাকি কাতর হইয়া ॥ ৪৬
 জলে পূর্ণ নদী ভাঙ্গা তরি ।
 শঠমতি চপল কাণ্ডারী ॥ ৪৭
 এ বিপদে বাইতেছে প্রাণ ।
 তুমি বিনে নাহি পরিত্রাণ ॥ ৪৮
 তব নামে তরয়ে সংসার ।
 শূদ্র নদী তরা কোন ভার ॥ ৪৯
 তুমি রত্নসম্মানবতারে ।
 ওরায়াছ বিপদে সীতায় ॥ ৫০
 গোপীদের গানে কৃষ্ণ মোহিত হইলা ।
 আপনি ভাগিয়া তরি ধারেতে লাগিলা ॥ ৫১
 বিশাখা কহেন সখি কিবা এ তরঙ্গী ।
 নাহি বহে কোনো মতে অসতী রমণী ॥ ৫২
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোমার মোর নাম করি ।
 শুদ্ধ হলো তেঁই বহিলেক মোর তরি ॥ ৫৩
 ললিতা কহেন গোবিন্দে সব জন ।
 আসিয়া নয়নে দেখ শ্রীমধুসূদন ॥ ৫৪
 ডুবাইতে ছিল যেহ এই নারী সবে ।
 সে মধুসূদন না হইলে কেনা হবে ॥ ৫৫
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন এ বিচারে নাহি ফল ।
 তরঙ্গের পণ দেও তোমরা সকল ॥ ৫৬
 ললিতা কহেন মোরা শ্রীমধুসূদনে ।
 ডাকি পার হইলাম আপনার গুণে ॥ ৫৭
 তোমারি ইহাতে নাহি শ্রম কিছু মাত্র ।
 তুমি কি করিয়া হবে এ পণের পাত্র ॥ ৫৮
 কিন্তু পার হইলাম চড়ি তব তরি ।
 তাহার প্রসাদ কিছু দিবেক কিশোরী ॥ ৫৯
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন, ললিতা হে যদি,
 রাধিকা রমণী পাই !
 তবেই লইব, আমিহ প্রসাদ,
 আর কিছু নাহি চাই ॥ ৬০
 ললিতা কহেন, তাহাই পাইবে,
 তরি লয়া চল তীরে ।
 ভাল ভাল বলি, শ্রীকৃষ্ণ শুধন,
 তরলি লইলা ধারে ॥ ৬১

তবে ক্রমে ক্রমে, কলসী লইয়া,
 নামেন সকল নারী ।
 রাধারে নামিতে, উদ্যত দেখিয়া,
 বসনে ধরিলা হরি ॥ ৬২
 রাধিকা কহেন, একি অপস্রায়,
 কর যুবরাজ হয়্যা ।
 সকলে ছাড়িয়া, একলা আমারে,
 ধরি রাধ কি লাগিয়া ॥ ৬৩
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন, নদী পার করি,
 প্রসাদ পায়্যাছি তোরে ।
 ইথে কিবা আর, বিবাদ করহ,
 পুছ সখী ললিতারে ॥ ৬৪
 শ্রীরাধিকা কন, মোর কণ্ঠমণি,
 দিয়াছে ললিতা জানি ।
 তাই নাও দিব, আমারে লইয়া,
 কেন কং টানাটানী ॥ ৬৫
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন, কিশোরী সুন্দরী,
 চাহি ছিনু পরসাদ ।
 ললিতাও মোরে, দিয়াছেন তাই,
 ইথে আর কি বিবাদ ॥ ৬৬
 ললিতা কহেন সখি কলহ ছাড়িয়া ।
 কিছু কাল থাক তুমি নোকায় বসিয়া ॥ ৬৭
 যজ্ঞশালা হতে মোরা ফিরিয়া আসিয়া ।
 তোমায়ে লইয়া যাব বিচার করিয়া ॥ ৬৮
 এত কহি তাঁরা সবে যজ্ঞশালে গেলা ।
 শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৬৯
 প্রাণপ্রিয়ে যার লাগি হয়্যাছি কাণ্ডারী ।
 বিধি ষটাইল তাহা মোরে কৃপা করি ॥ ৭০
 অতএব চল অই বেতসী-কাননে ।
 হাস-পরিহাস করি বসিয়া নিরঞ্জন ॥ ৭১
 এত কহি তাঁর কর করিয়া ধারণ ।
 বেতসী-কাননে হরি করিলা গমন ॥ ৭২
 তবে সেই কুঞ্জেতে বসিলা দুইজন ।
 কিশোরী করেন কিছু কৃষ্ণ নিবেদন ॥ ৭৩
 প্রাণবদ্ধ আমার লাগিয়া ।
 কর তুমি অহুচিত ক্রিয়া ॥ ৭৪
 একি হয়্যা ব্রজযুবরাজ ।
 কুকর্ষেতে নাহি হয় লাজ ॥ ৭৫

এ দাসীয়ে দেখিব বলিয়া ।
 রহিয়াছ ষাটে তরি নিয়া ॥ ৭৬
 কড় পথে হয়্যা থাক দানী ।
 কি বলিবে লোকে ইহা জানি ॥ ৭৭
 যদি গুণ থাকয়ে আমার ।
 তবে শোভে এই ব্যবহার ॥ ৭৮
 আমি গুণরূপ-হীন হই ।
 এত আদরের পাত্র নই ॥ ৭৯
 কিশোরীর স্তনিয়া বচন ।
 কৃষ্ণ তাঁরে কোলে লয়া কন ॥ ৮০
 প্রাণপ্রিয়ে আছে যত তব দিব্য গুণ ।
 কহিতে কে পারে তাহা হয়্যাও নিপুণ ॥ ৮১
 জেয়ার লাবণ্য হয় অতি অনুপাম ।
 যাহা নিরখিলে বিমোহিত হয় কাম ॥ ৮২
 কঙ্কণা বিনয় লজ্জা মধুর ভাষণ ।
 এই আদি যত গুণ না হয় গণন ॥ ৮৩
 প্রেমের তুলনা তব না পাই দেখিতে ।
 খেছ মুগ্ধ করিয়াছে প্রিয়ে মোর চিতে ॥ ৮৪
 সেই প্রেমে হয়্যা আমি নিতান্ত মগন ।
 না দেখি রহিতে নারি তোহে একক্ষণ ॥ ৮৫
 এই লাগি যাহে তোরে দেখিবারে পাই ।
 তাহাই করিয়ে ভাগ মন্দ নাহি চাই ॥ ৮৬
 এইরূপ কহি কহি কিশোরী কিশোর ।
 মদন-সমরে দোহে হইলা বিভোর ॥ ৮৭
 এখানেতে সব সহচরী ।
 যজ্ঞশালা হতে আন্যা ফিরি ॥ ৮৮
 জানি তাঁহাদের আগমন ।
 বাহিরে আইলা দুই জন ॥ ৮৯
 বিশাখা বলেন হাস্ত করি ।
 এ কেমন কাজ ও কিশোরি ॥ ৯০
 নোকাতে রাখিয়া গেলু মোরা ।
 কুঞ্জে কেন গিয়াছিলি তোরা ॥ ৯১
 তাহা স্তনি রাধিকা লজ্জিত ।
 হাসি কৃষ্ণ কহেন কিস্তি ॥ ৯২
 রাধিকা বড়ই হৃৎকুর ।
 নিজ বর্ষ সাধিবারে শূর ॥ ৯৩
 অনেক সুবর্ণ মোরে দিয়া ।
 আপনারে নিলা ছাড়িয়া ॥ ৯৪

নায়ে বসি তাহা নাহি হয় ।
 দুষ্টলোকে করিবে সংশয় ॥ ১৫
 এই লাগি গিয়াছিল বনে ।
 তোর অস্ত নাহি তাব মনে ॥ ১৬
 এইরূপ হাস পরিহাসে ।
 কিশোরী কিশোর হৃদে ভাসে ॥ ১৭
 ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং নৌ-খেল-লেননং
 নাম উনবিংশৎ গ্রন্থনম্ ॥ ১৯

বিংশ গ্রন্থন ।

অথ কলঙ্ক-ভঞ্জন ।

জয় জয় প্রভু গোর হরি ।
 ভক্ত মনোরথ-পূর্তিকারী ॥ ১
 ভক্তজন উৎসেগ নাশিতে ।
 হেন আর নাহি ত্রিলোকীতে ॥ ২
 ভক্ত-কলঙ্ক-অন্ধকার ।
 দিনকর নাশনে তাহার ॥ ৩
 ভক্ত ঘণ-ক্ষীরোদ-নাগর ।
 তাহা বাঢ়াইতে সুধাকর ॥ ৪
 ভক্ত-নিম্বক যেই জন ।
 তার মান করেন খণ্ডন ॥ ৫
 অদভূত লীলার বসতি ।
 শ্রীরত্নন্দন জনগতি ॥ ৬

দানঘাটে নৌকাঘাটে রাখাক্ষণীয়া ॥
 প্রায় গোকুলের সব লোকই জানিলা ॥ ৭
 তাহাতে হইল কিছু রাখার অবশ ।
 শুনিয়া হৃথিত বড় কৃষ্ণের মানস ॥ ৮
 অতএব পৌর্বমাসী সনে যুক্তি করি ।
 এক দিন গোষ্ঠে যাত্রা না করিয়া হরি ॥ ৯
 গোধন বিদায় করি আসিয়া অঙ্গনে ।
 কহিতে লাগিলা মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণে ॥ ১০
 সখা আজি আমি বনে নারিনু বাইতে ।
 হৃথ নাই কিছুমাত্র আজি মোর চিতে ॥ ১১
 এইরূপ কহি কহি কিশোরীমোহন ।
 পড়িলেন ভূমিজলে হর্যা অচেতন ॥ ১২

তাহা করি নিরীক্ষণ, দ্বিজবর ভীত-মন,
 কোলে তুলি লগ্না দামোদরে ।
 কহিছেন একি কর, প্রিয়সখা যৈর্য ধর,
 বুক ফাটে দেখি হেন তোরে ॥ ১৩
 শুনি মধুমঙ্গলের বাণী ।
 শিরে বাজ পড়ে যেন, ব্যথিত হইয়া ডেন,
 ধাইয়া আইলা ব্রজরাণী ॥ ১৪
 কোলে লগ্না দামোদরে, রাণী গদ গদ স্বরে,
 কহিছেন কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 বাপ মোর নীলমণি, কেন নাহি কহ বাণী,
 আছ কেন নয়ন মুদ্রিয়া ॥ ১৫
 চাহরে নয়ন মিলি, ডাকরে জননী বলি,
 দেখি শুনি জুড়াকু হৃদয় ।
 দেখি তোরে অচেতন, পুরিতেছে মোর মন,
 বুক যেন শত খণ্ড হয় ॥ ১৬
 বটু তুমি কৃষ্ণসনে, ছিলে জান কি কারণে,—
 বাছা মোর হইলা এমন ।
 শ্রীরত্নন্দন ভণে, তোমার পুত্রের মনে,
 কি আছেয়ে জানে কোন জন ॥ ১৭
 শ্রীমধুমঙ্গল কন শুন গো জননি ।
 আমারে কহিলে এই তোর নীলমণি ॥ ১৮
 সখা আমি আজি বনে নারিনু বাইতে ।
 হৃথ নাই কিছুমাত্র আজি মোর চিতে ॥ ১৯
 এইরূপ কহিতে কহিতে দামোদর ।
 পড়িল মোহিত হর্যা ধরণী উপর ॥ ২০
 ইহা বিনে আর কিছু আমি নাহি জানি ।
 কি হইবে কি করিব বল গো জননি ॥ ২১
 মধুমঙ্গলের বাণী শুনি বশোমতী ।
 কান্দিতে লাগিলা হর্যা অতি হৃথিমতি ॥ ২২
 তাঁহার ত্রন্দন শুনি গোপিকা সকল ।
 ক্রমে ক্রমে আলা সখা হইয়া বিহ্বল ॥ ২৩
 তারাও সকলে দেখি কৃষ্ণ অচেতন ।
 কান্দিতে লাগিলা অতিশয় হৃথিমন ॥ ২৪
 কৃষ্ণের প্রেমসী বত গোপনারীগণ ।
 শূন্ত দেখিছেন তাঁরা এ তিন ভুবন ॥ ২৫
 শ্রীরত্নন্দন কহে কে বুঝিবে লীলা ।
 শিবশেষ বুঝিতে না পারে বার কলা ॥ ২৬

যশোমতী কহিছেন সকলে কান্দিয়া ।
 আমার গোপাল হেন হল্য কি লাগিয়া ॥ ২৭
 নাহি চাহে নাহি নাড়ে অঙ্গ একবার ।
 পুন পুন ডাকিলেও না দেয় হুয়ার ॥ ২৮
 একি কোনো ডাকিনীতে বাছারে দেখিল ।
 কিস্য কোনো ভূত আসি আবেশ করিল ॥ ২৯
 যদি কেহ জান কিছু ঔষধ ইহার ।
 তবে দিয়া ভাল কর গোপাল আমার ॥ ৩০
 নীলমণি সকলের হয় তোমাদেবী ।
 বাহে ভাল হয় তাহা কর যুক্তি করি ॥ ৩১
 চরণের ধূলী দাও বুদ্ধ গোপীসব ।
 তবেই হইবে ভাল বাবে উপদ্রব ॥ ৩২
 যদি ভাল বৈদ্যের উদ্দেশ্য কেহ জান ।
 তবে শীঘ্র গিয়া তারে এখানেতে আন ॥ ৩৩
 শ্রীরঘুনন্দন কহে স্তন ব্রজরাণি ।
 আনিতে না হবে ঐদ্য আসিছে আপনি ॥ ৩৪

হেন কালে সেই বংশীধারী ।
 অস্তরূপে বৈদ্য বেশ করি ॥ ৩৫
 পথে পথে কহেন স্তন্বরে ।
 কেবা রোগী আছে এ নগরে ॥ ৩৬
 আমি হরি বৈদ্য নাম ধরি ।
 দেখিলেই রোগী ভাল করি ॥ ৩৭
 এই কথা শুনি ব্রজরাণি ।
 উচ্চস্বরে ডাকেন আপনি ॥ ৩৮
 বৈদ্যরাজ আস্ত মোর ঘরে ।
 দেখ আসি গোপাল হৃদয়ে ॥ ৩৯
 ভাল কর আমার নন্দন ।
 যে চাহিবে দিব সেই ধন ॥ ৪০
 শ্রীরঘুনন্দন আগে গিয়া ।
 বৈদ্যরাজে আনিল ডাকিয়া ॥ ৪১
 তবে বৈদ্যরাজ আসি, কুঞ্জে নিকটে বসি,
 সব অঙ্গ দেখি পুন পুন ।
 করি নাড়ী পরীক্ষণ, সব অঙ্গ পরশন,
 কহিছেন সবে স্তন স্তন ॥ ৪২
 ইহার শরীরে পীড়া নাই ।
 এক পীড়া আছে চিতে, তাহাতেই হেন মতে,
 রহিয়াছে অবসাদ পাই ॥ ৪৩

কিন্তু না ভাবহ জোরা, হেন রোগী কত মোরা,
 ভাল করিয়াছি অবহলে ।
 একটা নতুন ঘট, আন মোর সন্নিবটে,
 আরোগ্য করিব মন্ত্রবলে ॥ ৪৪
 তবে ঘট দেন আনি, লইয়া সে বৈদ্যমণি,
 দশ শত ছিদ্র করি তায় ।
 কহিছেন একনারী এই কলসেতে করি,
 জল আন গিয়া যমুনায় ॥ ৪৫
 প্লেপিকা সকল কন, বৈদ্যরাজ এ কেমন,
 তোমার বচন অশ্বটন ।
 মন্ত্র দিবর স্বটে, কোন মতে নাহি স্বটে,
 দর হৈতে জল আনয়ন ॥ ৪৬
 পুত্র কহে বৈদ্যরাজ, সিদ্ধ হবে এই কাজ,
 আন সতী নারী একজনে ।
 সেক পরগোত্র হবে, আনিতে পারিবে তবে,
 শ্রীরঘুনন্দন মন্ত্রগুণে ॥ ৪৭
 যশোদা কহেন আছ সব কুলনারী ।
 আনি দেহ কেহ এই ঘট করি বারি ॥ ৪৮
 এত শুনি কিছু নাহি কহে কোনো জন ।
 তবে কুন্দলতা কহিছেন এ বচন ॥ ৪৯
 ঠাকুরাণি ব্রজ মাঝে খ্যাত দুই সতী ।
 শ্রীজটীলা আর এই কুটীলা স্তমতি ॥ ৫০
 ইহাদেবী একজনে কর নিমোজন ।
 অক্লেশে হইবে এই কার্য সম্পাদন ॥ ৫১
 রাণী কন জটীলা শুনিলে সব কথা ।
 জল আনি নিবারহ সকলের ব্যথা ॥ ৫২
 জটীলা বলয়ে যদি সতী হল্যে হয় ।
 তবে কর্ম সিদ্ধ হবে নাহিক সংশয় ॥ ৫৩
 কুটীলা কলস লয়া কালিন্দীতে গিয়া ।
 তুরিতে আনহ জল কলস পুরিয়া ॥ ৫৪
 এত শুনি কুটীলা কলসী কার্ধে নিয়া ।
 গরবে মাতিয়া যায় হাত নাড়া দিয়া ॥ ৫৫
 শ্রীরঘুনন্দন কহে কুটীলা কেমন ।
 তব কুটিলতা আজি হবে দরশন ॥ ৫৬
 কিছু আগে গিয়া সে কুটীলা ।
 গরবেতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭
 কত নারী আছে শোকুলেতে ।
 না পারিল এক কর্ম করিতে ॥ ৫৮

ভাণ্যে আমি আজি ধরে ছিহু ।
 তেঁইত কৃষ্ণেরে বাটাইহু ॥ ৫০
 আমি না থাকিলে আজি এথা ।
 কে ঘুচাত যশোদার ব্যথা ॥ ৬০
 কৃষ্ণ যবে উঠিয়া বসিবে ।
 রাই মোরে আশ্রয় করিবে ॥ ৬১
 একা মুখী হবে না কিশোরী ।
 শ্রাম-কলঙ্কিনী সব নারী ॥ ৬২

এত কহি আগে গিয়া কুন্ত ডুবাইল ।
 তুলিতে তুলিতে সব মলিল পড়িল ॥ ৬৩
 পুনর্বার জল পুরি তোলে কক্ষ দেশে ।
 তুলিতে তুলিতে জল গলয়ে নিঃশেষে ॥ ৬৪
 এই মতে তিন বার কলসী তুলিল ।
 জল না রাইল দেখি লজ্জায় পড়িল ॥ ৬৫
 তবে অধোমুখী হইয়া ফিরিয়া আইলা ।
 তারে দেখি কুন্দলভ কহিতে লাগিলা ॥ ৬৬
 বৈদ্যরাজ কুটীলা আইল জলু নিয়া ।
 করহ এক্ষণ তুমি যে হয় প্রক্রিয়া ॥ ৬৭
 কুটীলা বলয়ে বুঝি এ বৈদ্য পাগল ।
 সঙ্কল্প কলসে আনিবারে কহে জল ॥ ৬৮
 বৈদ্যরাজ কন তুমি সত্য না হইয়া ।
 গিয়াছিলে কি প্রকারে সাহস করিয়া ॥ ৬৯
 শ্রীরঘুনন্দন কহে কুটীলা কি ভেল ।
 মহা কুটিলের হাতে তৈকি মান গেল ॥ ৭০

কুটীলা আনিতে বারি, পারিল না দেখি হরি,
 বৈদ্যরাজ করে উপহাস ।
 উনিয়া জটীলা কোপে, খর খর করি কাঁপে,
 কুটীলারে কহে কটু ভাষা ॥ ৭১

দুষ্ট ভোর মুখে পড়ু ছাই ।
 জমিয়া জঠরে মোর, কলঙ্ক করিমি বোর,
 তোরে বিধি করুক অজাই ॥ ৭২
 আন আন দে গাগরী, আনিতে যমুনা-বারি,
 আমি নিজেরে করিব গমন ।
 আনয়ন করি বারি, গোপালেরে স্নেহ করি,
 সন্তোষিব সকলের মন ॥ ৭৩
 এত কহি কুন্ত নিয়া, কিকিত অগ্রেতে গিয়া,
 কহে পুন প্রকাশি পরব ।

এই কুন্তে আনি বারি, যত পতিব্রতা নারী,
 সকলে করিব পরাভব ॥ ৭৪
 এত কহি গিয়া জলে, কুন্ত ডুবাইয়া তোলে,
 কিন্তু না রহিল এক কণ ।
 তবে কোপাবিষ্ট হইয়া, ব্রজে আলা বাহড়িয়া,
 দেখি হাসে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৭৫

কলসী ভুতলে রাখি রোষেতে জটীলা ।
 সকল গোপিকা প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬
 কোথাকার মূর্খ বৈদ্য ভ্রাসিয়া এখানে ।
 বিনাশিলে পতিব্রতা সকলের মানে ॥ ৭৭
 তবে বৈদ্যরাজ রোমে অরুণ-নয়ন ।
 কহিছেন জটীলার প্রতি এ বচন ॥ ৭৮
 একি মোরে মূর্খ বল মূর্খ হইয়া তোরা ।
 এ দুখ কহিব কার কাছে গিয়া মোরা ॥ ৭৯
 ভাল কেন্ন এইরূপ রোগী কত শত ।
 বুঝি সেই যশ আজি ব্রজে হল্য হত ॥ ৮০
 যশোদা কহেন বৈদ্য ক্রোধ না করিহ ।
 অপর উপায় যদি থাকে তাহা কহ ॥ ৮১
 বৈদ্যরাজ কন নাহি অপর উপায় ।
 সত্য নারী না পাইলে রোগ নাহি যায় ॥ ৮২
 রোহিণী কহেন ডাকি আন ভগবতী ।
 পারিবেন তেঁই ইথে করিতে সুকৃতি ॥ ৮৩
 শ্রীরঘুনন্দন তবে ধাইয়া বাইয়া ।
 আনিলেক কাঁট পৌর্ণমাসীর ডাকিয়া ॥ ৮৪

আইলেন ভগবতী, দেখি কন যশোমতী,
 গোপালেরে হইয়াছে কি ব্যথা ।
 চক্ষু মিলি নাহি চায়, কোলো অঙ্গ না নড়ায়,
 ডাকিলেও নাহি কহে কথা ॥ ৮৫

এই বৈদ্যরাজ বলে, এই ষটে আন জলে,
 তবে আমি স্নেহ করি দিব ।
 বিনা পতিব্রতা নারী, এ ষটে না আগ্রে বারি,
 বল কোথা সে নারী পাইব ॥ ৮৬
 কুটীলা জটীলা লেহে, গিয়াছিল মোর মেহে,
 কিন্তু জল আনিতে নাছিল ।
 অতএব কি হইবে, কেবা জল আনি দিবে,
 ভগবতি তাহা তুমি বল ॥ ৮৭

তবে সেই পৌর্ণমাসী, কহিছেন হাসি হাসি,
কুটীলা জটীলা সতী বটে ।

কিন্তু পক্ষ করিছিল, আনিবারে না পারিল,
ঠেঁই জল এই ছিদ্রঘটে ॥ ৮৮

সতী পতিব্রতা ধন্যা, বুধভানু-রাজকন্ডা,
কিশোরীরে করহ প্রেরণ ।

ইহা হতো এই কাজ, সিদ্ধ হবে যুবরাজ,
এখনো হইবে সুস্থ-মন ॥ ৮৯

পৌর্ণমাসী কথা শুনি যত গোপীগণ ।

ঠারঠার করি হাসে ঢাকিয়া বদন ॥ ৯০

তার মধ্যে কুটীলা কোপেতে অচেতন ।

কহিতেছে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত বচন ॥ ৯১

ভগবতি তব পায়ে পরণাম করি ।

ভাল সতী দেখাইলে গোকুল ভিতরি ॥ ৯২

পৌর্ণমাসী জন ক্লেধ না কর কুটীলে ।

জানিবে এখনো সতী কার্য নিরখিলে ॥ ৯৩

এত শুনি যশোদা কহেন রাখা প্রতি ।

ও রাজ-নন্দিনি তুমি উঠ দ্রুতগতি ॥ ৯৪

এই ঘট লয়া জল আনয়ন করি ।

বাঁচাও বাছারে মোর তুমিহ কিশোরী ॥ ৯৫

যশোদার কথা, শুনিয়াও রাখা,

উঠিতে নারেন ডরে ।

তবে পৌর্ণমাসী, কুন্ত লয়া করে,

কহিতে লাগিলা তাঁয়ে ॥ ৯৬

রাখে সতী-শিরোমণি ।

ছাড়ি সব ডর, কলসী লইয়া,

যমুনায় আন পাশি ॥ ৯৭

সলিল আনিয়া, গোকুল-জীবনে,

রোপেতে মোচন করি ।

ব্রজ বাসিজন, সকলে বাঁচাও,

বিশেষত ব্রজেশ্বরী ॥ ৯৮

তুমি জল লয়া, আইলে পড়িবে,

খেলের বদনে কালী ।

কিশোরী তোমার, যশ এ সংসার,

পূরিবেক ভালি ভালি ॥ ৯৯

এত পৌর্ণমাসী-বার্ষিকী রাখিকা শুনিয়া ।

প্রণাম করিলা তাঁর পদে শির দিয়া ॥ ১০০

মাগ্ন-গোপী সকলের বন্দিতা চরণে ।

প্রাণনাথে প্রণাম করিলা মনে মনে ॥ ১০১

কলসী কক্ষেতে করি প্রস্থান করিলা ।

দেখি প্রতিপক্ষ সব হাসিতে লাগিলা ॥ ১০২

তবে কিছু দূরে গিয়া বুধভানু-সুতা ।

কহিছেন মনে মনে অতি শঙ্কাযুতা ॥ ১০৩

প্রাণনাথ দেখা নাহি ফেলাইয় লাজে ।

মুখ দেখাবার পথ থাকে যেন ব্রজে ॥ ১০৪

বাঁচায়াছ তুমি মান রক্ষা কর তার ।

তুমি না রাখিলে অস্ত্র কে রাখিবে আর ॥ ১০৫

তোমা বিনে অস্ত্র যেন নাহি জানি আমি ।

সেই সত্যে এই দায়ের পার কর তুমি ॥ ১০৬

যদি তুমি পার না করিবে এই দায় ।

কিশোরী মরিবে তবে ডুবি যমুনায় ॥ ১০৭

তবে যমুনার কাছে গিয়া ।

কহিছেন বিনয় করিয়া ॥ ১০৮

তুমি হও কৃষ্ণের প্রেমসী ।

ব্রজে চল চটি এ কলসী ॥ ১০৯

যদি এই ষটে না যাইবে ।

তবে প্রাণনাথে হারাইবে ॥ ১১০

হরি বৈদ্য কহিল নিশ্চয় ।

জল নাহি গেলে ভাল নয় ॥ ১১১

অতএব এ ষটে চট্টিয়া ।

সুস্থ কর প্রাণনাথে গিয়া ॥ ১১২

তুমি দেবী নিজে নাহি গেলে ।

কে লয়া বাইতে পারে বলে ॥ ১১৩

যমুনা কহেন রাখা প্রতি ।

কি ভাবনা কর রসবতি ॥ ১১৪

তোমার কলঙ্ক ঘূচাবারে ।

প্রভু করিছেন এ বিহারে ॥ ১১৫

প্রকাশ করিয়া নিজ-ক্লেশ ।

হয়্যাছেন নিজে বৈদ্যবেশ ॥ ১১৬

জল যাবে ইচ্ছায় তাঁহারী ।

কিছু শঙ্কা না কর কিশোরী ॥ ১১৭

তবে রাখা কলসেতে সলিল পুরিয়া ।

দেখিতেছেন তার মুখে নয়ন পাতিয়া ॥ ১১৮

তাহার মাঝারে দেখি নিজ প্রাণেশ্বর ।

কহিছেন অভিষয় সুখিত অন্তর ॥ ১১৯

ভাই বলি ইহা না হইলে এ সংসারে ।
 রাখা-নাথ হলে কেন সকলে তোমারে ॥ ১২০
 বুঝিলাম দাসী প্রতি করুণা আছয় ।
 তেঁই করিয়াছ আসি কলসে উদয় ॥ ১২১
 এত কহি আনন্দেতে বাছ দোলাইয়া ।
 চলিলা রাধিকা জল পূর্ণকৃত্ত নিয়া ॥ ১২২
 দূর হইতে তাহা দেখি ললিতা হুমুজি
 কহিছেন আনন্দেতে ত্রীশোদা প্রতি ॥ ১২৩
 দেখ দেখ ব্রজরাগি মোর সহচরী ।
 আনিতেছে সেই ষ্ট জল-পূর্ণ করি ॥ ১২৪
 যদি কলসেতে জল আনিতে নারিত ।
 তবে রাই কোনোমতে কিরি না আসিত ॥ ১২৫
 ললিতার বাণী শুনি তুলিয়া বদন ।
 রাই পানে চাহে সবে স্বকিত-নয়ন ॥ ১২৬
 তবে রাখা কাছে আসি কলস রাখিয়া ।
 প্রণাম করিলা সবে বিনয় করিয়া ॥ ১২৭
 পৌর্ণমাসী ত্রীরাধারে কোলেতে লইয়া ।
 আলীকাদ করি কন ঈষত হাসিয়া ॥ ১২৮
 কলস করয়ে যাত্রা আমার রাখার ।
 দেখুক সকলে তামা সতীত্ব ইহার ॥ ১২৯
 জলপূর্ণ কলস দেখিয়া সব জন ।
 ধন্ত ধন্ত ধন্ত বলি করে প্রশংসন ॥ ১৩০
 ত্রীরদ্বন্দন দাস তাহা নিরখিয়া ।
 আনন্দেতে নৃত্য করে করতালী দিয়া ॥ ১৩১
 তবে কিছু মুষ্ণ-মতি হয়্যা যশোমতী ।
 কহিবারে আরস্তিলা বৈদ্যরাজ প্রতি ॥ ১৩২
 বৈদ্যরাজ দেখে জল আনিলেক রাখা ।
 এখন বুঢ়াও তুমি গোপালের বাধা ॥ ১৩৩
 তবে বৈদ্য সেইজল মন্তপুত করি ।
 ঢালিলেন গোপালের মন্তক-উপরি ॥ ১৩৪
 সেই জল-স্পর্শ পাবামাত্র জনাৰ্দ্দন ।
 চাহিলা নয়ন মিলি প্রেমবদন ॥ ১৩৫
 তাহা দেখি উলু উলু দেয় নারীততি ।
 অনিমিষে গোপালে দেখেন যশোমতী ॥ ১৩৬
 পরে আপনার বাম উরতে রাখায় ।
 বসাইলা যশোমতী মুখিত-হিয়ায় ॥ ১৩৭
 দক্ষিণ উরতে কক্ষে বসাইয়া মুখে ।
 চুম্বন করেন পুন পুন দুই মুখে ॥ ১৩৮

সভা-মাকে কক্ষ-বামে কিশোরী দেখিয়া ।
 ললিতা প্রভৃতি ধান মুখেতে ভাসিয়া ॥ ১৩৯
 তবে মুখিমতি, হয়্যা যশোমতী,
 কহিছেন বৈদ্যবরে ।
 তুমি বড় হিত, করিলে আমার,
 কহ কিবা দিব তোরে ॥ ১৪০
 বৈদ্যরাজ কন, মাতা কোনো ধন,
 আমি নাহি চাহি ভোহে ।
 গোপালে যেমন, করহ পিরিতি,
 করা তেন তুমি মোহে ॥ ১৪১
 আর এক কর্য, রাখিকারে কর্য,
 মোরে দয়া করিবারে ।
 সতী পতিব্রতা, করুণা হইলে,
 সব মুখ এ সংসারে ॥ ১৪২
 সর্ব গুণবতী, এমন রমণী,
 যদি বড় হত্য-তোর ।
 তবে ধাত ধনে, ভবন ভরিও,
 মুখের না হত্য গুর ॥ ১৪৩
 বৈদ্যরাজ-বাণী, শুনিয়া মুখেতে,
 হাসিছেন যশোমতী ।
 কিশোরী কিশোর, আনন্দে বিভোর,
 আর যত সখীততি ॥ ১৪৪
 ইতি ত্রীগীতমালায়াং কলকৃতধ্বনং নাম
 বিংশং অঙ্কনম্ ॥ ২০

একবিংশ অঙ্কন ।

অথ রাগোদগার ।

রসিকপ্রেমের গোরা রায় ।
 দেখিয়াছে হেন কে কোথায় ॥ ১
 ভক্তের আনন্দ করিতে ।
 কেবা হেন জানয়ে জনতে ॥ ২
 কত নানা পরিহাস করি ।
 তত জনে তোবে গৌরহরি ॥ ৩
 নিজ-নিন্দা করি স্বধনে ।
 কখনও রোষায় তত জনে ॥ ৪

তার মুখে নিমগ্ন শুনি !
 স্থখী হয় অধিক আপুনি ॥ ৫
 না দেখিতে পাইয়া তাঁহারে ।
 এ রত্নদম্পন পুৰি মরে ॥ ৬

এক দিন শ্রীমুরারি, গ্রামা-গোপী-বেশ ধরি,
 গেলা রাধিকার সম্মিধান ।
 তাঁহারে দেখিয়া ধনী, গ্রামাসখী বলি জানি,
 করিলেন অধিক সম্মান ॥ ৭
 দামো দিল দিব্যাসন, বসিলেন জনার্দন,
 রাধিকা পুচ্ছেন তবে তায় ।
 গ্রামাসখি কহ শুনি, নাগরের চুড়ামণি,
 রম্যাছেন সপ্তাতি কোথায় ॥ ৮
 ভনি রাধিকার ভাষ, করি মুহু মুহু হাস,
 কহেন তাঁহারে মটবর ।
 রাই তব ব্যবহার, হয় কড় চমৎকার,
 নাহি দেখি অগত-ভিতর ॥ ৯
 তোমার নিকটে যবে, আসি মোরা দেখি তপে,
 মালা গাথ, গ্রামের লাগিয়া ।
 কিশা শুন তার শুনে, কিশা পাও স্বদনে,
 কিশা দেখে তাহারে লেখিয়া ॥ ১০
 ব্রজে আছে নারী যত, আয় সব কক্ষে রত,
 তার মধ্যে হেন নহে কেহ ।
 পরপুরুষেতে প্রীত, ঢাকি রাখা সমুচিত,
 কিশোরি সুপরামর্শ এহ ॥ ১১
 রাই কন শুন সহচরি ।
 কহি তোরে মরম উষারী ॥ ১২
 গ্রাম মোর সরবস ধন ।
 গ্রাম মোর ধর্ম আচরণ ॥ ১৩
 গ্রাম মোর হয় জাতি কুল ।
 গ্রাম মোর জীবনের মূল ॥ ১৪
 গ্রাম বিনে না দেখি নয়ন ।
 গ্রাম বিনে শুনে না শ্রবণ ॥ ১৫
 গ্রাম বিনে অপর পরশে ।
 অঙ্গ মোর না করে লালসে ॥ ১৬
 গ্রামের অধরামৃত বিনে ।
 জিহ্বা মোর না যায় সপনে ॥ ১৭

গ্রাম-অঙ্গ গঞ্জেতে কেবল ।
 অভিলাষী নাসিকা মৃগল ॥ ১৮
 গ্রাম বিনে কদাচিত আন ।
 মন মোর নাহি করে ধ্যান ॥ ১৯
 অতএব করিলে যতন ।
 তার প্রেম না হয় গোপন ॥ ২০
 সখি কহি সত্য করি ভোর ।
 মোর গতি বরজ-কিশোর ॥ ২১
 রাইক মধুর বচন, শুনি মাধব-অন্তর,
 অধিক উল্লাস ।
 বাহিরে কপট করি, করকণ বোলত,
 বচন কিয়ে পরিহাস ॥ ২২
 সখি হে না হেরিয়ে বিবেচনা ভোর ।
 কেমন অধিক গুণ, গ্রামি হি পেখিয়ে,
 ভুলসি কুলভয় ছোর ॥ ২৩
 একে গ্রামল তরু, তাহে পুন বঙ্গিম
 ভূখন কাচিক হার ।
 ক্রিতিপর গৌরিক, অঙ্গবিলেপন,
 পাখি-পাখা-আবরণ সার ॥ ২৪
 গোচারণ করি, বিপিন হি দীরত,
 সহচর মুকুথ গোয়াল ।
 গুণ এক জানত, মুরলী বাদন,
 তাহা নাহি হোয়ত ভাল ॥ ২৫
 রস পরিহাস- বচন নহি জানত,
 দরে রহ কেলিবিলাস ।
 তাহে পুন নিতি নিতি, নব নব রমণী,
 সঙ্গম কর তহি আশ ॥ ২৬
 ভুলত বাহে মন, হেন সুমধুর গুণ,
 দরশন হোতন কোই ।
 তুই কাহে গ্রাম গ্রাম, করি যুরসি,
 কিশোরি মুকুথ সম হোই ॥ ২৭
 গ্রামের ভারতী, শুনিয়া শ্রীমতী,
 কোপ উপজিল চিত্তে ।
 তাহারে ঢাকিয়া, কহেন হাসিয়া,
 তাঁর প্রীতি যে উচিতে ॥ ২৮
 সখি হে আমারে লাগিল ধন্দ ।
 রসিক হইয়া, গ্রামে কি কারন,
 তুমি কহিতেছ মন্দ ॥ ২৯

শ্রামের চরণে, এক নখ-কোণে,
যে মাধুরী আছে সেই ।
তার কোটি ভাগ, এক ভাগে লাগ,
শশধর পায় কই ॥ ৩০
অপত্য-ভিতর, বাবত হৃন্দর,
তার রাজা শশী হয় ।
সেহ নাহি পারে, বাহার নখরে,
তারে কি হৃন্দর কর ॥ ৩১
সে মুখ সে দিগ্ধী, সে চাহনী মিঠি,
সে দুক সে বাহু দেখি ।
যাচার নয়ন, না হয় মগন
তহারে কাণায় লেখি ॥ ৩২
শামল বরণ, হইলে নিন্দন
যদি করিবারে হয় ।
শ্রীরত্নদনে, প্রভু নারায়ণে
তবে কেন প্রশংসয় ॥ ৩৩
মাহার তনুর ছটা, হেরিয়ে অতসীষটা,
ইন্দীবর-কুল লাজ পায় ।
মগন নীলমণি, তুলনাতে নাহি গণি,
তারে নিন্দে কেবা হয় হয় ॥ ৩৪
সখি রে সে শোভা কে পারে বর্ণিতে ।
যে হেতুক এ সংসারে, নাহি পাই দেখিবারে
কোন বল উপমান দিতে ॥ ৩৫
মদুর রসের মিজ, যদি হয় তাহে ইন্দু,
ডুবি থাকি শ্রামে করি ধ্যান ।
যদি শ্রামবর্ণ হয়, তবে কিছু মনে লয়,
সে শোভায় দিতে উপমান ॥ ৩৬
যে দেখি সে শোভায়, তবে এই মনে ভায়,
ধিক্ বহু মুরুধ ধাতায় ।
দেখিলে এ শোভা যেই, তারে দিল আশি দুই,
নিমেষ করিল পুন ভায় ॥ ৩৭
মুগ্ধিত নয়নময়, যদি সব অঙ্গচয়,
তাহে যদি না দিত নিমেষ ।
প্রব হয়্য কুত্বনৌ, তারে বিবেচক বলি,
পূজা করিতাম সবিশেষ ॥ ৩৮
হুমিহ সে শোভা হেরি, আপনারে না পাসরি
হির হয়্য থাক ধৈর্য ধরি ।

ধন্য ধন্য সখি তোরে, ধন্য তোরে ধর্ম-ডরে,
বলিহারী যায় এ কিশোরী ॥ ৩৯
বন্ধিম যে কহসি তাহার ।
তাহা সত্য মিথ্যা নাহি ভায় ॥ ৪০
এক নীকা কারো যদি হয় ।
তাহে সব শরীর দূষয় ॥ ৪১
তিন ঠাই নীকা হয় তার ।
তত্বে শোভা অতি চমৎকার ॥ ৪২
হৃন্দরে কি হৃন্দর না হয় ।
চন্দ্রে যেন বন্ধিমা উদয় ॥ ৪৩
যে না ভুলে সে ব্রিহদী দেখি ।
তাহারে আমিহ জড়ে লিখি ॥ ৪৪
বরজ-কিশোর নীকা রূপ ।
মদুর রসের হয় রূপ ॥ ৪৫
কনক রতনময়, ভূষণ পাই রহি,
সব জন শোভিত হোই ।
তাহে নিজ-পরজন, সম পণ্ডিতগণ,
হৃন্দর কহত ন কোই ॥ ৪৬
সখি রে মো লাবণী মাতি পার ।
বেশ-ভূষণ, পট নহি চাহত,
আপনি হোত উজ্জ্বল ॥ ৪৭
শত শত শশিসম মণিময় ভূষণ,
যছু কীতি সে রই গোই ।
গুণাকল শিখি, চন্দ্রকৈরিক,
তাসে ঝলমল হোই ॥ ৪৮
গোচারণ করি, বিপিনহি কীরত,
হৃথয়িতে রসিক-পরায়ণ ।
ইথে অরসিক তাহে, বোলত মো জন,
যো তছু ভাবনা জান ॥ ৪৯
আর এক ভাবি দেখ, গোচারণ-রস,
সকল কেলিকুল-সার ।
তাহা না হইলে কাহে, বাবত হৃরণ,
পেখিতে আশুত অনিবার ॥ ৫০
কানুক-সহচর, মুরুধ না হোয়ত,
যদি বা হোয় তাহাট ।
কপিকুল সঙ্গহি, রত্নদান কো,
দূষণ কহ তহি কোউ ॥ ৫১

শ্রীকৃষ্ণের বৎসীরব, করিয়াছে অনুভব,
 কদাচিত্ত যেহ এক বার ।
 সেই তার গুণ জানে, জানিবে কি অশ্রু জনে,
 বর্ণন দূরেতে রহ তায় ॥ ৫২
 সখি রে কহি আমি তোর বিদ্যমান ।
 নাগরের বেণুগীত, হরে জগন্দের চিত্ত,
 নাহি দেখি তার উপমান ॥ ৫৩
 গীতাদো বিচক্ষণ, কিম্বদন্তি গন্ধর্ভগণ,
 যাহা শুনি মহামোহ পায় ।
 তেন বেনু-নাগের যেহ, ভাল নহে কহে সেহ,
 বিজ্ঞ নহে সঙ্গীত-বিদ্যায় ॥ ৫৪
 যাহা শুনি পূরন্দর, প্রজাপতি গঙ্গাধর,
 প্রভৃতি অমর মুনিগণ ।
 নেত্র করে ছপ ছল, অঙ্গে করে স্বেদজল,
 হয় তারা অতি মুগ্ধমন ॥ ৫৫
 শট্টা-আদি দেবী সব, করি যাহা অনুভব,
 কান্দি-বেগে মোহিত হইয়া ।
 আলিত কুন্তল-পাশ, সঙ্গরিতে নারে বাস,
 সামিকালে পড়ে মুরছিয়া ॥ ৫৬
 সে কথা রহক দূরে, শ্রবণ করিয়া যারে,
 পশুপাখিগণ মোহ পায় ।
 নদী-জল উচ্ছলিত তরু হয় মুকুলিত,
 পাষণ সকল গলি যায় ॥ ৫৭
 তেন বেনু-নাগমুগ্ধ, নাহি পারে ভুলাইতে,
 কদাচিত্ত চিত্তে যে জনার ।
 ধরা ধরা ধরা তায়, কিশোরীর তার পায়,
 কোটি কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৫৮
 কানু রসময়, রসের আশ্রয়,
 রসের বিষয় হয় ।
 তার রসিকতা, কহিতে বিধাতা,
 কদাচিত্তে না পারয় ॥ ৫৯
 কি কব তাহা সজনি ।
 চাহিলে কহিতে, বদন হইতে,
 নিকসয়ে নাহি বাণী ॥ ৬০
 নাগর-প্রবর, রসিক-শেখর,
 যতেক সোহাগ জানে ।
 এই হয় চিত্ত, তাহার কিঞ্চিৎ,
 না থাকিবে কোন স্থানে ॥ ৬১

সম্মুখে দেখিয়া, উলসিত-হিয়া,
 যেমত আদর করে ।
 তাহা করিবার, উচিত আশার,
 কে আছে গোপের স্বরে ॥ ৬২
 আইলে নিয়ড়ে, যবে লাজ ভরে,
 আমি হই নত-মুখী ।
 চিবুক ধরিয়া, নিমেষে তেজিয়া,
 মুখ দেখে মহাহুখী ॥ ৬৩
 তাহে পুন মোরা, লাজে হয় ভোরা,
 প্রবেশিয়ে যদি স্বরে ।
 আকুল পরাণী, যায় যেন কলী,
 নিজ-মণি দেখি দূরে ॥ ৬৪
 মোরে কোলে নিয়া, পালকে বসিয়া,
 করে যত পরিহাস ।
 তাহা কহিবারে, কিশোরী কি পারে,
 মুখে করি পরকাশ ॥ ৬৫
 অতি সুমধুর হয় কৃষ্ণের বচন ।
 শুনিলে জুড়ায় সখি কর্ণ-তনু-মন ॥ ৬৬
 বুঝি সে মাধুর্য নাহি আছে যের সুধায় ।
 অত্রথা কামরগণ লুক কেন তায় ॥ ৬৭
 দেখ দেখ তার। শুনিবারে সে বচন ।
 গগন-উপরি নিতি করে আগমন ॥ ৬৮
 তাহারাত্ত রস-কথা শুনিতে না পায় ।
 তথাপি গগন ছাড়ি যাইতে না চায় ॥ ৬৯
 সে মধুর কথা যার প্রবেশে শ্রবণে ।
 তার কি অস্তুর কথা কভু লাগে মনে ॥ ৭০
 মধুর রসের সার করি আকর্ষণ ।
 বুঝি গঢ়িয়াছে বিধি কৃষ্ণের বচন ॥ ৭১
 শ্রীরত্নন্দন কহে স্তন ঠাকুরাণি ।
 তুমি মাত্র জান যাহা হয় কৃষ্ণবাণী ॥ ৭২
 কৃষ্ণকলি বিলাস-বর্ণন ।
 করিতে পারয় কোন জন ॥ ৭৩
 যার নাই তার সাক্ষাৎকার ।
 তার নাহি তাহে অধিকার ॥ ৭৪
 যার আছে তার পরিচয় ।
 সে কখনো তাহা নাহি কর ॥ ৭৫
 চিন্তামণি হেন ঢাকি রাখে ।
 আপনার মনে মনে চাখে ॥ ৭৬

তুই অবোধিনী নহ তাহে ।

অনুচিত বলসি কাহে ॥ ৭৭

রঘু কহে ইহার নিদান ।

কিছু পরে হবে অবধান ॥ ৭৮

অপত-ভিতর, অঙ্গম স্থাবর,

যত জীবগণ রয় ।

শুণের ভাণ্ডার, স্রীনন্দকুমার,

তা সবার প্রিয় হয় ॥ ৭৯

বিশেষে ব্রজের গতি ।

তার মানে বড়, নারী তাহে রত,

তাহাদেয় প্রাণপতি ॥ ৮০

অতএব তারে, সকল জনারে,

শুধিত করিতে হয় ।

তাহাতে দষণ, কহে কোন জন,

ব্রিবচনা যে ধরয় ॥ ৮১

সন কমলিনী- প্রিয় দিনমণি,

সে সব্বারে সুখী করে ।

তাহাতে তাহার, কেবা মন্দ গায়,

অমর অমর নরে ॥ ৮২

অতি অদভুত, অসুত অসুত,

হেন গুণ আছে গ্রামে ।

শ্রীরঘুনন্দন, সমান না হন,

যার রূপে গুণে ধামে ॥ ৮৩

শাধিকার বচন শুনিয়া গ্রামবাস ।

কহিছেন গদ গদ স্বরে পুন তায় ॥ ৮৪

সখি যে কহিলে তুমি সব সত্য হয় ।

কক্ষের অদ্বুত গুণ কিছু মিথ্যা নয় ॥ ৮৫

তব মুখে সেই গুণ করিতে প্রণয় ।

কর্যাছিত পূর্বে আমি বিরুদ্ধ বচন ॥ ৮৬

এক্ষণ হইল তাহা শুনি হৃষিকম ।

করিব তোমারে এক কথা জিজ্ঞাসন ॥ ৮৭

কহিলে আপনি গ্রাম প্রিয় সব্বাকার ।

কলের প্রতি করা উচিত তাহার ॥ ৮৮

তবে কেন সেহ গেলে অস্ত্রপ্রিয়া-পাশে ।

তোমার মনেতে মান অধিক প্রকাশে ॥ ৮৯

এত শুনি গ্রামের বচন মনোহর ।

তার প্রতি শ্রীকিশোরী করেন উত্তর ॥ ৯০

সহচরী প্রেম, স্বভাব-সুহৃদ,

কহিতে না পারয়ে কোই ।

প্রিয়জন-উপরি, পরমহৃদ-কারণ,

মান ঘটগুণ সোই ॥ ৯১

সখি রে অষ্টদশ-বটন সিনেহ ।

মানস মহ বাহা, কতু নাহি হোয়ও

তাহা উপজাগত সেহ ॥ ৯২

দষণ লেশ, বিহনে ঘো করতাই,

কতু মান কি পরকাশ ।

দষণ পাই কর, বসো যোতিন,

ইহ তাকর কি প্রয়াস ॥ ৯৩

অমিয়া পরোনিধি, অধিক মধুরতর

আপনি হোই অনিবার ।

তুসহ মান-গরল, নিতি বরিখই

ইহ দুখন অতিভার ॥ ৯৪

দোই প্রেমরস, যাকো বৈছন,

বৈছন মান ।

তা বিনে বরজ কিশোরী ঠি

ন ঘটত কাতকো মান-বিধান ॥ ৯৫

রাধার বচন, করিয়া প্রণয়

হইয়া শূণ্যেতে ভোর ।

কহিছেন তারে, গদ গদ স্বরে

গোপিকা-গদগদ-চোর ॥ ৯৬

দুখিছিতু বিচারি আমি ।

দুন্দাবনেবার, তত্তের ভিতরি,

প্রেমময়া হও তুমি ॥ ৯৭

তোমারে আশ্রয়, যে জন করয়,

সেই পায় প্রেমধন ।

তোমার করুণা, বিনে তার কণা,

নাহি পায় কোনো জন ॥ ৯৮

এলাপি তোমারে, গুরু করিবারে,

আমিহ বাসনা করি ।

শিখাও আমায়, কিকিত প্রেমায়,

রুক্ষ-প্রাণ-অধোগরি ॥ ৯৯

যদি করি দয়া, দিয়া পদ-ছায়া

দাও কিছু প্রেম-কণ ।

কিশোরী চরণে, তবে তনু-মনে,

সমর্পিব এই জন ॥ ১০০

শুনিয়া এ সব বাণী, শ্রীরাধিকাঠাকুরাণী,
কহিছেন তারে আর বার ।

সহচরী হেন কথা, কহি কেন দেও ব্যথা,
তোরা হও প্রেমার ভাগ্যর ॥ ১০১

হরি হরি কৃষ্ণে কই আমার প্রণয় ।

যার তাহে প্রেম থাকে, সে কি না দেখিয়া তাকে
একক্ষণ বাঁচিতে পারয় ॥ ১০২

মোরা হই পরাধীন, মাসে কভু এক দিন,
দেখিবারে পাইবা না পাই ।

তত্ব এই ছার দেহে, সুখেই পরাণ রহে,
কিবা মোর প্রেমার বড়াই ॥ ১০৩

তুমি বুঝি আজি তাঁরে, পাইয়াছ দেখিবারে,
প্রসন্ন দেখি যে তব মুখ ।

আজ তোহে পরশিয়া, সুখি করি নিজ-হিয়া,
কৃষ্ণসঙ্গ-সঙ্গ বড় সুখ ॥ ১০৪

এক কহি তবে রাই, পসারিয়া ছই বাই,
সখী নলি শ্রামে কোলে করি ।

পরশে জানিয়া তাঁরে, আনন্দ লজ্জার ভরে
স্তম্ভিত হইলা শ্রীকিশোরী ॥ ১০৫

শ্রামেরে পরশি, তাঁর মুখশলী,
নিশেষে দেখিয়া রাই ।

পুলকিত-কায়, ভাবেন হিয়ায়
সুখ-সীমা নাহি পাই ॥ ১০৬

এ কি ! এহ শ্রামা নয় ।

সেই নটবর, রসিক-শেখর,
আমার বন্ধুয়া হয় ॥ ১০৭

করিহু ইহার, আগে বার বার,
প্রণয়ভক্ত কত মত ।

ইহারে জানিলে, সব সখী মিলে,
ইঙ্গিত করিবে কত ॥ ১০৮

বিশেষে আপনি, পসারি হুখানি,
বাহ বন্ধু নিম্ন কোলে ।

জানিলে বন্ধুয়ে, সখীরা এখরে,
পুয়িবে হাসীর রোলে ॥ ১০৯

এ লাগি বিথারি, কিঞ্চিৎ চাতুরী,
ফেলিব সকলে লাজে ।

কেহ কিছু তবে, কহিতে নাযিবে,
ইহা সকলের মাঝে ॥ ১১০

এই ত মঙ্গলা; করেন ভাবনা,
শ্রীকিশোরী গনে মনে ।

কাঁহারে জড়িত, দেখিয়া হসিত,
সুখী সখী সব ভণে ॥ ১১১

সখি বড় সুখ পাল্যে শ্রামা-আলিঙ্গনে ।

স্পন্দন না দেখি তেঁই তোর অঙ্গগণে ॥ ১১২

রাধিকা কহেন শ্রামা শ্রামের প্রেমসী ।

চোঁতে পারয়ে সুখ ইহারে পরশি ॥ ১১৩

তাহে এহ শ্রামের প্রসাদ-মালা পরে ।

স্তম্ভিত কর্যাছে মোরে তার গন্ধ-ভরে ॥ ১১৪

জেরাও ইহারে সবে কর আলিঙ্গন ।

সুখ পাবে শ্রামচান্দ পরসে যেমন ॥ ১১৫

এক কহি শ্রীরাধিকা শ্রামেরে ছাড়িয়া ।

প্রথমে ললিতা তারে আলিঙ্গন দিলা ॥ ১১৬

জিহ্বা পরশে জানি কিছু না কহিলা ।

এই রূপে-ক্ৰমে সবে শ্রামে কোল দিলা ॥ ১১৭

পরে মত্ব হাফ করি কিশোরী স্মৃতি ।

কহিছেন আপনার সখীগণ-প্রতি ॥ ১১৮

সখী সব গুন বাণী, এই শ্রীমা গোয়ালিনী,

মোর বড় প্রিয়তম হয় ।

কৃষ্ণ ভক্ত মালা পরি, সবে আলিঙ্গন করি,

দিল আজি সুখ অতিশয় ॥ ১১৯

অতএব যত্ন করি, মিলি সব সহচরী,

বেশভুষা করহ ইহার ।

পত্রাবলী লেখ উরে, বান্দি দাও তার পরে,

আমার কাঁচুলি উজি আর ॥ ১২০

পরও আমার শাটী, দাও হার পরি-পাটী,

কাটতটে বাগ্ধ হরসনা ।

যেখানে যে শোভে আর, দাও সেই অলঙ্কার,

পূর্ণ কর আমার বাসনা ॥ ১২১

রাধিকার বাণী শুনি, চতুরের শিরোমণি,

সব সখী শ্রামেরে বেড়িয়া ॥

কাঁচুলি হুচাল যবে, কম্পিত উরোজ তবে,

ভূমিতলে পড়িল বসিয়া ॥ ১২২

তাহা দেখি হাসে সবে, কহিছেন কৃষ্ণ তবে,

কৈলে তোরা ভ্রম আমারে ।

আমি মুখাপেক্ষা ছাড়ী, কাড়ী লই তার শাড়ী,

আজ্ঞা দিল যে তোমা সবারে ॥ ১২৩

এত কহি আরভটী, কাড়ি রাধিকার শাটী,
ধরিলেন বরজকিশোর ।
তাহা দেখি হাগুমুখী, হুচতুর সব সখী,
পলাইয়া গেল চটুতর ॥ ১২৪
তবে নিরঞ্জন, দেখিয়া নাগর,
অতি উলসিত-হিয়া ।
রাধা কোলে করি, রতন পালঙ্ক উপরি,
বসিলা গিয়া ॥ ১২৫
ক্রীরাধিকা কন তারে ।
তুমি দয়াময়, সকলের প্রতি,
নিরদয় কেন মোরে ॥ ১২৬
দেখ রমণীর, লাজ বড় ধন
যতনে রাখিতে হয় ।
তুমি নারীবেশে, আসি মোর কাছে,
তাহারে করিলে কয় ॥ ১২৭
কহাইলে কথা, আপন সমুখে,
যাহা কহাবার নয় ।
আপুনি করিলে, কতমত স্তব,
যাহা না করিতে হয় ॥ ১২৮
কপটে ভুলিয়া, করাইলে মোরে,
যে কিছু অপর কাজ ।
হার হায় হায়, তাহাতে পড়িল,
লাভের মাথায় বাজ ॥ ১২৯
ভনি এ সকল, ব্রজ-নারীগণ,
করিবেক উপহাস ।
কহ এ কিশোরী, গোহুল-স্তিত্তরি
কিরূপে করিবে বাস ॥ ১৩০
কান্ধ কহত ধনি, কাহে দুখ ভাবসি
হুমধুর-রস-পরিহাসে ।
প্রিয়সখি এ করম, স্বধরম ছোড়িয়ে,
করমু আমিহ বহু আশে ॥ ১৩১
দেখ দেখ করিয়া বিচার ।
কিনম অবধি হেন, কচন-অমৃত-নদী,
না পশিল প্রবণকি ধার ॥ ১৩২
যতিশর লাঞ্জে রহসি, মুখ কাঁপিয়ে,
মুখ দরশন নাহি হোয় ।
নজ-আয়োজন, দৃঢ় পরি রত্নগণ,
কবই মিলত নহি মোর ॥ ১৩৩

অবধরি রমণী, বেশ বিভূষণ,
কপট করিয়ে পরকাশ ।
দুলভ সোসব হৃন্দর মৌলল,
চীতাই ভেল উলাস ॥ ১৩৪
তঁহ মম ভূষণ, তুঁহ মম জীবন,
তুঁহ মম প্রাণ পিয়ারী ।
তুঁহ সঙ্গমরসে, আশ না মৌটই,
জানই সীচ কিশোরী ॥ ১৩৫
হৃদার সমান, গামের বচন,
প্রবণ করিয়া রাই ।
গদ গদ ভাষে, কহিছেন কিছু
ছল ছল দিঠে চাই ॥ ১৩৬
বন্ধু হে তোমার বাহাতে মুখ ।
তাহাই করিবে, তাহাতে আমার,
কদাচিত নাহি দুখ ॥ ১৩৭
তোমার হৃথের, লাগিয়া তেজিমু,
ধরম করম আমি ।
তোমারী হৃথের, লাগিয়া উপেখিমু,
কুলের গৌরব স্বামী ॥ ১৩৮
যাহাতে তোমার, হৃথের উদয়
তাহে যদি দুখ হয় ।
সে হৃথেরে মহা,- মুখ বলি মানে,
মোর মনে অসংশয় ॥ ১৩৯
তুমিহ রসিক- চূড়ামণি হও,
কত-জান রস-কেশী ।
কিশোরী দাসীরে, হৃথিত করিতে
কর কত মত খেলী ॥ ১৪০
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিছেন শ্যাম রায় ।
পরাক-পিয়সি, তব স্তব-রাশি
বচনে কহা না যায় ॥ ১৪১
তুমি ত্রিজগতী, হৃন্দর যুগতি-
সমূহের শিরোমণি ।
লক্ষ্মীআদি নারী, পরাভবকারী,
অপূর্ণ লাভলী খনী ॥ ১৪২
ভিনি মধুধার, অমৃতের সার,
তোমার বচন খনী ।

করিলে শ্রবণ, ছুড়ায় শ্রবণ,
কলেবর মনপ্রাণি ॥ ১৪৩
যেন আশাপ্রতি, তোমার পিরিতি,
তাহার উপস্থান।
আমি ত্রিজগতে, না পাই দেখিতে,
পাইবেক কেবা আন ॥ ১৪৪
বিধাতার আই, লইয়া সদাই,
যদি করি আরোজন।
তথাপি কিশোরি, শোধিতে না পারি,
তব প্রেম ঝঞ্জন ॥ ১৪৫
হেন শ্রেয় আলাপনে, গোঁয়াইয়া কতক্ষেণে,
কিশোরী কিশোর দুইজন।
অতি নিয়জন দেখি, হৃদয়ে বড়ই সুখী,
কামকেলি রসে দিলা মন ॥ ১৪৬
দোহে রসিকের চূড়ামণি।
তঁাহাদের া খেলাসে, বর্ণন করিতে নারে,
কেটি মুখে মদন আপনি ॥ ১৪৭
সে লীলার অবসানে, পালঙ্কেতে দুইজনে,
অলসেতে করিল। শয়ন।
তাহা জানি সখীগণ, কাছে করি আগমন,
যথোচিত করয়ে সেবন ॥ ১৪৮
ধবল চামর ধরি, করে মন্দ মন্দ করি,
কেহ কেহ দোহারে বঁজন।
তাম্বুল জোগায় কেহ, চন্দনে লেপয়ে দেহ,
কেহ করে অঙ্গ-সম্বাহন ॥ ১৪৯
কেহ শ্রেয়-রসাবেশে, করে হাস পরিহাসে,
কেহ দেখে দোহার লাংগী।
শ্রীরঘুনন্দন জন, ধ্যান করে অমুক্তন,
প্রিয়গণ সহ নীলমণি ॥ ১৫০
ইতি শ্রীগীতমালায়াং, রাগোদ্যায়-বর্ণনং নাম,
একবিংশৎ গ্রন্থনম্।

দ্বাবিংশ গ্রন্থন।

অথ প্রেম-বৈচিত্র্য।

কতু গোরা সঙ্গীতন করিতে করিতে।
ভাবাবেশে কহিতে লাগিলা আচম্বিতে ॥ ১
হায় হায় একি হল্য বিধি-বিড়ম্বন।
মোরে রাখি কোথা গেল গোকুল-জীবন ॥ ২
এখনী করিতে ছিল হাস পরিহাস।
কোথা গেল উপেখিয়া সে সব বিলাস ॥ ৩
জাহারে না দেখি স্থির না হয় অন্তর।
দেখাইয়া দেহ হে স্বরূপ দামোদর ॥ ৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে নিজ-অঙ্গ-প্রতি।
জাহিলেই দেখিতে পাইবে সে মুরতি ॥ ৫
—
এক দিন বৃন্দাবনে, নিজ-প্রাণ-বদ্ধসনে,
রাধা কর ধরাধরি করি।
বন-শোভা দেখি দেখি, ভ্রমণ করেন সুখী,
পাছে পাছে সব সহচরী ॥ ৬
কিবা হয় স্বভাব প্রেমার।
রয়্যাছেন নেত্রপথে, ততু রাধা নিজ-নাথে,
দেখিতে না পান বনে তার ॥ ৭
তাহে হয়্যা বড় দুখী, বরিতে লাগিল আঁপা
পুছিতে লাগিলা সখীগণে।
সহচরি কেহ তোরা, দেখিয়াছ মনচোরা,
মোরে রাখি গেল কোন বনে ॥ ৮
করি নাই কিছু দোষ, নাহি করিয়াছি রোষ,
অবে কেন তেজিল আমায়।
দেখিতে না পাই তারে, নারি স্থির হইবারে,
কি হইবে কহ হায় হায় ॥ ৯
যদি কেহ কৃপা করি, মোরে সেই বংশীধারী
দেখাইয়া দেয় এইক্ষণে।
তার কাছে একিশোরী, এইত জনম তারি,
দাসী হয়্যা রবে বিনা পদে ॥ ১০
অশ্রু তুমি হও বিহ্বল মুরতি।
বন্ধুরে দেখাও কৃপা করি মোর প্রতি ॥ ১১
বট তুমি জটাধারী শিবভক্ত বট।
বন্ধু কোথা গেল জাহা কৃপা করি রট ॥ ১২

অশোক তোমার নাম বড় অভিরাম ।
 মোর শোক নাশিয়া সার্থক কর নাম ॥ ১৩
 করুণ ভূমি হও করুণা-নিধান ।
 ক্রমে দেখাইয়ে মোরে কর প্রাণ দান ॥ ১৪
 মাধবি তুমি হও মাধবের প্রিয়া ।
 বন্ধু দেখাইয়া দাও করুণা করিয়া ॥ ১৫
 তুলসি তুমি হও সদা থাক তার গায় ।
 জান কোথা আছে বন্ধু দেখাই আমায় ॥ ১৬
 আর আর যত আছে তরু দেহ-ধারী ।
 সকলেই হও তোরা পরহিতকারী ॥ ১৭
 অতএব মোর হিত কর সবে তোরা ।
 দেখাইয়া কিশোরীমোহন মন-চোরা ॥ ১৮
 ও রে মধুকর, তোরা নিরন্তর,
 থাক বন্ধুর কাছে ।
 মোরে রূপা করি, কহি দাও হরি,
 এখন কোথায় আছে ॥ ১৯
 যদি না কহিবে তারে ।
 তবে তোরা সব, গুণ গুণ রত,
 নাহি কর বারে বারে ॥ ২০
 তোমাদের ধনি, যেমন অশনি,—
 নিনাদ শ্রবণে পূর্ণ ।
 তাহাতে পরাণ, করে আনচান,
 মন নাহি রহে বশে ॥ ২১
 গুরে রে কোকিল, তারী মত শীল,
 তোর আমি জানি ভাল ।
 তারী মত স্বর, ধৈর্য্য-লাজ-স্বর,
 তারী মত বট কাল ॥ ২২
 তুমি দিবে বাধা, ইহা কোন কথা,
 পবনের দেখে রীত ।
 অগত-জীবন, হইয়া দহন,
 করিতেছে মোর চিত্ত ॥ ২৩
 অ রে দ্বিজরাজ, তোর যত কাজ,
 তাহা জানে সব জনে ।
 অবলা-সংহার, করিতে তোমার,
 কিবা ভর আছে মনে ॥ ২৪
 কালায় বিরহে, আজি মোর দেহে,
 হতাশ প্রবেশিল ।

শ্রীরঘুনন্দন, বিরহে যেমন,
 জানকীর হত্যাছিল ॥ ২৫
 এইরূপ কহি কহি করেন ভ্রমণ ।
 কালাচান্দ কাছে কাছে করেন গমন ॥ ২৬
 ওথাপি রাখিা তারে না পান দেখিতে ।
 প্রেমের কুটিল গতি কে পারে বুঝিতে ॥ ২৭
 তবে পুন রাধা কন কিছু আগে গিয়া ।
 বুঝি পদ্মা লগ্না গেল তাহারে ডাকিয়া ॥ ২৮
 সেহ নিরন্তর করে আমার অহিত ।
 নাগরো তাহার সখী-প্রতি লুপ্তচিত্ত ॥ ২৯
 তার কাছে হতো কি আইলে মধুকর ।
 কহ কোথা এখন রয়্যাছে শঠবর ॥ ৩০
 পাঠাইল তোমারে কি লইতে আমারে ।
 নাহি যাব আমি তুমি কহ গিয়া তারে ॥ ৩১
 আমরা সরল নারী সেহ অস্ত্রে রত ।
 তার মনে মোর প্রীতি না হয় সম্মত ॥ ৩২
 এই রূপ বহু কথা কিশোরী কহিয়া ।
 কান্দিতে লাগিল প্রেমে বিভোর হইয়া ॥ ৩৩
 তবে আসি তাঁহার সাক্ষাতে ।
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন ধরি হাতে ॥ ৩৪
 একি একি পরাণ-প্রেমসি ।
 কি কারণে কাতর কান্দসি ॥ ৩৫
 সন্মুখে আমারে না দেখিয়া ।
 অপ্রেমিছ গহনে ফিরিয়া ॥ ৩৬
 যেন কেহ কণ্ঠে মণি পরি ।
 অপ্রেমেরে গহন ভিতরি ॥ ৩৭
 ধনি ধনি তোমার প্রেমায়া ।
 অক করিয়াছে যে তোমায়া ॥ ৩৮
 এত কহি শূন্যতল করে ।
 পৌছেন তাহার অশ্রুনারী ॥ ৩৯
 কিশোরী কৃষ্ণের কথা শুনি ।
 লাজে হল্যা বিনয়-বদনী ॥ ৪০
 তবে বংশীধারী, কহেন কিশোরি,
 বনেতে ভ্রমণ করি ।
 হইয়াছ শ্রান্ত, অলসে আক্রান্ত,
 যামে ভিজিয়াছে শারী ॥ ৪১
 অতএব যিরে, নিকৃষ্ট-কুটারে,
 চল চল রমবাতি ।

পালঙ্কে বসিয়া, বিজ্ঞান করিয়া,
 সুখী কর মোর মতি ॥ ৪২
 এত কহি হরি, তাঁর করে ধরি,
 নিকুঞ্জে লইয়া গিয়া ।
 পালঙ্ক-উপরে, বসিলা তাঁহারে,
 নিজ-কোলে বসাইয়া ॥ ৪৩
 তবে সখীগণ, করয়ে বীজ্ঞন,
 চামর ধরিয়া করে ।
 কর্ণ-র চন্দন, করয়ে লেপন,
 দৌহাকার কলেবরে ॥ ৪৪
 তবে কতক্লণ, শ্রম-নিবারণ,
 করিয়া রাধিকাশ্রাম ।
 সরস অন্তর, মদন-সমর,
 বিলাসে করিলা কাম ॥ ৪৫
 তাহা অনুমানি, সকল সজনী,
 জপ-কুণ্ডিতে গেলা ।
 কিশোরী কিশোর, আনন্দে বিভোর,
 বিলাসে মগন ভেলা ॥ ৪৬
 তবে তারা মদন-সমর-অবসানে ।
 শয়ন করিলা দিব্য কুসুম-শয়নে ॥ ৪৭
 নিজ-ভুঞ্জে নাগরের কপ ধরি রাই ।
 উপাধান করিলেন নাগরেরে বাই ॥ ৪৮
 মুখে মুখে বুকে বুকে ঠেকাঠেকি করি ।
 নিদ্রা যনে দৌহে কিবা শোভা মরি মরি ॥ ৪৯
 মাঝে মাঝে পরস্পরে করেন চুম্বন ।
 কভু স্বপ্ন-আবেশেতে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৫০
 কভু নানা রস-কথা কহেন স্বপনে ।
 যাহা শুনি সখীগণ হৃথ পায় মনে ॥ ৫১
 পরে তাঁহাদের গাঢ় নিদ্রাবেশ দেখি ।
 অশ্রু কুণ্ডে শয়ন করিলা সব সখী ॥ ৫২
 শ্রীরঘুনন্দন কুঞ্জ-বাহিরে বাহিরে ।
 আগি থাকি সাবধানে ফিরে ঘিরে ঘিরে ॥ ৫৩

ইতি শ্রীগীতমালায়াং শ্রেয়বৈচিত্র্য-বর্ণনং
 নাম ষাষ্টিতমো ব্রহ্মসংহিতা ॥ ২২

ত্রয়োবিংশ ব্রহ্মসংহিতা

অথ শয্যাখান ।

উঠ উঠ গোরা ভগবান ।
 রজনী হইল অবসান ॥ ১
 করিতেছে অরুণ উদয় ।
 তাহে অন্ধকার পায় ক্ষয় ॥ ২
 দ্বিজসব স্নান করিবারে ।
 যাইছেন সুরধনীর-ধারে ॥ ৩
 আপনিহ তেজিয়া শয়ন ।
 স্নান লাগি করহ গমন ॥ ৪
 লয়া সব স্নানোপকরণ ।
 সঙ্গে যাকু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫

নিশা-অবসান-কালে, পক্ষিগণ-কোলাহলে,
 নিদ্রা তেজী সব সহচরী ।
 আসিয়া নিকুঞ্জ-দ্বারে, রাই শ্রামে জাগাবারে,
 কহিছেন ধিরি ধিরি করি ॥ ৬
 উঠ উঠ নাগর নাগরী ।
 রজনী হইয়াছে শেষ, ছাড় এবে নিদ্রাবেশ,
 উঠ দেখ প্রভাত-মাদুরী ॥ ৭
 দেখিয়া রজনী-ক্ষয়, দ্বিজরাজ মহাশয়,
 শ্রেয়শ্রেয় অস্তাচল বনে ।
 কুমুদিনী তাঁর প্রিয়া, তার দশা নিরখিয়া,
 স্নান কৈল আপন বদনে ॥ ৮
 অরুণ-উদয় দেখি, কমলিনী হয় সুখী,
 তাহে মোরা উপমান করি ।
 শ্রেয়শ্রেয় পতিব্রতা বর, আগমনবাদি-চরে,
 দেখি যেন পতিব্রতা নারী ॥ ৯
 পক্ষিনীর শোভা হেরি, কুমুদিনী-সঙ্গ ছাড়ি,
 তার কাছে চমক চমক ॥ ১০
 কিশোরী কিশোর স্তন, কালবর্ণে এই গুণ,
 নব নব রসে লুপ্ত হয় ॥ ১০
 সখীদের কথা শুনি নাগরী নাগর ।
 উঠিয়া বসিলা দৌহে শয্যার উপর ॥ ১১
 তবে সহচরী সব জল আনিদিলা ।
 তাহে মুখ-প্রকালন তাহারা করিলা ॥ ১২

অব কখন কহিছেন ভূপতি-নন্দিনি ।
 শুনিলে ত আপনার সখীদের বা ॥ ১৩
 ইহা শুনি অলির গুণ করিতে বর্ণন ।
 করিল আমার প্রতি ইঙ্গিত রচন ॥ ১৪
 তার ফল ইহাদিগে আমিহ দেখাই ।
 প্রাণপ্রিয়ে যদি তব অনুমতি পাই ॥ ১৫
 তাহা শুনি শ্রীরাধিক' আনন্দিত-মতি ।
 নয়ন-ভঙ্গীতে তাঁরে দিলা অনুমতি ॥ ১৬
 তবে তিঁহ উঠি ললিতাদি সখীজনে ।
 করেন চুম্বন আলিঙ্গন জনে জনে ॥ ১৭
 তাহা দেখি যুহু যুহু হাসেন কিশোরী ।
 তার প্রতি কহেন সকল সহচরী ॥ ১৮

১১৯

রাই তব শয়নের রঙ্গ ।
 করিলাম মোরা সবে ভঙ্গ ॥ ১৯
 তেঁই ক্রোধ করি মো সবারে ।
 অপমান করালো ইহারে ॥ ২০
 থাক তোরা সুখেতে স্থতিয়া ।
 মোরা বাই ভবনে চলিয়া ॥ ২১
 আর কদাচিতো তোমা সনে ।
 আসিব না খেলাইতে বনে ॥ ২২
 আমাদিগে ভাল বাস যত ।
 তাহা আজি হইল বেকত ॥ ২৩
 এত কহি তাহারা সকলে ।
 স্বর যাইবারে মনে চলে ॥ ২৪
 কিশোরী-মোহন তা দেখিয়া ।

দাঁড়াইলা পথ আগোরিয়া ॥ ২৫
 ললিতা কহেন মোরা কেহ নহি রাখা ।
 তবে কেন মোদের গমনে কর বাধা ॥ ২৬
 উহারেই লয়্যা থাক কুঞ্জের ভিত্তরি ।
 আমাদের পথ ছাড়ি দেহ ত্বরা করি ॥ ২৭
 রাধিকা কহেন সখি এ কেমন রীত ।
 ভাল করিলেও কহ করিলে অহিত ॥ ২৮
 যার লাগি সঙ্গা মোরে কর অসুরোধ ।
 তাহা সখি তিঁহু ভুল কেন কর ক্রোধ ॥ ২৯
 রাখার বচন শুনি যত সখীগণ ।
 হাসি হাসি তার প্রতি কহেন বচন ॥ ৩০
 মরি মরি সখি জোর লইয়া বালাই ।
 শিথিলে এসব কথা তুমি কার ঠাই ॥ ৩১

বুনি এই শঠের নিকটে এই গুণ :
 শিথিয়াছ এহ বড় ইহাতে নিপুণ ॥ ৩২
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা বস্ত্র একবার ।
 করহ আপন সখী সহিতে বিচার ॥ ৩৩
 বিচার করিলে মোরা জানিবারে পারি ।
 তোরা মিথ্যাবাদী বট অথবা কিশোরী ॥ ৩৪

ললিতা কহেন, বিচার করি,
 আন দিনে এই কথা ।

এখন সকলে, গোকুলে চলহ,
 নাহি রহ আর এথা ॥ ৩৫
 দেখহ বাহিরে যাই !

অরুণ-কিরণ, বাল মল করে,
 দেখি বড় ভয় পাই ॥ ৩৬

খল লোকে সব, সদাই দুষণ,
 খজিয়া খজিয়া বোলে ।

যাইতে যাইতে, যদি কেহ দেখে,
 গোকুল পূরিনে রোলে ॥ ৩৭

ললিতা-বচন, শ্রবণ করিয়া,
 ভাল ভাল বলি সবে ।

আপন আপন, পক্ষেতে পয়াণ,
 করিলা গোকুলে তবে ॥ ৩৮

শয়ন করিলা তাহারা সকলে,
 আপন আপন ঘরে ।

শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
 যত যত সেবা করে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীশ্রীভামায়াং শয্যোপান-বর্ণনং নাম
 ত্রয়োবিংশং গ্রন্থম্ ॥ ২৩

চতুর্বিংশ গ্রন্থ ।

অথ দোল-যাত্রা ।

নদিয়া নগরে গোরা রায় ।
 হোরী খেলে সানন্দ হিয়ায় ॥ ১
 গদাধর-আদি তন্তু-সনে ।
 গান করে শ্রীবাস-অবনে ॥ ২
 কাণ্ড লয়া হুবহু চিকণ ।
 গোরা পায় দেয় ভক্তগণ ॥ ৩

কিনা শোভে তাহে গৌর হরি ।
 সন্ধ্যা-মেঘে যেন হেম-গিরি ॥ ৪
 ভাবাবেশে দিয়া করতালী ।
 কহে হারিলে যে বনমালী ॥ ৫
 পরণ মাগহ যদি মোয় ।
 তবে আজি ছাড়ি দিব তোয় ॥ ৬
 শ্রীরঘুনন্দন দেখি কর ।
 এ ভাব বুঝিতে কে পারয় ॥ ৭

হোরী খেলা করি মনে, প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে,
 নাগর কানাই কুতূহলী ।
 মনে অতি অনুরাগ, গাইলা বসন্ত রাগ,
 অধরেতে ধরিয়া মুরলী ॥ ৮
 সেই ধনি শুনি গোপীগণ ।
 তেজি কুল-ভয়-লাজ, দেখিতে নাগররাজ,
 হল্য। তবে উৎকর্ষিত-মন ॥ ৯
 বিলম্ব সহিতে নারে, বাঁশী ডাকে বারে বারে,
 তাহা শুনি করয়ে ভৎসনা ।
 ও রে ডাকতিয়া বাঁশী, অবলার সর্বনাশী,
 স্থির হও শুনহ বারণা ॥ ১০
 লইয়াছ কুলমান, আছে মাত্র শেষ প্রাণ,
 তাও বুঝি করিবে হরণ ।
 স্থির হও এক লব, যাইতেছি মোরা সব ।
 আর নাহি করহ গর্জন ॥ ১১
 কহি এই সব কথা, বেশ করি যথা তথা,
 চলিলেন ব্রজ-নারীগণ ।
 তাহাদের অভিমত, হোরীর খেলনা বত,
 লয়্যা যায় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২
 গোপিকা সকলে দেখি কহেন নাগর ।
 কে বট ভোমরা মোর বনের ভিতর ॥ ১৩
 কতুরাজ্যদেশে আমি রাখি যে এ বন ।
 প্রবেশিতে নাহি পার ইথে কোনো জন ॥ ১৪
 তোমাদের দেখি বড় গরব-বিধায় ।
 প্রবেশিছ এথা আজ্ঞা না লই আমার ॥ ১৫
 কৃষ্ণবাণী শুনি হাসি কহে গোপীগণ ।
 ময়লাম মোরা লাজে শুনিয়া বচন ॥ ১৬
 বস্ত্র-চূরি গোরাখালী তরুণি বাহন ।
 বাকী নাই হইয়াছে সকল কারণ ॥ ১৭

এক মাত্র বনের রাখালী বাকী ছিল ।
 মরি মরি ভাগ্যে বুঝি তাহাও ঘটিল ॥ ১৮
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বনের রাখালী ।
 তোমাদের লাগি ইথে নাহি দাও গালী ॥ ১৯

কহিছেন হাসি বনমালী ।
 কটু কথা না কহ গোয়ালী ॥ ২০
 নিজ কার্য-লাগি সব জন ।
 করে তুচ্ছ কর্ম আচরণ ॥ ২১
 শুন শুন তাহার প্রমাণ ।
 যাহা শুনি জনমিবে জ্ঞান ॥ ২২
 পুরন্দর রাজার বাহন ।
 হয়্যা ইস্ত করিলা বহন ॥ ২৩
 শ্রীরঘুনন্দন কপিসনে ।
 করিছিল সখা আচরণে ॥ ২৪

গোপিকা সকল কহে সত্য এ ভারতী ।
 ধন লাগি বুঝ হয়্যাছিল মুরপতি ॥ ২৫
 রামচন্দ্র করিছিল সখা কপিসনে ।
 জানকী-রমণী-লাভ ইচ্ছা করি মনে ॥ ২৬
 তুমি বন রক্ষা করি পাবে কিবা ধন ।
 কোন বা রমণী পাবে না হয় দর্শন ॥ ২৭
 কানাই কহেন নাহি জানহ গোয়ালী ।
 অনেক লাভের হেতু বনের রাখালী ॥ ২৮
 এই বনে যে তলিবে পত্র ফুল ফল ।
 কাড়ি নিব তার শাড়ী ভূষণ সকল ॥ ২৯
 তার মধ্যে যদি কোন নারী লাগে মনে ।
 তাহারে রাখিব লয়্যা নিকৃষ্ট-ভবনে ॥ ৩০
 শ্রীরঘুনন্দন কহে ব্রজের রমণী ।
 কেহ তব মনে নাহি লাগে মোরা জানি ॥ ৩১

এ এথা শুনিয়া, কহেন হাসিয়া,
 ললিতা নাগর-রাজে ।
 শুনিয়া তোমার, বচন-বিধার,
 ময়লাম মোরা লাজে ॥ ৩২
 ব্রজে বডনারী আছে ।
 মদন রমণী, দাঁড়াইতে পারে,
 কতু ইহাদের কাছে ॥ ৩৩
 বাহাদের রূপ, দেখি শূলপাণি,
 মদনে মোহিত হয় ।

তাহারা তোমার, মনেতে লাগিবে,
কি করিয়া মহাশয় ॥ ৩৪
ভালই হয়্যাছে, লাগে নাই মনে,
তেই আছে তব মান ।
অস্ত্রধা কামেতে, ধরিতে বাইয়া,
মান হত অবসান ॥ ৩৫
কিশোরী-আদেশে, হিত উপদেশ,
করিতেছি তোহে আমি ।
এমত বচন, কোথাও কখনো,
না করা রাখাল-স্বামী ॥ ৩৬
রাখিলা কহেন স্তন বাণী ।
শ্রামের বচন মিছা মানি ॥ ৩৭
হৃৎ-শক্তি-জয় করি রূপে ।
পাইছিলা অহুরের ধনে ॥ ৩৮
গ্রাম আমাদিগে না জিনিয়া ।
পাইকেন ধন কি করিয়া ॥ ৩৯
হোরী খেলা করি যো-সবারে ।
বদ্যপি পারেন জিনিবারে ॥ ৪০
তবে আশা যে করেন গ্রাম ।
সিদ্ধ হতো পারে সেই কাম ॥ ৪১
যদি মোরা জিতি হোরী খেলি ।
কাড়ি নিব শ্রামের মুরলী ॥ ৪২
কিশোরীর স্তনিয়া বচন ।
ভাল ভাল বলে সখীগণ ॥ ৪৩
এত কহি কৃষ্ণসনে যত গোপীগণ ।
হোরী খেলা আরস্তিলা আনন্দিত-মন ॥ ৪৪
একপক্ষ হইলা যাবত গোপনারী ।
আর পক্ষ একলা রসিক বনোয়ারী ॥ ৪৫
হুই দলে ফাগু-বৃষ্টি করে পল্লবপরে ।
ঢাকিলেক বাহাতে গগন দিগন্তরে ॥ ৪৬
সেইত আবিরে সব হল্য অন্ধকার ।
প্রবেশিতে নারে দৃষ্টি ভিতরে বাহার ॥ ৪৭
কিন্তু হেন বেগ প্রকাশিলা বনোয়ারী ।
বাহা সহ করিতে না পারে গোপনারী ॥ ৪৮
তবে এক বৃকতি করিয়া গোপীগণ ।
শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে করিলা বেটন ॥ ৪৯
চারিদিকে বৃষ্টি করে ফাগু রাশি রাশি ।
কিশোরী যোগান ফাগু আনি হাসি হাসি ॥ ৫০

তবে হাসি শ্রীরাধিকা কন ।
অস্ত্রায় না কর সখীগণ ॥ ৫১
তোরা সবে হয়্যাছ অনেক ।
নাগরের সঁখী নাহি এক ॥ ৫২
দেখ দেখ হয়্যাছে কাতর ।
এলাগিয়া ছাড়য়ে সময় ॥ ৫৩
শুকায়্যাছে বদন উহার ।
হৃদয় কাঁপয়ে অনিবার ॥ ৫৪
দেখিতে না পাই হাসি মুখে ।
পাইতেছি আমি বড় দুখে ॥ ৫৫
কিশোরীর কথা শুন তোরা ।
ছাড়ি দেহ গোপীপটচোরা ॥ ৫৬
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
ললিতা কহেন হাসি ।
রাই সব জনে, আনয়ে ভুবনে,
তোমারে করুণা-রাশি ॥ ৫৭
কিন্তু কথা তব, মোরা না শুনিব,
না ছাড়িব এ সময় ।
না পার দেখিতে, দুখ হয় চিত্তে,
তবে তুমি বাহ স্বর ॥ ৫৮
মোরা সবে মিলি, রঙ্গজল ঢালি,
শঠে স্নান করাইব ।
গোপনারীগণ, বসনহরণ,
ফল আজি ভুঞ্জাইব ॥ ৫৯
অথবা ইহার, উপরি তোমার,
যদি দয়া হয় মনে ।
ইহার সহায়, হয়্যা মোসবার,
পরাজয় কর রূপে ॥ ৬০
ইহা বিনে আর, না দেখি ইহার,
পরিতাপ কোনো যতে ।
কিশোরি তোমার, যে হয় বিচার,
তাহা কর অচিরতে ॥ ৬১
শ্রীকৃষ্ণ কহেন স্তন ললিতা বচন ।
নাহি চাহি আমিহ সহায় কোনো জন ॥ ৬২
বকাছর অঘাসুরে যে করিল জয় ।
অবলা রমণীগণে সেই কি গণয় ॥ ৬৩
যে ধরিল বামকরে করি গিন্নিরাজ ।
কণ্ঠ-রূপে তাহার সহায়ে কিবা কাজ ॥ ৬৪

মহারাসে কামরণে কোটি অবলায় ।
 যে জিনিল ফাগু-রণে সেকি সাঁথী চায় ॥ ৬৫
 শ্রীরঘুনন্দন কহে সব সত্য হয় ।
 যদি আজি করিতে পারহ রুণ-জয় ॥ ৬৬
 এত কহি হেন বেগে ভ্রমেন দুরারি ।
 ঘাহে নিজ আগে তাঁরে দেখে সব নারী ॥ ৬৭
 হিঁহ এককালে দেন সকলে আবার ।
 যেন লতাগণে মেঘ বৃষ্টি করে নীর ॥ ৬৮
 তার ভয়ে গোপী সব নয়ন খুঁদলা ।
 তবে কৃষ্ণ মণ্ডলীর বাহিরে আইলা ॥ ৬৯
 তাহা না জানিয়া কৃষ্ণ আছেন মানিয়া ।
 গোপীসব ফাগু ছোড়ে জিনিহ বলিয়া ॥ ৭০
 তাহা দেখি হাসি কন কিশোরী-মোহন ।
 ভাল যুদ্ধ করিতেছ গোপনারীগণ ॥ ৭১
 নাগরের কথা শুনি, যত গোপনিতসিনী,
 লাজ পাই ফুরে নাচন ।
 তাহা ঢাকিবার আশে, প্রথরা ললিতা ভাষে,
 করিয়া গরব প্রকাশন ॥ ৭২
 শুন ও হে নিলজ কানাই ।
 রণ ছাড়ি পলাইয়া, হাসিতেছ কি করিয়া,
 বুঝি তব কিছু লাজ নাই ॥ ৭৩
 ছিছি নারীসঙ্গে হারি, খেলাইতে নাহি পারি,
 পলাইলে তুমি কি করিয়া ।
 সে বিক্রম কি হইল, সে গরব কোথা গেল,
 মোরা লাজে গেলাম ডুবিয়া ॥ ৭৪
 তুমি কৈলে পলায়ন, করি মোরা নিরীক্ষণ,
 নিজে নিজে খেলা যুদ্ধ করি ।
 ইথে মো-সবারে অক্ষ, নাহি মান ফাগু পক্ষ,
 লাগে নাই নয়ন ভিত্তি ॥ ৭৫
 তব মুখ নিরখিয়া, মনে উপজিল দয়া,
 করিলাম ক্ষমা একবার ।
 সাধী রাখি শ্রীকিশোরী, পুনর্কার খেল হরি,
 করিব তোমার প্রতিকার ॥ ৭৬
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন জয় না করি আমার ।
 মিছা এত গরব করিতে না যুয়ায় ॥ ৭৭
 সমরেতে যোদ্ধা সব করে অন্তর্দান ।
 তাহে পরাজয় বলে কিবা জ্ঞানবান ॥ ৭৮

তাহে আমি দাঁড়াইয়া রয়াছি সাক্ষাতে ।
 ইথে কিরূপেতে হারি ষটিবে আমাতে ॥ ৭৯
 বরঞ্চ করিলে ভালমতে বিবেচনে ।
 তোমাদেবী পরাজয় হয় এই রণে ॥ ৮০
 দেখ তোরা হয়্যাছ অনেক এক পক্ষ ।
 তত্বে মোরে করিতে নারিলে কেহ লক্ষ ॥ ৮১
 কর জোড় করি কহে শ্রীরঘুনন্দন ।
 চোরের আশ্রয় শক্তি জানে সব জন ॥ ৮২

ললিতা কহই, নাগর বুঝু,
 তোমার মনের কথা ।

অনেকের সনে, ফাগু খেলাইতে,
 তুমি পাইতেছ ব্যথা ॥ ৮৩
 কহিতেছ পরকারে ।

তোমরা অনেক, তোমরা অনেক,
 এই কথা বারে বারে ॥ ৮৪

আমি হিত বাণী, কহিয়ে তোমারে,
 ছাড়িয়া এমত রণ ।

এক এক জন, সহিত সমর,
 কর এই মোর মন ॥ ৮৫

যদি কোনো মতে, কোনো জনেতাহে,
 পার তুমি জিনিবারে ।

তবে ব্রজে গিয়া, মুখ দেখাবারে,
 উপায় হইতে পারে ॥ ৮৬

ইহাতেও যদি, তুমি নাহি পার,
 কারেও করিতে জয় ।

শ্রীরঘুনন্দনে, তবে সাধী রাখি,
 করিব মনে যে লয় ॥ ৮৭

এত শুনি কহিছেন শ্রীনন্দ-তনয় ।

ললিতে এ কথা তব মোর হিত নয় ॥ ৮৮
 সমর করিয়া এক একজন সনে ।

কতকালে জিনিব আমিহ সবজনে ॥ ৮৯
 অতএব তোমাদের যে হয় প্রধান ।

তাহারাই সমরে করাত আশ্রয়ান ॥ ৯০
 তার জয় হইলে সবাবি হবে জয় ।

হারিলেও সবাবী হইবে পরাজয় ॥ ৯১
 তাহা শুনি ভাল ভাল বলি গোপীগণ ।

বৃষভানু-নন্দিনীকে কহে এ বচন ॥ ৯২

শ্রিয়সধি তুমি আগে নাগরের সনে ।
আরস্ত করহ করিবারে ফাঙ্করণে ॥ ৯৩
প্রধানের সনে রণ বাঞ্ছয়ে নাগর ।
তুমিহ প্রধান হও মোদের ভিতর ॥ ৯৪
হারাইয়া শর্তে কার্য সাধহ সবার ।
কোনো ভয় না করিবে স্বদয়-মাঝার ॥ ৯৫
মোরা সবে দাঁড়ায়া রয়াছি কাছে তোর ।
কি করিতে পারিবে কিশোরি ননীচোর ॥ ৯৬

সবার বচন, করিয়া শ্রবণ,
কিশোরী হুথিতিয়া ।
মহ মহ হাসি, বাক্সিলেন কসি,
কেশ পাশে ডোরী দিয়া ॥ ৯৭
কি বা সে মধুরবেশ ।
উত্তরি অকলে, বাক্সি কুতুহলে,
দূট করি মধ্যদেশ ॥ ৯৮
আবীরে করিয়া, অকল ভরিয়া,
কুমকুমা লইলা তাতে ।
ল গোঁড়ু কত, নিলা শত শত,
ল পন্থ বাম হাতে ॥ ৯৯
তেন বেশ দেখি, কান্ধ হিয়া হুখী,
ভাবিছেন মনে মনে ।
কামের স্বরণী, আইলা ধরনী,
খুসিবারে মোর সনে ॥ ১০০

এ বেশ দেখিয়া, কাপিতেছে হিয়া,
কি করি করিব রণ ।
প্রীরদুন্দন, করে নিবেদন,
স্থির কর প্রভু মন ॥ ১০১

তবে রাধা গ্রাম দোহে আবীর-দমর ।
আরস্ত্রিলা অতিশয় সানন্দ-অন্তর ॥ ১০২
চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়া সখীগণ ।
গীতবাদ্য করে আর করে নিরীক্ষণ ॥ ১০৩
পানি-পুরি আবীর লইয়া দুইজন ।
পরস্পর উপরিতে করেন ক্লেপণ ॥ ১০৪
সেইত আবীরে সব ঢাকিল গগন ।
রক্তবর্ণ হল্য বত তরুলভাগণ ॥ ১০৫
তাহে পলুপাখী অলি সব হল্য লাল ।
স্রাব কিশোরীগণ আর ত্রীগোপাল ॥ ১০৬

তবে রাধা ফাঙ্কমুষ্টি করিয়া ধারণ ।
কৃষ্ণনেত্রে দিব বলি করিলা ক্লেপণ ॥ ১০৭
তাহা দেখি নিক্লেপিলা নাগর আবীর ।
সেহ তাহা রোধ কৈল যেন তীরে তাঁর ॥ ১০৮
তবে কৃষ্ণ রাধিকার নেত্রে দিব বলি ।
আবীর ছাড়িলা অতিশয় কুতুহলী ॥ ১০৯
তিহ পূর্বমতে কৈলা তাহা নিবারণ ।
এই মতে করিছেন দোহে মহারণ ॥ ১১০
কতু দোহে কুমকুমা করেতে করি ধরি ।
ক্লেপণ করেন দুই জনের উপরি ॥ ১১১
সেইত কুমকুমা ঠেকেঠেকে পরস্পরে ।
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ধরনী উপরে ॥ ১১২
কতু তুল-গোঁড়ু ধরি করেন ক্লেপণ ।
বুঝি কামরতি করে শরে শরে রণ ॥ ১১৩
প্রীরদুন্দন কহে ইহা সত্য নয় ।
কামরতি কোন ছার তুলনা না হয় ॥ ১১৪
পুনর্বার আবীর ছোড়েন দুইজন ।
তাহে অন্ধকারপ্রায় হইল কানন ॥ ১১৫
অন্ধকারে তবে দোহে মুদিয়া নয়ন ।
কাঙরুষ্টি করি করি করেন গমণ ॥ ১১৬
হেন মতে নেত্রমুদি ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
রাই-অঙ্গ পরশিলা কৃষ্ণ আচম্বিতে ॥ ১১৭
ছুইমাত্র হুখে স্তম্ভ হল্য দামোদর ।
প্রতিমার মত নাহি চলে পদ কর ॥ ১১৮
তাহা দেখি আনন্দিত রাধা হাসি হাসি ।
তাঁহার অস্ত্রেতে দেন কাণ্ড রাশি রাশি ॥ ১১৯
চৌদিকে কিশোরীগণ দিয়া করতালী
কৌতুক করিয়া গান করয়ে চামালি ॥ ১২০

ভিছি একি একি হল্য লাগল
হারিতে হারিলে শত্রুরাজ ॥ ১২১
রমণীর নিকটে হারিলে ।
আপনগরন ধোয়াইলে ॥ ১২২
অবলার বসন হরণ ।
আজি কোথা করিল গমন ॥ ১২৩
দমন সাধা মথুরায় যাটে ।
আজি পলাইল কোন বাটে ॥ ১২৪
ভাস্করতরী লগ্ন্য শোপীদিকে ।
দুখ দেখা গেল কোন দিকে ॥ ১২৫

গিরিধরা গরব ১।
 কিশোরী ক' আঞ্জি দর ॥ ১২৬
 পুন হসি হাস, ললিতা রূপসী,
 কহিছেন গ্রামচান্দে ।
 আহা মরি মরি, এ দশা তোমার,
 দেখি মোর মন কান্দে ॥ ১২৭
 শুনহ নিলজ-রাজ ।
 তোমার লাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
 মোর গেল সব কাজ ॥ ১২৮
 নারীর নিকটে, সময়ে হারিয়া,
 গোকুল নগরে গিয়া ।
 আহা মরি মরি, করুণে দেখাবে,
 এ বদন প্রকাশিয়া ॥ ১২৯
 অতএব আমি, হিত বাণী কহি,
 তোমারে অকপট মনে ।
 পিচিকারী লয়া, পুন রণ কর,
 মোদের সখীর সনে ॥ ১৩০
 তাহাতেও যদি, জিনিতে পারহ,
 তবে কিছু ভাল হয় ।
 অতএব করুণে, ব্রজের ভিতরি,
 যাইবেন মহাশয় ॥ ১৩১
 নাগর কহেন, তব সখী মোরে,
 যদি না ছোয়েন রণে ।
 তবে যে কহিবে, সে রণ করিব,
 সাখী রাখি সাধুজনে ॥ ১৩২
 শ্রীরঘুনন্দন, কর জোড়ি কয়,
 পরণামে এ বেলায় ।
 ধার লাগি থেলা, করিতে আইলা,
 বারণ করয়ে তায় ॥ ১৩৩

ললিতা কহেন শুন নিলজ কানাই ।
 কি লাগিয়া ছোবে তোহে বিনোদিনী রাই ॥ ১৩৪
 নাহি কহ হেন কথা তুমি আরবার ।
 শুনিলে অশন হবে ব্রজে রাখিকার ॥ ১৩৫
 পতিব্রতা-শিরোমণি মোর সহচরী ।
 পরপুরুষেরে নাহি ছোয় করে করি ॥ ১৩৬
 অতএব তুমি সেই শকা পরিহরি ।
 চকারী ধরি ॥ ১৩৭

তবে রাখা গ্রাম ধরি হেম-পিচিকারী ।
 দৌহে দৌহা অজে দিল শুভ গন্ধবারি ॥ ১৩৮
 তাহা দেখি ললিতা-প্রভৃতি সখীগণ ।
 কহিছেন পরস্পরে আনন্দিতমন ॥ ১৩৯
 দেখ দেখ অদভুত সব সহচরী ।
 জলদ-চপলা দৌহে বর্ষে ভূতপরি ॥ ১৪০
 মোখে বৃষ্টি করে জল দেখি সব ঠাঁই ।
 সৌদামিনী বর্ষে জল কভু শুনি নাই ॥ ১৪১
 শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন গোপীগণ ।
 অদভুত হয় এই সৌদামিনী ঘন ॥ ১৪২
 এইরূপে জলযুদ্ধ কৈলা বহুক্ষণ ।
 কিন্তু তাহে জয়ী না হইলা কোনো জন ॥ ১৪৩
 গন্ধজল-বর্ষা-জলে ভিজিল বসন ।
 তাহা দেখি কহিতে লাগিলা সখীগণ ॥ ১৪৪
 বুঝিলাম তোরা দৌহে এ যুদ্ধে সমান ।
 অতএব যোগ্য হয় করিতে সম্মান ॥ ১৪৫
 শূন্যপট পরি চড় এইত দোলায় ।
 সেবন করিব মোরা তোদিগে দৌহার ॥ ১৪৬
 তবে শুদ্ধ-বাস পরি কিশোর কিশোরী ।
 আরোহিয়া বসিলেন দোলার উপরি ॥ ১৪৭
 কিবা সেই দোলা হয় সুবর্ণ-রচিত ।
 সিত-রক্ত-নৌলবর্ণ মণিতে ঝচিত ॥ ১৪৮
 দোলে কত তাহে মুক্তা কুহুম-ঝালর ।
 সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ বালিশ বিস্তর ॥ ১৪৯
 নানাবর্ণ পট ডোরী বন্ধ চারি পায় ।
 সখীগণ দুই দিকে থাকিয়া দোলায় ॥ ১৫০
 কিবা শোভে দোলার উপরি রাইজাম ।
 বিমানের উপরিতে যেন রত্নিকাম ॥ ১৫১
 সখীসব পুষ্প-বৃষ্টি ফাঙ-বৃষ্টি করে ।
 কিশোরী-কিশোর-গুণ গার মিশ্রযেরে ॥ ১৫২

দেখ দেখ রাই নট রাজে ।
 দোলার উপরি কিবা সা জে ॥ ১৫৩
 হইয়াছে যেন একগর ।
 স্থির সৌদামিনী জলধর ॥ ১৫৪
 কিবা মিলিয়াছে অতি ভাল ।
 হেমলতা তরুণ তমাল ॥ ১৫৫
 দৌহার মাধুরী চাখি চাখি ।
 জুড়ায় মোদের মন আখি ॥ ১৫৬

দেখ দেখে সবে একমন ।
 ত্রীকিশোরী কিশোরী-মোহন ॥ ১৫৭
 দোলায় উপতি, কিশোর কিশোরী,
 চুই জন শোভা পায় ।
 হেম-ধরাধর-, মাথে জলধর,
 বিজুরী যেমন ভায় ॥ ১৫৮
 কিবা দোলে শ্রামরাই ।
 নীল উতপল, হেম শতদল,
 যেমন পবন পাই ॥ ১৫৯
 যবে স্বনে স্বন, গমনাগমন,
 করে দোলা বেগ বলে ।
 তবে ভয় পাই, পশারিরা বাই,
 রাই ধরে শ্রাম-গলে ॥ ১৬০
 তাহা দেখি মুখে, মুহু হাসি মুখে,
 গলিতাদি সখীসব ।
 করে স্বনে স্বন, কুসুম বর্ণন,
 আর জয় জয় রব ॥ ১৬১
 চন্দ্রায় চামর, উড়ায় আভর,
 গোলাব আঁবির রোরী ।
 শিরদ্বন্দন, করয়ে ভাবন,
 সেই শোভা মনোহারী ॥ ১৬২
 ইতি ত্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-বিরচিতায়াং
 গীতমালায়াং দোল-ষাত্রা-বর্ণনং নাম
 চতুর্বিংশ গ্রন্থনম্ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ গ্রন্থন ।

অথ বাসন্তিক-রাসযাত্রা ।

মধুর মাধব মাস মধুর রজনী ।
 উদয় করিল তাহে পূর্ণ দ্বিজমণি ॥ ১
 বিকসিত হইয়াছে নানা জাতি ফুল ।
 গান করিতেছে তাহে মধুকর-কুল ॥ ২
 বসন্তের শোভা দেখি গোরা মুখিমনে ।
 সঙ্কীর্ণ আরম্ভিলা ত্রীবাস-অঙ্গনে ॥ ৩
 চতুর্দিকে ভক্তগণ করয়ে কীর্তন ।
 মাল্য গোরা নটরায় করেন নর্তন ॥ ৪

কতু নিজকরে ধরি গলাধর-কর ।
 নতন করেন প্রভু সরস অন্তর ॥ ৫
 ত্রীরঘুনন্দন আদি যত ভক্তজন ।
 যদঙ্গ মন্দিরা বীণা করয়ে বাজন ॥ ৬
 —
 মধুর মাধব মাস, পূর্ণশশি-পরকাশ,
 বিকসিত তরু-লতাগণ ।
 কোকিলের কুহুরব শুভ্রের ভ্রমর সব,
 মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ॥ ৭
 এসকল দেখি ভগবান ।
 রাস করিবার মনে, গোবর্দ্ধনগিরি-বনে
 বাঁশীতে করিলা এই গান ॥ ৮
 মম প্রাণ-অধীশ্বর, শুন শুন ও কিশোরি,
 কর্ণ পাতি আমার বচন ।
 গোবর্দ্ধনগিরি-বন, শোভা করি দরশন,
 রাস করিবারে হয় মন ॥ ৯
 অতএব সহচরী, সর্কিলের সঙ্গে করি,
 তুমি এখা করি আগমন ।
 পূর্ণ কর আশা মোর, দেখিতে বদন তোয়,
 বাহা করে কিশোরিমোহন ॥ ১০
 সেই গান শুনি রাধা আনন্দে মোহিত ।
 নয়নে গলয়ে লোর কহেন কিঞ্চিৎ ॥ ১১
 মুরলীয়ে তুমি আর নাহি কর গান ।
 বাইতেছি মোরা সবে তব সন্নিধান ॥ ১২
 লইয়াছ তুমি আমাদের মন প্রাণ ।
 সকলে জানায়া কেন কর অপমান ॥ ১৩
 ললিতা কহেন সখি কেমনে উন্মাদ ।
 মুরলীর সনে যাহে করিতেছ বাদ ॥ ১৪
 বাঁশীতে ডাকিছে কালাচন্দ্র বার বার ।
 অতএব বেশ করি কর অভিসার ॥ ১৫
 রাধিকা কহেন বাঁশী শুনে না বায়ণ ।
 কি করি হইবে এবে বেশ-নিরচন ॥ ১৬
 অই শুন বাজিতেছে বাঁশী উভয়ায় ।
 আত্ম আত্ম আর গোণ সহ্য নাহি যায় ॥ ১৭
 এত কহি ত্রীকিশোরী প্রস্থান করিলা ।
 পাছে পাছে সহচরী সকল চলিলা ॥ ১৮
 বাইতে বাইতে, ললিতা মুন্দরী,
 কহিছেন বিশাখারে ।

সখি দেখ দেখ, রাখার মাধুরী,
 নাহি পারি কহি বারে ॥ ১৯
 একি রূপ চমৎকার ।
 বেশ ভূষা কিছু, না হয়্যাছে তুভু,
 স্বভাবেই উজ্জিয়ার ॥ ২০
 বিজুয়ী-সমান, শরীরের ছটা,
 চারি দিকে পড়িতেছে ।
 যাহার পরশে, ভূতল গগন,
 ঝলমল করিতেছে ॥ ২১
 এ অঙ্গসকলে, কিবা সাজাইবে,
 স্বর্ণমণি আভরণ ।
 পূর্ণ শশধর, জ্যোৎস্নারে সাজায়,
 কোথা খদ্যোতের গণ ॥ ২২
 কিশোরীর মুখ, আর শশধর,
 দৌহারেই দেখ সখি ।
 এ মুখেঃ কাছে, আমি শশধর,
 অতি তুচ্ছ করি লেখি ॥ ২৩
 রাখিকা আইলা কাছে দেখি নটরাজ ।
 লুকাইলা কোতুকেতে এক গুহা-মাজ ॥ ২৪
 কক্ষে না দেখিয়া রাখা ছাড়িয়া নিগাস ।
 ললিতারে কহিছেন গদ গদ ভাষ ॥ ২৫
 সখি বুধা হইল সকল পরিশ্রম ।
 দেখিতে না পাই এথা সেই প্রিয়তম ॥ ২৬
 বুঝি অল্প কোনো জন আপন প্রিয়ারে ।
 ডাকিয়া থাকিবে সেই বেণুরবধারে ॥ ২৭
 মোরা কুম্ভ-বেণু-বুদ্ধি করিয়া তাহায় ।
 বুধা আইলাম বনে কি করিহু হায় ॥ ২৮
 যদি কহ তেন বেণু বাজাবে কে আর ।
 তবে বুঝি ডাকিছেন সখীয়ে পদ্যার ॥ ২৯
 সেহ আসিয়াছে শুনি সেই বেণু-গানে ।
 তারে লয়া গিয়াছে সে অঙ্কন স্থানে ৩০
 এক্ষণ করিব কিবা কহ সহচরি । *
 কিশোরী মোহন বিনে স্থির হতো নারি ॥ ৩১
 ললিতা কহেন নাহি ভাব ।
 এখনী তাহার দেখা পাব ॥ ৩২
 অসুভব কর স্থির-মনে ।
 দিব্যগন্ধ বহিছে এখানে ॥ ৩৩ ।
 * মন স্থির নাহি হয় না দেখিয়া হরি ।

এই গন্ধ তার অঙ্গ বিনে ।
 নাহি দেখি আর কোনো স্থানে ॥ ৩৪
 আছে সেহ এথা লুকাইয়া ।
 বাহির করহ অবেশিয়া ॥ ৩৫
 এক দিকে যাহ এক জন ।
 এই রূপে দেখ সব বন ॥ ৩৬
 বনে যদি দেখা নাহি পাও ।
 নিরখিবে গিরির গুহাও ॥ ৩৭
 এত কহি তাঁহারা সকলে ।
 ভ্রমণ করেন নানা স্থলে ॥ ৩৮
 কিশোরী অধিক ভাবাবেশে ।
 ভ্রমণ করেন দেশে দেশে ॥ ৩৯
 তঁহি কিছু দূরে এক তমাল দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিলা কুম্ভ-বলিয়া জানিয়া ॥ ৪০
 শঠবর আমাদিগে ডাকিয়া আনিয়া ।
 রহিয়াছ এখানে কি লাগি লুকাইয়া ॥ ৪১
 বুঝি ডাকিছিলে তুমি পদ্যার সখীয়ে ।
 এখানে রযাছ তুখে না দেখিয়া তারে ॥ ৪২
 আশ আশ কিছু দুখ নাহি ভাব মনে ।
 তারে আনি মিলাইয়া দিব তোমা মনে ॥ ৪৩
 অথবা সে আসিবেক এই শঙ্কা করি ।
 লুকাইয়া রহিয়াছে বনের ভিতরি ॥ ৪৪
 পলাতো নাহিবে আর ধরিয়া রাখিব ।
 চলাবলা আইলেই দেখাইয়া দিব ॥ ৪৫
 সেহ আমাদের কাছে দেখিয়া তোমারে ।
 অপমান করিবেক বিবিধ প্রকারে ॥ ৪৬
 এত কহি তার কাছে যাইয়া কিশোরী ।
 দরিলেন তমালেরে দ্বাভ পসারি ॥ ৪৭
 পরশেতে তরু, বলিয়া জানিয়া,
 দুঃখিত হইয়া রাই ।
 দীঘল দীঘল, নিগাস ছাড়িয়া,
 পুন গেলা অল্প ঠাই ॥ ৪৮
 এখানেতে যত, সহচরীগণ,
 বনে গ্রামে না পাইয়া ।
 যে গুহাতে তঁহি, লুকায়া আছেন,
 প্রবেশিলা তাহে গিয়া ॥ ৪৯
 তাহাদিগে দেখি, বাঁশী লুকাইয়া,
 চতুর্ভুজ হল্যা হরি ।

গোপীরা তাহারে, দেখিয়া কহেন,
সবে পরধাম করি ॥ ৫০
আহা মরি মরি, এ গুহা ভিতরি,
ইন্দ্রনীল মণিময় ।
ত্রীপতি দুরতি, প্রতিষ্ঠা করিল,
কোন কঠী মহাশয় ॥ ৫১
সখীদের কথা, শুনিয়া রাধিকা,
আইলেন সেই ঠাই ।
তাহারে দেখিয়া, কৃষ্ণ লুকাইলা,
অধিক সে হুটী বাই ॥ ৫২
কিবা কিশোরীর, প্রেমের মহিমা,
নাহি পারি কহিবারে ।
যা পাব বলতে, আপন মহিমা,
প্রভু না রাধিতে পারে ॥ ৫৩
সখা সব কহিছেন রাধিকার প্রতি ।
সখি দেখ আসি এক মাধব-দুরতি ॥ ৫৪
এখনি ইহার ছিল দিয়া ভুজ চারি ।
তুই বাহু কোথা গেল জানিতে না পারি ॥ ৫৫
একি এই প্রতিমার প্রভাব-প্রকাশ ।
কিসা কোনো কুহকের মায়াব বিলাস ॥ ৫৬
ত্রীরাধিকা কাছে আসি ভাল করি দেখি ।
কহিছেন সখাদিগে হয়্যা মহাশুখা ॥ ৫৭
না হয় প্রতিমা এহ কুহক না হয় ।
হয় এই সেই মনচোরা মহাশয় ৫৮
যদি হত্যা কুহক অথবা বিষ্ণু-মূর্তি ।
না হইত তবে মোর অনুরাগ ক্ষুতি ॥ ৫৯
এত কহি কৃষ্ণ-করে কিশোরী ধরিল ।
কিশোরীমোহন তবে হাসিতে লাগিল ॥ ৬০
করে ধরি বাহিরে আনিয়া ।
কৃষ্ণে রাধা কহেন হাসিয়া ॥ ৬১
যত শঠ আছয়ে সংসারে ।
তুমি রাজা তাদের মাঝারে ॥ ৬২
পরে দুখ দিতে অকারণে ।
তোমা হেন কেহ নাহি জানে ॥ ৬৩
কৃষ্ণ কন ইহা নাহি কবে ।
আমি শঠ হলে্য তুমি হবে ॥ ৬৪
শঠ বিনে শঠের সহিতে ।
পিরিতি না হয় কোনো মতে ॥ ৬৫

রাধিকা কহেন এই কথা ।
সত্য বটে না হয় অথবা ॥ ৬৬
কিন্তু সব স্থানে ইহা নয় ।
পদ্মস্বর-পিরিতি-বিষয় ॥ ৬৭
মোর প্রেম আছয়ে তোমায় ।
তাহা নাহি তোমার আশায় ॥ ৬৮
সাধু ভাল বাসে সব জনে ।
শঠ রত নহে কোনো স্থানে ॥ ৬৯
শুনি এত রাধার বচন ।
কহিছেন কিশোরীমোহন ॥ ৭০
বৃন্দাবনেখরি তোমা সনে বাক্যরণে ।
কে পারয়ে বিজয়ী হইতে ত্রিভুবনে ॥ ৭১
এখন রাধিয়া এ সকল পরিহাস ।
মোর আশা পরিপূর্ণ কর করি রাস ॥ ৭২
দেখ দেখ অতি রমণীয় এই স্থল ।
চিকণ বাসুকাময় চোরস ভুতল ॥ ৭৩
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ ।
যোগ্য হয় এই স্থানে করিতে নর্তন ॥ ৭৪
রাধিকা কহেন মোরা করি তবে রাস ।
তুমি যদি কর বহুমূর্তি পরকাশ ॥ ৭৫
ভাল ভাল বলি তবে নন্দের সুমার ।
যত গোপী তত নুতি কৈলা আপনার ॥ ৭৬
তবে ত্রীরাধিকা নটবরে মাগে করি ।
চারি দিকে দাঁড়াইলা যত সহচরী ॥ ৭৭
বহু নুতি প্রকাশ করিয়া নটরাজ ।
প্রবেশিলা তুই তুই গোপিকার মাঝ ॥ ৭৮
তাহাতে হইল যেই শোভা অতিশয় ।
তার উপমান কোনো স্থানে দৃষ্ট নয় ॥ ৭৯
যদি খণ্ড খণ্ড মেঘ সৌদামিনী-চয় ।
মণ্ডলী হইয়া করে কোথাও উদয় ॥ ৮০
যদি স্থির হয় তাহে সৌদামিনীগণ ।
তবে তার ভুল্য কহে ত্রীরতনন্দন ॥ ৮১
গিরিবর-নিকটিই, হিমকণ-বাঙ্গল,
চোরস ভুতল-মাঝেরে ।
নটবর কেশব, নটিনীমণ্ডল,
রাস বিলাসি ই মাঝেরে ॥ ৮২
নটিনী যাবত, নটবর যাবত,
মণ্ডল হোই বিরাজেরে ।

সজ্জিত পাওত, করতাই নর্তন,
 নানা বস্ত্র বাজে ॥ ৮৩
 ললিতা সুন্দরী, ডিগুমি বাওত,
 ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমীরে ॥ ৮৪
 মুরজ বিশাখা, বাদন করতাই,
 চুমি চুমি চুমি চুমি চুমীরে ॥ ৮৫
 চিত্রা হুচতুর, বাওত মডুক,
 দম দম দম দম দা দারে ॥ ৮৬
 চম্পক লতিকা, মর্দল বাওত,
 ধম ধম ধম ধম ধা ধারে ॥ ৮৭
 সুদেবী বাকর, বর বর বর বর করি,
 বাজত অতি মনোহারীরে ॥ ৮৮
 এ সকল বাদন, করিয়া ভাবন,
 রবুন্দন বলিহারীরে ॥ ৮৯
 নবরঙ্গিণি, করি সঙ্গিণি,
 নটবর খরি নাচসে ॥ ৯০
 তড়িত-দাম,- জড়িত শ্যাম,
 জলধর-জম্বু রাজসে ॥ ৯১
 পরিবাদিনি, করধারিণি,
 রমণী-মণি, বাদসে ॥ ৯২
 স্বরযোগিণি, করি রাগিণি,
 হরি মানস-মানসে ॥ ৯৩
 অপর নারি, তমুরা ধারি,
 পঞ্চম স্বর পাওসে ॥ ৯৪
 স্বর তরঙ্গ, বিবিধ রঙ্গ,
 গগন-ভূমি ছাওসে ॥ ৯৫
 ধরি খঞ্জরি, পর সুন্দরি,
 ধম ধম ধম বাজসে ॥ ৯৬
 সজ্জিত করি, বর-কিররি,
 কুল থিক করি লাজসে ॥ ৯৭
 অখরোপরি, মুরলী ধরি,
 কোই কিশোরী শোহসে ॥ ৯৮
 মধুর গান, করি বিধান,
 কিশোরীমোহন মোহসে ॥ ৯৯
 চৌরস ভূতল, রমণী-মণ্ডল,
 মাঝি নাচত গোপালা ॥ ১০০
 সজ্জিত পাওত, বস্ত্র বাজাওত,
 চহদিশ বাবত ব্রজবালা ॥ ১০১

ধ্বজনগজ্ঞন, পদধূগ-চালন,
 কনক-নুপুর তিই পর রাজে ॥ ১০২
 কন কন কঙ্কন, কন কন কঙ্কন,
 কন কন কঙ্কন করি বাজে ॥ ১০৩
 পৌতবরণধাটি, অকল পরিপাটি,
 ঘন ধরনীতল-পরিলোলে ॥ ১০৪
 মুক্তামণিকৃত, হার সুশোভিত
 বনমালা উরপর দোলে ॥ ১০৫
 নতন-সুন্দর,- পল্লব-সমকর,
 ভঙ্গী করি লহ চালে ॥ ১০৬
 চড়া শিখিদল, করতাই টলটল,
 দোলই অলকা কুল ভালে ॥ ১০৭
 শশধর-সম্মিত, মৃদু মধুর স্মিত,
 করত বদনশশি-পর উদয়ে ॥ ১০৮
 ক্রীড়বৃন্দন, করতাই চিত্তন,
 সো রূপ লাবণি নিতি হৃদয়ে ॥ ১০৯
 নটিনীগণ নৃত্য করত
 নটবর করি মাজে ॥ ১১০
 গুরু নবধন বেরি বেরি,
 চমকে চপলা বেরি বেরি,
 নব তমাল তরুণা বেড়ি,
 কনকলতিকা মাজে ॥ ১১১
 নটবর কর দেত তালী,
 বদনে বোলত ভালী ভালী,
 কবচ গান করত মেলি রঙ্গিণীগণ-সাঁথে ॥ ১১২
 তাহে উলসিত বরজনারি,
 নটন করত রঙ্গ বিধারি,
 ভাবভঙ্গি চিত্তহারি, হেরত নিজনাথে ॥ ১১৩
 ললিতগানতালমান- অহুসরি করি পদ নিধান,
 নটন নটিনীগণ-সমান নুপুর ঘন বাজে ॥ ১১৪
 কটিতটধৃতবরকিঙ্গিণি,
 বাজত করি কিণি কিণি কিণি
 বাহার মধুর ধনি শুনি শুনি,
 সারদ মধু লাজে ॥ ১১৫
 গতিবেগি হি বারবার,
 পদোখরোপরি দোলত হার,
 কর-কঙ্কণ কনকায় কর-চালন গোহে ॥ ১১৬

নামাপট মুকুতাফল, ঘন দোলত শ্রুতিকুণ্ডল
খসিয়া পড়ত বেশিক ফুল,
কিশোরিমোহনমোহে ॥ ১০০

এইরূপে নৃত্য গীত করিতে করিতে ।
শ্রীরাধারে বন্দীধারী লাগিল কহিতে ॥ ১০১
প্রিয়ে বড় ইচ্ছা হয় মনেতে আমার !
বেণু-বাদ্য শুনিবারে বদনে ভোঁমার ॥ ১০২
অতএব ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়া ।
বাজাও মুরলী চান্দবদনেতে দিয়া ॥ ১০৩
এত শুনি শ্রীবাধিকা মূহু মূহু হাসি ।
কৃষ্ণকর হইতে লইলা তাঁর কানী ॥ ১০৪
দাঁড়াইয়া হৃদয় ত্রিভঙ্গি ঠামে ।
বাজাইতে আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ ১০৫
একে বেণুরব তাহে শ্রীকৃষ্ণের নাম ।
তাহাতে বাদক পুন রাধা অনুপাম ॥ ১০৬
সে বাদ্যের মাধুরী কি করিব বর্ণন ।
যাহাতে মোহিত হল্য কিশোরীমোহন ॥ ১০৭
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ভাল গাইতেছ প্রিয়ে ।
কিস্ত কিছু নান আছে আমি তা পুরিয়ে ॥ ১০৮
এত কহি মুখ দিয়া সেই বেণু-মুখে ।
গাইতে লাগিলা রাখানাম মহাশুখে ॥ ১০৯
উভয়ে উভয় নাম গাইছেন সাধে ।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধে ॥ ১১০
এক পরিপূর্ণ চন্দ্র উদয় করিয়া ।
জগতে নীতল করে অমৃত বর্ষিয়া ॥ ১১১
দুই পূর্ণচন্দ্র গান অমৃত-বর্ষণে ।
কি আশ্রয় নীতল করিল যে ভুবনে ॥ ১১২
যাহা শুনি সখী সব স্তম্ভিত হইলা ।
পশু-পক্ষি-নেত্রে অশ্রু ঝরিতে লাগিলা ॥ ১১৩
অপর কি কব রাধাকৃষ্ণ হইজন ।
স্তম্ভিত হইলা দুই প্রতিমা যেমন ॥ ১১৪
সেকালে মিলিত কৃষ্ণ-কিশোরী-বদন ॥
যে দেখিল সে করিল সার্থক নয়ন ॥ ১১৫

তার পর কহিছেন হরি ।
শুন শুন বৃন্দাবনেবরি ॥ ১১৬

নৃত্য গীত করি অসম্ভব ।
প্রান্ত হইয়াছ তোরা সব ॥ ১১৭

অতএব নিকুঞ্জে বসিয়া ।
সুখী হও বিপ্রাশ করিয়া ॥ ১১৮
শুনি রাধা কৃষ্ণের ভারতী ।
ভাল বলি দিলা অনুমতি ॥ ১১৯
এক এক গোপী-কর ধরি ।
এক এক কুঞ্জে গেলা হরি ॥ ১২০
করি কাম-সমরবিলাস ।
করিলেন তাঁরা সবে আশ ॥ ১২১
পরে দিবা কুহুম-শয়নে ।
শুইলেন আনন্দিত মনে ॥ ১২২
এই রাস-নৌল্য শূশোভন ।
মনে ভাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৩

ইতি শ্রীগৌতমালায়াং বাসস্তিক-রাসযাত্রা-
বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশৎ গ্রন্থনম্ ।

ষড়বিংশ গ্রন্থন ।

অথ হিন্দোলা-যাত্রা ।

মধুর শ্রাবণ মাসি দেখি ।
গৌর-ভক্তগণ হল্য সুখী ॥ ১
গজাভীরে কদম্বের ডালে ।
বাসিলেন সুন্দর হিন্দোলে ॥ ২
তাহে বসাইয়া গৌর রায় ।
তরু সব সুখেতে দোলায় ॥ ৩
মদন মন্দিরা বাজাইয়া ।
গান করে সুখিত হইয়া ॥ ৪
কল কল করে লুপ্তধ্বনি ।
মন্দ মন্দ জলদেব ধ্বনি ॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন কুতূহলী ।
নাচি ফিরে দিয়া করতালী ॥ ৬

শ্রীমুখ হুতা নাশ, মধুর শ্রাবণ মাস,
বৃন্দাবনে করিল উদয় ।
অঞ্জন-গজমুখাতি, নবীন জলদ-পাঁতি,
আকাশেতে সদাই ভ্রময় ॥ ৭
তাহারা পূজক করি, বৃষ্টি করে সলা বারি,
তাহে ভূমি হইল নীতল ।

যত তরু লতা ছিল, তারা সব মঞ্জরিল,

হরিত হইল সব দল ॥ ৮

কলস কুটজবন, মালতী শেফালীগণ,

পুষ্পিত হইল অতিশয় ।

তাহে মধুকর সব, করিয়া মধুর রব,

মধু পান করিয়া ভ্রময় ॥ ৯

জলদের নাদ শুনি, করি কেও কেও ধ্বনি,

শিখীসব করয়ে নর্তন ।

শ্রীরঘুনন্দন ভণে, বর্ধাকালে বৃন্দাবনে,

যে শোভা সে না হয় বর্ণন ॥ ১০

আইল শ্রাবণ মাস লেখি সখীগণ ।

করিলেন হিমোলার চৌকী বিরচন ॥ ১১

গজবন্ত-বিরচিত সুবর্ণ-খচিত ।

নীল পীত রক্ত সিত মণিতে জড়িত ॥ ১২

স্কোমল সৌ তাহে দিবা উপাধান ।

ফুলের নাগর আর ফুলের বিতান ॥ ১৩

নানা বর্ণ পটভূত-বিরচিত ডারী ।

বাঞ্ছিত তাহাতে অতিশয় দৃঢ় করি ॥ ১৪

সেই দোলা বংশীবট-তরুর শাখায় ।

বাঙ্কাইয়া বাঙ্কস্ত দুন্দরু দিলা তায় ॥ ১৫

তবে কৃষ্ণে কহিছেন সহচরীগণ ।

এইত দোলায় তুমি কর আরোহণ ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি একা না চড়িব ।

কিশোরীরে সঙ্গে দাও তবে আরোহিব ॥ ১৭

শ্রীরথিকা কহেন একি আশ ।

কহিতে না হইল তরাস ॥ ১৮

পরের রমণী তোমা সনে ।

দোলায় চড়িবে কি কারণে ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ কহেন হাসি হাসি ।

একি কথা কহিলে রূপসি ॥ ২০

তোরা হও পরের রমণী ।

ইহা আমি সপনে না জানি ॥ ২১

আমিহ জানিলে পর-নারী ।

ভায় সনে পিরিত্তি না করি ॥ ২২

ললিতা কহেন হাসি বাণী ।

অপূর্ব ধার্মিক তুমি জানি ॥ ২৩

বুঝি গোপী সকলের সনে ।

হইয়াছে বিবাহ সপনে ॥ ২৪

সব কথা শুনি হাসি করি ।

কহিছেন পুনশ্চ কিশোরী ॥ ২৫

সখি মোরা তবে কেন থাকি অতৃষ্ণাই ।

চল চল ব্রজরাজ-ভবনেতে যাই ॥ ২৬

রাজা রাজরাণী হবে পুণ্ডর শাশুরী ।

আদর হইবে কত ব্রজের ভিত্তি ॥ ২৭

বিশাখা কহেন সখি যাইলে সেখানে ।

হুইতে হইবে এই শ্রামের শয়নে ॥ ২৮

অভ্যাস বিহনে তাহা করিবে কি করি ।

অতএব চড় এই দোলায় উপরি ॥ ২৯

রাধিকা কহেন ভেদ নাই মোর তোর ।

তুমি চড় তবেই হইবে চড়া মোর ॥ ৩০

বিশাখা কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলা ।

তবে তিহ রাধিকারে আসিয়া ধরিলা ॥ ৩১

কোলে তুলি লয়া তাঁরে কিশোরীমোহন ।

দোলায় উপরি গিয়া কৈলা আরোহণ ॥ ৩২

তাহা নিরখিয়া, যত সখীগণ,

অতি আনন্দিত-মন ।

উল্লু উল্লু উল্লু, নিনাদ করিয়া,

করে ফুল বরিষণ ॥ ৩৩

তবে নটবর, আপনি বসিয়া,

রাধারে বসাল্য বামে ।

সহচরী সব, হৃদিগে দাঁড়ায়,

দোলায়েন ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৪

প্রত্যন্ত করে, দোলা বারে বারে,

দেখি চমৎকার লাগে ।

যেন হরকিত, হৃন্দর তরুণি,

জলধিতরঙ্গ-বেগে ॥ ৩৫

দোলাতে আছয়ে, যাবত কিঙ্কর,

করু করু করি বাজে ।

যে রব শুনিয়া, সারস সকল,

পড়ে অতিশয় লাজে ॥ ৩৬

মৃদঙ্গ মন্দিরা, তম্বুরা সারঙ্গী,

বীণা বেণু বাজাইয়া ।

গোপীগণ গান, করেন সঙ্গিতে,

শ্রীরঘুনন্দনে নিয়া ॥ ৩৭

দেখ সখি কিবা দোলে শ্রীরথিকা শ্রাম ।

বিমানের উপরিতে যেন রতি কাম ॥ ৩৮

পুষ্পক উপরি যেন সীতা রঘুবর ।
 বিদুরী জলদ যেন শশীর উপর ॥ ৩৯
 জামের বামেতে কিবা শোভিছে রাধিকা ।
 তমাল নিকটে যেন কাঞ্চন লভিকা ॥ ৪০
 রাধার নিকটে কিবা শোভিছে নাগর ।
 হেমকমলিনী-কাছে যেন মধুকর ॥ ৪১
 শ্রীরঘুনন্দন কহে ভাবি মনে মনে ।
 কিশোরী কিশোর অমুপাম ত্রিভুবনে ॥ ৪২
 কহেন শ্রীহরি, বৃন্দাবনধরি,
 শুনিতেছ দিয়া চিত ।
 নানা বাধ্য করি, সব সহচরী,
 ভাল গাইতেছে গীত ॥ ৪৩
 মোরা দোহে মেলি, বাজাই মুরলী,
 অই গানে মেলি করি ।
 ইহাতে মিলিত, হলো অই গীত,
 হবে আরো মনোহারি ॥ ৪৪
 এত কহি শুনি, কৃষ্ণ আর ধনী,
 মুখ দিয়া মুরলীতে ।
 দোহে একবারে, দিয়া সুতকারে,
 আরস্তিলা বাজাইতে ॥ ৪৫
 অতি মনোহর, সে মুরলী-স্বর,
 ঢাকিল সকল রবে ।
 যাহার শ্রবণ, করি গোপীগণ,
 মোহিত হইলা সবে ॥ ৪৬
 সে নাদ শুনিয়া, গমন তুলিয়া,
 যমুনা উজান বহে ।
 শ্রীরঘুনন্দন, সবিস্ময়মন,
 একি একি একি কহে ॥ ৪৭
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে মোর এই গানী ।
 নাহি জানি করিয়াছে কত পুণ্যরাশি ॥ ৪৮
 করিলে তুমিহ যারে আপনি চুম্বন ।
 মোর ভাগ্যে নাহি হয় যাহার স্বটন ॥ ৪৯
 কহিতে কহিতে হয় চপলা উজোর ।
 গরজে জলদ-জাল করি মহা সোর ॥ ৫০
 তাহে অতি ভীত হয় বৃন্দাবনধরী ।
 ধরিল কৃষ্ণের গলে দুবাছ পসারি ॥ ৫১
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন মেঘ থাকহ কুশলে ।
 কখনো যা পাই নাই তাহা তুমি দিলে ॥ ৫২

সখীসব কৃষ্ণ কোলে কিশোরী দেখিয়া ।
 কহিতে লাগিল। অতি সুখিত হইয়া ॥ ৫৩
 একি আমাদের আজি মঙ্গল বাসর ।
 প্রসন্ন হয়্যাছে বুঝি ষাণ্ড অমর ॥ ৫৪
 নিরবধি যাহা দেখিবারে সাধ করি ।
 কিন্তু তাহা সিদ্ধ নাহি করে সহচরী ॥ ৫৫
 আশ্রিত যেথেষ্টে তাহা সিদ্ধ করি দিল ।
 দেখিয়া নয়ন মন সব জুড়াইল ॥ ৫৬
 একি বেড়ি আছে মেঘে স্থির সৌদামিনী ।
 অথবা তমাল তরু মাধবী কাঞ্চনী ॥ ৫৭
 হিম্মোলা দোলাও সবে অধিক করিয়া ।
 হেনই থাকুক রাই ত্রাসিত হইয়া ॥ ৫৮
 দেখি দেখি আমাদের জুড়াকু নয়ন ।
 জনম সফল করু এ রঘুনন্দন ॥ ৫৯
 ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং হিম্মোলা-যাত্রা বর্ণনং যাম
 ষড়বিংশ গ্রন্থনম্ ।

সপ্তবিংশ গ্রন্থন ।

অথ রাস-যাত্রা ।

শরদ-পূর্ণিমা বিভাবরী ।
 দেখিয়া সুখিত গৌর হরি ॥ ১
 প্রেমরসে গরগর মন ।
 রাসলীলা কৈলা আরম্ভণ ॥ ২
 করে ধরি গদাধর-কর ।
 কত নৃত্য করেন সুন্দর ॥ ৩
 কত গান করেন মধুর ।
 যাহা শুনি মুগ্ধ সব সুর ॥ ৪
 কত ভাবি কৃষ্ণ অশ্রুজ্ঞান :
 বিলাপ করেন অপেয়ান ॥ ৫
 পুন ভাবি তাঁর সাক্ষাৎকার ।
 পান কত আনন্দ বিকার ॥ ৬
 পুন গীত করেন নর্তন ।
 তাহা ভাবে এ রঘুনন্দন ॥ ৭

শরদ-পূর্ণিমা রাত্রি, প্রকৃত মল্লিকা আতি,
 মাধবী মালতী বিকসিত ।

চম্পক পূর্ণাগ আম, বকুল কেতকী জাম,
 সব তরু হইল পুষ্পিত ॥ ৮
 মধুকর-পাঁতি পাঁতি, মধু-গন্ধে মাতি মাতি,
 গান করি উড়িয়া বেড়ায় ।
 শ্রোক পড়ে শুকপাখী, কেও কেও করে শিখী,
 কোকিল পঞ্চম স্বর গায় ॥ ৯
 হেন কালে শশধর, ক্রিষ্ণিত লোহিতকর,
 পূর্বদিকে উদয় করিলা ।
 যারে করি দরশন, সংসারের সব জন্ম,
 তাপ তেজি হুথিত হইলা ॥ ১০
 গোপী-মুখ-তুলাকরি, সেই শশধরে হেরি,
 বন-শোভা করি নিরীক্ষণ ।
 করিবারে মহারাস, মনেতে করিলা আশ,
 নটবর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১
 তবে কালিন্দীর কূলে, কদম্ব তরুর মূলে,
 ত্রিতন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়া ।
 দিবা রাগ আলাপনে, ডাঁকেন কিশোরীগণে,
 মুখ-শশধরে পানী দিয়া ॥ ১২
 সেই শব্দ সব দিকে করিলা ধাবন ।
 প্রবেশিল কৃষ্ণ-শ্রিয়-গোপিকা-শ্রবণ ॥ ১৩
 তাহে কেহ কেহ হল্যা অধিক স্তম্ভিত ।
 কারো কারো শরীর হইল রোমাঞ্চিত ॥ ১৪
 কারো কারো বস্মজল গলে অবিরল ।
 কারো কারো তরু করে কম্পে টল বল ॥ ১৫
 কিছুকাল পরে তারা সম্মিত পাইয়া ।
 মনে মনে কহিছেন বিচার করিয়া ॥ ১৬
 একি হুধা-ধারা শব্দ স্বরূপে সঞ্চারে ।
 কিম্বা আকর্ষণ মন্ত্র কেহ গান করে ॥ ১৭
 বুঝিহু এ সব নহে কিন্তু নটয়ায় ।
 ধাঁশীতে করিয়া গান ডাকিছে আমায় ॥ ১৮
 এত কহি সকলেই উৎকর্ষিত-মন ।
 কিশোরীমোহন-কাছে করেন গমন ॥ ১৯
 কেহ ছুড় দোহাইতে ছিল ।
 তাহা রাধি গমন করিলা ॥ ২০
 কেহ ছুড় চুলীতে রাধিয়া ।
 চলিলেন নাহি নামাইয়া ॥ ২১
 পক অন্ন রাধিয়া চুলায় ।
 কোনো কোনো গোপী বেগে ধায় ॥ ২২

কেহ পরিবেষণ উপেখি ।
 কেহ পতি-সুশ্রবণ রাধি ॥ ২৩
 কেহ শিশু-গোষণ তেজিয়া ।
 ধায় লোক-লজ্জা না গণিয়া ॥ ২৪
 কেহ যায় তেজিয়া ভোজন ।
 কেহ করি পান উপেক্ষণ ॥ ২৫
 তরু জলে ক্ষুধা পিপাসায় ।
 তাহা নাহি গণয়ে হিয়ায় ॥ ২৬
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।
 শ্রেয়ের স্বভাব এই হয় ॥ ২৭
 কেহ যায় অর্কি অঙ্গে করি উত্তর্জন ।
 কেহ যায় এক নেত্রে লইয়া অঞ্জন ॥ ২৮
 কেহ উত্তরীয় পরে নিতম্ব উপরে ।
 উপরি অঙ্গেতে অধরীয় বাস পরে ॥ ২৯
 গলায় কিস্কিনী-দাম নিতম্বেতে হার ।
 কেহ পরে করে ঠাক চরণেতে তাড় ॥ ৩০
 মন দায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে ।
 অতএব অন্ন সব কন্ডা তুলিয়াছে ॥ ৩১
 পতি পিতা মাতা ভ্রাতা করয়ে বারণ ।
 তাহা নাহি শুনে নাহি ফিরে গোপীগণ ॥ ৩২
 শ্রীরঘুনন্দন কহে কৃষ্ণে যারে টানে ।
 অপরের কথা কহু সেকি শুনে কাণে ॥ ৩৩
 হরি-মুখ-শশধর-দরশন আশে ।
 চলতঁহি গোপীগণ তছু পাশে ॥ ৩৪
 করিবর-মদুর-গমন-বিলাসে ।
 হংসীকুল-গতি-গরব গরাসে ॥ ৩৫
 নৃপুত্র কিস্কিনী কুশু বৃক্ষ বাজে ।
 থাকো ধনি শুনি সারস লাজে ॥ ৩৬
 দোলই হার পরোধর-মাতে ।
 ক্ষীরকি ধারা ঘেঁছন বাতে ॥ ৩৭
 শ্রবণহি কান্ধন-কুণ্ডল দোলে ।
 নাসাবেশ্বর মুহু মুহু লোলে ॥ ৩৮
 পাঁঠাই দোলত বেগি ভুজঙ্গী ।
 তাহে চম্পক কাম্পক রঙ্গী ॥ ৩৯
 চলতঁহি বংশী-ধনি অনুসারে ।
 শ্রীরঘুনন্দন পাছু উপধারে ॥ ৪০
 যাইতে যাইতে পথে বত গোপীগণ ।
 কহিছেন এই কথা উৎকর্ষিত-মন ॥ ৪১

মরলারে তুমি আর নাহি কর গান ।
 করিয়াছি আমি তোমার নিকটে পয়াণ ॥ ৫২
 কুল মান লাজ সব লইলে হরিয়া ।
 কি ফল হইবে তাহা লোকে জানাইয়া ॥ ৫৩
 বুঝি ডাকিতেছ দেখি বিলম্ব আমার ।
 কি করিব নিভৃশ-কুচের বড় ভায় ॥ ৫৪
 চলিতেছি কত যুগ পারি না গণিতে ।
 তথাপি না পাইলাম বন্ধুরে দেখিতে ॥ ৫৫
 হইবে কি না হইবে সেই স্তম্ভকণ ।
 বাহাতে দেখিতে পাব সে চাঁদবদন ॥ ৫৬
 বিধি অকুল যদি হয় কোনো মতে ।
 অবৈ পাইতে পারি তাহারে দেখিতে ॥ ৫৭
 এইরূপ কহিতে কহিতে গোপীগণ ।
 উপস্থিত হল্যা খেদা কিশোরীমোহন ॥ ৫৮
 দেখি তারা মদনমোহনে ।
 কহিছেন সবে মনে মনে ॥ ৫৯
 ওরে ওরে আমার নয়ন ।
 নাহি কর নিমেষ এখন ॥ ৬০
 তাহা যদি নাহি কর তুমি :
 তবে স্থখে বন্ধ দেখি আমি ॥ ৬১
 যার প্রাপ্তি-আশা নাহি ছিল ।
 তাও বিধি রূপা করি দিল ॥ ৬২
 কিন্তু তোর কল্পনা বিহনে :
 আশা নাহি পূর দরশনে ॥ ৬৩
 আর এক শুনহ বচন ।
 অশ্রু-জল কর সমরণ ॥ ৬৪
 অশ্রু-জলে ঢাকিলে তোমারে ।
 দর্শনেতে বাধ হতো পারে ॥ ৬৫
 শ্রীরঘুনন্দন নিবেদয় ।
 হেন প্রেম সস্তব না হয় ॥ ৬৬
 গোপীগণ নিকটে আইলা নিরখিয়া ।
 গোপীনাথ কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৬৭
 ভাগ্যবতীগণ হুখে আসিয়াছ তোরা ।
 কিবা আচরিব তোমাদের প্রিয় মোরা ॥ ৬৮
 কহ কহ ব্রজে ত না হয় কোনো ভয় ।
 তাহা হলো শীঘ্র মোরে বাইবারে হয় ॥ ৬৯
 বুলিলাম ভয় নাই তবে কি কারণে ।
 রজনীতে আসিয়াছ তোরা ঘোর বনে ॥ ৭০

যদি কহ আসিয়াছ দেখিবারে কন ।
 তাহা দেখা হল্য আর থাক কি কারণ ॥ ৭১
 বন্ধুগণ তোমাদিগে অবেষণ করে ।
 নাহি ফেল তাহাদিগে সাক্ষস-পাথারে ॥ ৭২
 যদি কহ আসিয়াছ দেখিবারে তোহে ।
 সেহ যোগ্য সব জন প্রীতি করে মোহে ॥ ৭৩
 কিন্তু তাহে অস্ত্র কোনো রহস্ত-আশয় ।
 করিবারে কদাচ উচিত নাহি হয় ॥ ৭৪
 আপন স্বামীতে ভক্তি রাখিবে রমণী ।
 শ্রীরঘুনন্দনে যেন জনক-নন্দিনী ॥ ৭৫
 যে রমণী উপেক্ষা করয়ে নিজ পতি ।
 তাহার অযশ হয় পায় অধোগতি ॥ ৭৬
 হৃদয়ল হৃদয় বৃদ্ধ রোগী বা নির্জন ।
 যে হক সে হক পতি নারীর জীবন ॥ ৭৭
 অতএব গৃহে গিয়া কর গৃহ-কর্ম ।
 পতি-সেবা কর সেই রমণীর ধর্ম ॥ ৭৮
 তামাতে যদ্যপি চাহ পিরিত করিতে ।
 দূরে থাকি তবে পাও আমার চরিতে ॥ ৭৯
 নিকটে থাকিলে প্রীতি নহে অতিশয় ।
 এই কথা লোক-শাস্ত্র-অভিমত হয় ॥ ৮০
 অতএব তোরা গৃহে করহ গমন ।
 এথা অবস্থান নাহি কর এক ক্ষণ ॥ ৮১
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বাজায়া মুরলী ।
 আপনি ডাকিয়া আনি একি ঠাকুরালী ॥ ৮২
 শ্রীকৃষ্ণের শুনিয়া বচন ।
 গোপীসব চিত্তায় মগন ॥ ৮৩
 অধোমুখী হইয়া আছয় ।
 ঘন ঘন নিখাস ছাড়য় ॥ ৮৪
 অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ।
 তাহে কুচকুম্ব ধুইল ॥ ৮৫
 ভ্রমীতল লিখি চরণেতে ।
 ছিদ্র চাহে বুঝি প্রবেশিতে ॥ ৮৬
 শুদ্ধ হয়্যা গিয়াছে বদন ।
 দুখে কিছু ক্ষুরে না বচন ॥ ৮৭
 পরে কিছু রূপিত হইয়া ।
 অশ্রুজল ফেলিয়া পুছিয়া ॥ ৮৮
 শুষ্ঠ কাপে জড়িত বচন ।
 কিশোরীমোহনে কিছু কন ॥ ৮৯

স্তন স্তন ওহে মহাশয় ।
 অতি ত্বর এ ভারতী, আমা সকলের প্রতি,
 তোমার কহিতে যোগ্য নয় ॥ ৮০
 মোরা তেজি কুললাজ, গৃহ-সুখ গৃহ-কাজ,
 অসিয়াছি তোহে সেবিবারে ।
 ভঞ্জে নারায়ণ ধেন, আমাদিগে তুমি ভেন,
 ভজ নাহি ভেজ অবিচারে ॥ ৮১
 কহিলে যে শাস্ত্র মৰ্ম্ম, পতি-সেবা নারী-ধৰ্ম্ম,
 ইহাতে জানিহু তোহে জ্ঞানী ।
 কিস্ত মোরা শিষ্য নাহি, আমাদিকে ইহা কহি,
 কি ফল হইল নাহি জানি ॥ ৮২
 যেহ সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ভেজি, তোহে ভজে প্রেমে মজি,
 তাহারে প্রশংসে শাস্ত্রগণ ।
 এলাগি সেবিতো তোহে, অসিয়াছি তেজি গেহে
 সের্ং আশা না কর ভঞ্জন ॥ ৮৩
 লইয়াছ হরি মন, আমাদের এ কারণ,
 কি হইবে যাইয়া ভবন ।
 যাইতেও নাহি পারি. তোমার নিকট ছাড়ি,
 এক পদ না চলে চরণ ॥ ৮৪
 এ লাগি অধরানিত, দিয়া কামানলদূত,
 সস্তাপেরে কর নিবারণ ।
 অত্যাধা বিরহানলে, দহি তনু পরকালে,
 তোহে পাব কিশোরী-মোহন ॥ ৮৫
 যদি কহ তোরা হও কুলের রমণী ।
 তবে কহি শ্রবণ পাতিয়া স্তন বাণী ॥ ৮৬
 সুধাময় তব গান করিয়া শ্রবণ ।
 দেখিয়া তোমার রূপ ভুবন-মোহন ॥ ৮৭
 চলিত না হয় যেহ স্বধৰ্ম্ম হইতে ।
 হেন কে যুবতি আছে এই ত্রিলোকীতে ॥ ৮৮
 যেই গান শুনি আর যেই রূপ দেখি ।
 মুগ্ধ হয় যাবৎ পাদপ পশু পাখী ॥ ৮৯
 তাহা শুনি তাহা দেখি কামিনী কি পারে ।
 আপনার কুল ধৰ্ম্ম লাজ রাধিবারে ॥ ৯০
 কহিতেছ দূরে থাকি পাইতে তোমায়ে ।
 মন না পাইলে তাহা হবে কি প্রকারে ॥ ৯১
 এ লাগি যোদের প্রতি সদয় হইয়া ।
 রাখহ আপন কাছে কিস্করী করিয়া ॥ ৯২

গোপীদের যুগে শুনি এ সব বচন ।
 হাসিলা সদয় হয়। কিশোরীমোহন ॥ ৯৩
 দেখি তাঁর হাস, পাইয়া আশাস,
 সুখী হল্য গোপীগণ ।
 প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন
 প্রসন্ন সবার মন ॥ ৯৪
 তাঁহাদের সনে হরি ।
 শোভিলা তেমন, শশাঙ্ক যেমন,
 তারাগণ সঙ্গে করি ॥ ৯৫
 মধুরিম হাস, "নানা পরিহাস,
 প্রেম-রসে আলিঙ্গন ।
 চুম্বই অধর, কড় পয়োধর,
 করিছেন পরশন ॥ ৯৬
 কাহারো নীবাতে, হরি কর দিতে,
 বদন ধসিয়া যায় ।
 একি কর বলি, প্রেমেতে পাগলী,
 মেহ আলিঙ্গয়ে তায় ॥ ৯৭
 এইত প্রকার, করি গোপিকার,
 কাম-উদ্দীপন করি ।
 বনের ভিতরি, ভ্রমণে বিহরি,
 কিশোরীমোহন হরি ॥ ৯৮
 হাসিয়া হাসিয়া গোপীগণ ।
 গান করে কর্ণ রসায়ন ॥ ৯৯
 জয় জয় ব্রজ-যুবরাজ ।
 ধন্যময় যার সব কাজ ॥ ১০০
 অকপট করুণা-ভাজন ।
 হৃদা-রস-সম্মান বচন ॥ ১০১
 অতিশয় সরল-সুন্দর ।
 মিছা কথা কড় নাহি কথ ॥ ১০২
 পরনারী-দরশ-পরশে ।
 সপনেও না করে লালসে ॥ ১০৩
 নিবেদয়ে ত্রীরবন্দন ।
 একি ভক্তি ইঙ্গিত-বচন ॥ ১০৪
 গোপীদের যুগে শুনি ইঙ্গিত-বচন ॥
 কহিছেন হাসি হাসি মদন-মোহন ॥ ১০৫
 ধনি ধনি পোকুলের সৌমভিনীগণ ।
 বাহাদের উপমান না হয় দর্শন ॥ ১০৬

আমি হইয়াও আশ্বারাম চূড়ামণি ।
 বাহাদের রূপে গুণে ভুলিহু' আপনি ॥ ১০৭
 বদন ধিকার করে কোটি শমধর ।
 নয়ন দেখিলে মানি মদনের শর ॥ ১০৮
 তাহাতে কটাক্ষ-বাণ ছাড়ে অবিরত ।
 দিব্য বাণে যেন বাণ বর্ষে শত শত ॥ ১০৯
 অমরের শোভা কিবা করিব বর্ণন ।
 যাহা দেখি মোহিত হয়্যাছে মোর মন ॥ ১১০
 হাব ভাব হেলা লীলা অতি সুশোভন ।
 যাহাতে ভুলিল এই কিশোরীমোহন ॥ ১১১
 কৃষ্ণ-মুখে এই সব নিজ গুণ শুনি ।
 গরবে মাতিল যত ব্রজের রমণী ॥ ১১২
 অতএব তাহার সকলে আপনারে ।
 শ্রেষ্ঠ করি মানিলেন সংসার-মাঝারে ॥ ১১৩
 এই লাগি দেখি কৃষ্ণ আদর সমান ।
 এককালে সকলেই করিলেন মান ॥ ১১৪
 পূর্ব মতে না করেন হাস পরিহাস ।
 ভেন না করেন ভাব কটাক্ষ-বিলাস ॥ ১১৫
 তবে কৃষ্ণ জানি গোপীসকলের মান ।
 ত্রীরাধারে সঙ্গে লয়া কৈলা অন্তর্দান ॥ ১১৬
 ত্রীরত্ননন্দন ভণে ভাল এ উপায ।
 ইহা বিনে সকলের মান নাহি যায় ॥ ১১৭
 কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপীগণ ।
 হইলেন অতি দুঃখিন ॥ ১১৮
 শুকাইল বদন সুদয় ।
 নয়নেতে সলিল গলয় ॥ ১১৯
 মলিন হইল অঙ্গ-ভাস ।
 উতপত বহয়ে নিবাস ॥ ১২০
 সবে কহে একি হল্য হায় ।
 কোথা চলি গেল গ্রামস্বায় ॥ ১২১
 নাহি করিয়াছি কোনো দোষ ।
 তবে কেন সে করিল রোব ॥ ১২২
 কহিছিনু ইঙ্গিত বচন ।
 তাহে কি হইল ক্রুদ্ধ-মন ॥ ১২৩
 আর নাহি করিব ইঙ্গিত ।
 দেখা দাও বন্ধু হে ত্বরিত ॥ ১২৪
 না দেখিয়া স্থির নহে মন ।
 তহু দহে বিরহ-দহন ॥ ১২৫

শুনি গোপীদের বচন ।
 হুখে কান্দে এ রত্ননন্দন ॥ ১২৬
 অশ্বখ পাকড়ী বট, তোরা অতি উচ্চ বট,
 দেখিয়াছ তোরা কোন জন ।
 কটাক্ষ-ভঙ্গীতে করি, আমাদের মন হরি,
 কোথা গেল ত্রীনন্দনন্দন ॥ ১২৭
 চম্পক পুরাণ নাগ, তোরা সবে মহাভাগ,
 মিলি আছ কুসুম-নয়ন ।
 দেখিয়া থাকিবে তোরা, কোথা গেল মনচোরা,
 কহ তাহা করি বিবরণ ॥ ১২৮
 তুলসি কল্যাণ করি, গোবিন্দ-চরণোপরি,
 ভূমি করি থাক সদা বাস ।
 নিজপ্রিয়ে সেই জনে, দেখিতেছ কোন স্থানে,
 কহ করি করুণা প্রকাশ ॥ ১২৯
 মাগতি মল্লিকা জাতি, তোরা সবে সুধিমতি,
 হইয়াছ অকালে পুণ্ডিত ।
 বুঝি সেহ তো সবারে, ছুয়া গেছে নিজ করে,
 দেখিয়াছ বলহ ত্বরিত ॥ ১৩০
 পিয়াল পনস আম, বকুল কাঞ্চন জাম,
 তোরা আছ যমুনার তীরে ।
 নাহি কহ মিথ্যা-কথা, কিশোরী-মোহন কোথা,
 সত্য কহ মোদিগে অচিরে ॥ ১৩১
 ধরনি ভূমিহু কিবা পুণ্য করিয়াছ ।
 যার ফলে কৃষ্ণ-পদ পাইয়া রয়াছ ॥ ১৩২
 দেখিতেছি তুণাভূষ-ছলেতে তোমার ।
 হইয়াছে সব অঙ্গ পূজক বিথার ॥ ১৩৩
 অতএব বন্ধু কোথা আছে তাহা জান ।
 কহি দিয়া আমাদের দেহে রাখ প্রাণ ॥ ১৩৪
 হরিণি দেখিয়ে তোহে প্রেম-নয়ন ।
 দেখিয়াছ ভূমি সেই মদন-মোহন ॥ ১৩৫
 পাইতেছি তার কুলমালার সৌরভ ।
 কহ এই স্থানে কোথা আছয়ে বজ্রত ॥ ১৩৬
 এই মতে বনে বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 লীলা-ভাব-উদয় হইল আচম্বিতে ॥ ১৩৭
 তবে তাঁরা কিশোরীমোহন লীলা বত ।
 তাহা অনুকরণ করেন উনমত ॥ ১৩৮
 কেহ কৃষ্ণ বাল্য-ভাবাবেশে ।
 হুতিয়া রহেন স্তম্ভ দেশে ॥ ১৩৯

কেহ কেহ পাতি আনু কর ।
 ভ্রমিতেছে ভূতল-উপর ॥ ১৪০
 কেহ কেহ করতালী দিয়া ।
 নৃত্য করে ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥ ১৪১
 কেহ কেহ ত্রিভঙ্গী হইয়া ।
 মুরলী বাজায় মুখে দিয়া ॥ ১৪২
 কেহ কেহ দেখে সখাগণ ।
 কৃষ্ণ আসি নাচিয়ে কেমন ॥ ১৪৩
 কেহ কেহ ওরে পাপকালী ।
 রমণক ঘোঁষে যাহা চলি ॥ ১৪৪
 কেহ কেহ তোরা হও স্থির ।
 নিবারিব আমি বায় নীর ॥ ১৪৫
 এত কহি শাটার অঞ্চলে ।
 গোবর্দ্ধন গিরি বলি তোলে ॥ ১৪৬
 এ সকল অদভুত ভাবে ।
 শ্রীরঘুনন্দন মনে ভাবে ॥ ১৪৭
 পরে এই ভাব শাস্ত হলা কত ক্ষণে ।
 পুন কৃষ্ণ-অবেশণ করিছেন বনে ॥ ১৪৮
 তবে তাঁরা কিছু আগে করিয়া গমন ।
 কৃষ্ণ পদ-চিহ্ন দেখি কহেন বচন ॥ ১৪৯
 দেখ এই পদ-চিহ্ন নাগরের বটে ।
 তাহা বিনে অপরে এরূপ নাহি বটে ॥ ১৫০
 দেখ দেখ ধরজ বজ্র অকুল কমল ।
 শঙ্খ মৌন-আদি চিন করে বলমল ॥ ১৫১
 সেই পদ অনুসরি কিছু আগে গিয়া ।
 নারী-পদ-চিহ্ন দেখি কহেন কান্দিয়া ॥ ১৫২
 এ কার চরণ-চিহ্ন দেখে ভাল করি ।
 কে গিয়াছে কৃষ্ণের স্বক্ষেতে কর ধরি ॥ ১৫৩
 এই কত আরাধনা করিয়াছে তারে ।
 লয়া গেছে কৃষ্ণ যারে তাজি মোসবারে ॥ ১৫৪
 শ্রীরঘুনন্দন ভণে উত্তম কহিলে ।
 এ লাগি রাখিকা নাম শাস্ত্রে তার বলে ॥ ১৫৫
 বিপক্ষ-গোপিকা কহে, এই চিহ্ন ভাল নহে,
 বড় ফোড় করয়ে অস্তরে ।
 সকল গোপীর ধন, কৃষ্ণাধর যেই জন,
 হরিয়া লইয়া ভোগ করে ॥ ১৫৬
 সখীগণ কহে বাণী, রাখাপদ হই ধানি,
 এখানেতে দেখ না হিয়ার ।

বাজিবে চরণে বলি, কোলে লইয়াছে তুলি
 রসিক নাগর বুকি তার ॥ ১৫৭
 বিপক্ষ সকলে কহে, এই কথা মিথ্যা নহে,
 তুলিয়া লইয়া গেছে তারে ।
 সেই লাগি নাগরের, চিহ্ন সব চরণের,
 বড় বসিয়াছে হৃৎ তারে ॥ ১৫৮
 সখীগণ পুন ভণে, দেখ দেখ এই স্থানে,
 করিবারে কুসুম-চয়ন ।
 নামায়াছে শ্রীরাধায়, তেঁই এই দেখা যায়,
 দোহাকার চরণ-লক্ষণ ॥ ১৫৯
 অগ্র পদে ভর দিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া,
 নাগর কুসুম তুলিয়াছে ।
 বসি পুন এই স্থলে, কিশোরীর শ্রীকুন্তলে,
 সেই পুষ্প বেশ করিয়াছে ॥ ১৬০
 এই মতে গোপীগণ ভ্রমেন কাননে ।
 অত্র বনে রয়াছেন কৃষ্ণরাধা-সনে ॥ ১৬১
 তবে রাখা ভাবনা করেন মনে মনে ।
 মোর তুলা নারী কেহ নাহি জিজ্ঞাসে ॥ ১৬২
 যে হেতুক সকল গোপীয়ে পরিহারি ।
 একা মোরে লয়া ক্রৌড়া করয়ে শ্রীহরি ॥ ১৬৩
 তবে রাখা কৃষ্ণ সনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 পরিহাস করি তাঁরে লাগিলা কহিতে ॥ ১৬৪
 প্রাণনাথ তোমা সনে করিয়া ভ্রমণ ।
 বড়ই ব্যথিত হলা আমার চরণ ॥ ১৬৫
 অতএব আমি আর পারি না চলিতে ।
 লয়া চল যেথা তব ইচ্ছা হয় চিতে ॥ ১৬৬
 কৃষ্ণ কন প্রিয়ে যদি চলিতে না পার ।
 লয়া যাব আমি কান্ধে আরোহণ কর ॥ ১৬৭
 লক্ষ্মী মোর শ্রিয়া হয় তেঁই বৃকে থাকে ।
 তুমি শ্রিয়তমা কান্ধে রাখিব তোমাকে ॥ ১৬৮
 এত বাণী শুনি রাই শ্রীকৃষ্ণের মুখে ।
 অধোমুখী হইলেন লাজ-কোপ-দুখে ॥ ১৬৯
 তবে কিশোরীর অনুরাগ বাড়াইতে ।
 অস্তর্দ্বান কৈলা কালাচান্দ আচম্বিতে ॥ ১৭০
 তবে রাখা-কৃষ্ণ হারাইয়া ।
 কান্দিছেন ব্যাকুলী করিয়া ॥ ১৭১
 হাহা শ্রিয়তম হা রমণ ।
 কোথা গেল রাখার জীবন ॥ ১৭২

একাকিনী নারী রাখি বনে ।
 গেলে অস্ত্র স্থানেতে কেমনে ॥ ১৭৩
 তোমা বিনে এ ডিন ভূবন ।
 অন্ধকার দেখয়ে নয়ন ॥ ১৭৪
 না দেখি তোমারে মরে দাসী ।
 প্রাণ রক্ষা কর বাঁচি আসি ॥ ১৭৫
 ছেন মতে কান্দিতে কান্দিতে ।
 মুচ্ছা পাই পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৭৬
 কিশোরীর ক্রন্দন শুনিয়া ।
 গোপী সব আইলা ধাইয়া ॥ ১৭৭
 রাধিকার দশা হেরি, যত প্রিয় সহচরী,
 চারিদিকে ঘেরি দাঁড়াইলা ।
 এ কি হইয়াছে হায়, বলি কান্দে উভয়ার,
 ললিতা কোলেতে তুলি নিলা ॥ ১৭৮
 বসন অঞ্চলে করি, পুছিয়া নয়ন-বারি,
 রাই রাই বলিয়া ডাকয় ।
 তথাপিহ রাধিকার, ষোরতর সে মুচ্ছার,
 কোনো মতে নাহি হল্য লয় ॥ ১৭৯
 কিন্তু কৃষ্ণ-ভুক্ত মালা, ললিতার গলে ছিলা,
 তার গন্ধ পাইলা যখন ।
 তখনি নয়ন মিলি, হায় কে লইল বলি,
 শ্রীরাধিকা করেন ক্রন্দন ॥ ১৮০
 তবে সব সহচরী, তাঁহারে সান্বনা করি,
 সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলা ।
 শুনিয়া তাঁহার স্থানে, সন্মানন অপমানে,
 অভিশয় বিষয় পাইলা ॥ ১৮১
 কিশোরীরে সঙ্গে নিয়া, পুন বন অবেশিয়া,
 না পাইয়া কৃষ্ণ-দর্শন ।
 পুলিনে আসিয়া সবে, অতি শ্রমধূর রবে,
 করিলেন গান আরম্ভণ ॥ ১৮২
 দয়িত ভুনাহু তুই, জনম অবধি ব্রজ,
 ভুবন হৈ অতি উজ্জয়ার ।
 নিরবধি কমলা, বসতি করহ ইহ,
 সব জন হৃষিত অপার ॥ ১৮৩
 তুই কিঞ্চীতুল, কেবল আকুল তুই,—
 দর্শন নাহি পাই ।
 অস্তরে দ্রবণ দিয়ে, জীবন রাখহ,
 নারী-বধ-ভয় চাই ॥ ১৮৪

শরদ-কমল-অয়ি, নয়ন-বিশিখে করি,
 বধিতেছ যেই সোমবারে ।
 ইথে কি রমণী-বধ,- পাপ না ঘোষব,
 কো ইহ কহব সংসারে ॥ ১৮৫
 বিষ জল অষ বক, সুরপতি কোপা হৈ,
 পালন করি বহু যতনে ।
 আপন নয়নে করি, করসি বিনাশন,
 অতি অনুচিত ইহা করণে ॥ ১৮৬
 যশোমতী-নন্দন, তাঁহারে কহয়ে জন,
 হোরবি কী পরকারে ।
 হিঁহ করুণাময়ি, তুমি অতি অকারণ,
 ঘটন নো হই বিচারে ॥ ১৮৭
 কোই কোই বোলত, পই নারায়ণ,
 ভব-পালন অবতার ।
 ইহ নাহে গোপীকুল- বধ-কারণ,
 রঘুনন্দন কহ সার ॥ ১৮৮
 যদি কহ কি করিলে তোমরা বাঁচিবে ।
 শ্রবণ করহ নিবেদন করি তবে ॥ ১৮৯
 প্রথমে দেখাও আসি সে চান্দবদন ।
 পরে পরোক্ষের কর কর সমর্পণ ॥ ১৯০
 অথবা চরণ দাও তাহার উপরে ।
 অ-র-অমৃত রসে দিকহ অতরে ॥ ১৯১
 দিনে তুমি যবে বনে করহ গমন ।
 তবে গুণ তুল্য হয় আমাদের ক্ষণ ॥ ১৯২
 ইথে এত বিরহ কি করি সহ্য যায় ।
 তেঁই কহিতেছি তোহে আসিতে এ ধাম ॥ ১৯৩
 আর স্তন তুমি যবে ভ্রম পাবী সনে ।
 তবে কত ব্যথা হয় আমাদের মনে ॥ ১৯৪
 এই ভাবি মোরা অতি কোমল চরণে ।
 কত ব্যথা হয় কুশাকুর-পরশনে ॥ ১৯৫
 রজনীতে সে চরণে ভ্রমিছ কপ্তারে ।
 ইথে মোরা স্থির হব কহ কি প্রকারে ॥ ১৯৬
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বলি হারি যাই ।
 গোপীদের মত প্রেম দেখিতে না পাই ॥ ১৯৭
 যে তব চরণধর শিরীষ কুসমে অয়,
 করি অতি শ্রুকোমল হয় ।
 এ কঠিন পরোক্ষের, বাহা মোরা ধরি ডরে, .
 ও ভয় ॥ ১৯৮

হায় একি সাহস তোমার ।
 সে চরণ সরসিক্কে, ভ্রমিতেছ বন-মাঞ্জে,
 কি করিয়া রজনী-মাকার ॥ ১৯৯
 বনের কঠিন মাটি, তাহে শিলা কোটা কোটা,
 আছে কত কণ্টক-অঙ্গুর ।
 সে সকল পরশনে, তোমার সে শ্রীচরণে,
 ব্যথা কিনা হইছে প্রচুর ॥ ২০০

অতএব নিবেদন, কর এথা আগমন,
 উপেথিয়া গহনে ভ্রমণ ।
 সেবি তব শ্রীচরণ, করি ব্যথা নিবারণ,
 শুন শুন কিশোরী-মোহন ॥ ২০১

হেন মতে নানা গান করি গোপীগণ ।
 কৃষ্ণ না পাইয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ২০২
 হাছা নবমণ্ড-শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।
 মোদিগে ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন ॥ ২০৩
 হাছা পুণ্ডলমুখ মুরলী-বৃন্দন ।
 প্রাণ যায় কাঁটি আসি দাও দরশন ॥ ২০৪
 এই মতে সবে যবে কাঁদিতে লাগিল ।
 তবে কৃষ্ণ লুকাইয়া রহিতে নারিল ॥ ২০৫
 পীতাম্বর গলে দিয়া হাসিতে হাসিতে ।
 আবর্তিত হল্য সেই স্থানে আচম্বিতে ॥ ২০৬
 তাঁহারে নিরখি যত গোপের অবলা ।
 এই বন্ধু এই বন্ধু বলিয়া উঠিল ॥ ১০৭
 কেহ ধরে হুই করে করি তাঁর কর ।
 কেহ তাঁর ভুজ রাখে স্কন্ধের উপর ॥ ২০৮
 কেহ তাঁর প্রসাদ তাবুল নেয় করে ।
 কেহ তাঁর শ্রীচরণ পয়োধরে ধরে ॥ ২০৯
 কেহ অনিমিষ হয়্যা দেখে তাঁর মুখে ।
 কেহ নেত্র মুদি তাঁরে ধ্যান করে মুখে ॥ ২১০
 কিশোরী কুপিত হয়্যা দংশিয়া অধর ।
 ছাড়েন কটাক্ষ শর কৃষ্ণের উপর ॥ ২১১

তাঁরা সবে পাইয়া নাগরে ।
 মুক্ত হল্যা সে বিরহ-জ্বরে ॥ ২১২
 তবে সবে উত্তরী বসন ।
 পাতি করি দিলেন আসন ॥ ২১৩
 তাহাদেয় জানি অভিশ্রয় ।
 বসিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহার ॥ ১১৪

‘গোপী সব মণ্ডলী করিয়া ।’
 বসিলেন তাহারে বেড়িয়া ॥ ২১৫
 মৃত হাঙ্গ কটাক্ষ করয় ।
 তাঁর কর-চরণ সেবয় ॥ ২১৬
 কিছু কোপ আছেয়ে অন্তরে ।
 প্রহেলিকা পুছেন নাগরে ॥ ২১৭
 ভজিলে ভজয়ে কোনো জন ।
 কেহ ভজে বিনাও ভজন ॥ ২১৮
 উভয়েরে কেহ না ভজয় ।
 কহ শ্যাম কে কেমন হয় ॥ ২১৯
 বুনি গোপী-সকলের মন ।
 হাসি কন কিশোরীমোহন ॥ ২২০

পরস্পরে ভজন করায় যে যে জন ।
 নাহি হয় তাহে পশু পিরিতি দর্শন ॥ ২২১
 না ভজিলে ভজয়ে দ্বিবিধ তারা হয় ।
 কণ্ঠা-নিধান আর স্নেহের আশ্রয় ॥ ২২২
 করুণের পঞ্চ হয় কহে সব জন ।
 পিতা মাতা পুত্রে ভজে স্নেহের কারণ ॥ ২২৩
 ভজিলে বা না ভজিলে যারা না ভজয় ।
 তাহাদিকে চতুর্বিধ সব শাস্তে কয় ॥ ২২৪
 অস্বারাম পূর্ণকাম অকৃতজ্ঞ আর ।
 গুরুদ্রোহী চতুর্থ অধম সে সবার ॥ ২২৫
 কৃষ্ণের বচন শুনি গোপবধূগণ ।
 মনে মনে কহিছেন এ সব বচন ॥ ২২৬
 অস্বারাম পূর্ণকাম এহ নাহি হন ।
 তাহা হল্যে না ঘটিত স্ত্রীসনে ক্রীড়ন ॥ ২২৭
 নাহি হন অকৃতজ্ঞ দিব্য জ্ঞানবান ।
 গুরুদ্রোহী হল্যা নিজ বাক্য পরমাণ ॥ ২২৮
 এত ভাবি হাসি সবে ঠারঠারী করে ।
 কিশোরীমোহন পুন কন তা সবারে ॥ ২২৯

ও হে সখীগণ, তোরা মোর মন,
 না জানিয়া কেন হাস ।
 তোমরা আমারে, এ চাপি প্রকারে,
 কিছু করি নাহি বাস ॥ ২৩০
 আমি কৃপা-সিদ্ধ, ভকতের বন্ধ
 ভকতের পরাধীন ।
 তাহাদেয় যাহে, নৃপ হয় তাহে,
 অভিলাষী চিরদিন ॥ ২৩১

তবে তো সবারে, ছাড়িয়া কাতারে,
লুকাইয়া ছিনু যেই ।

তোমাদের প্রীতে, বহু বাড়াইতে,
মোর আচরণ সেই ॥ ২৩২

যেন কোনো জন, অধিক অবন,
চিত্তামণি যদি পায় ।

তাহা হারাইলে, আর সব ভুলে,
সদাই ভাবয়ে তায় ॥ ২৩৩

ভেন আপনারে, ভকত জনারে,
দেখাইয়া একবার ।

আমিহ লুকাই, পিরিতি-বাড়াই,
তাহে কোটিগুণ তার ॥ ২৩৪

এহ সাধারণ, করহ শ্রবণ,
গুপত বচন-সার ।

কিশোরী-মোহন, নারিবে শোধন,
করিতে তোদের ধার ॥ ২৩৫

কৃষ্ণের বচন শুনি গোপনারীগণ ।

দুখ দূরে গেল হল্যা মুখেতে মগন ॥ ২৩৬

তবে কক্ষ যত গোপী তত মূর্তি ধরি ।

রাসলীলা আরম্ভিলা অতি মনোহারী ॥ ২৩৭

দুই দিকে দুই গোপী মধ্যে বংশীধারী ।

দুই দিকে দুই কক্ষ মাঝে গোপনারী ॥ ২৩৮

তাহাতে হইল শোভা অতি চমৎকার ।

নীল পীত মণিতে গাঁথিল খেন হার ॥ ২৩৯

মণ্ডলীর মাঝে রাখা কিশোরীমোহন ।

পরিবেশ-মাঝে মেঘ-বিজুরী যেমন ॥ ২৪০

রবিনন্দিনি, তট মেদিনি,

সমচৌরস রাজে ।

অতি চিকণ সিকতাগণ

তহি উপর সাজে ॥ ২৪১

তহি করতহি রাস ।

বহু রঙ্গিনি, করি রঙ্গিনি,

হরি বত পরকাশ ॥ ২৪২

যত হৃন্দরি, কর কর ধরি,

নৃত্য করত রঙ্গে ।

হু হু হৃন্দরি, কর্তপ করি,

হরি নাচত সঙ্গে ॥ ২৪৩

কটি কিকিণি, নপুংস মণি,

বলয় কঙ্কণ বাজে ।

যার ধ্বনি শুনি, পরিবাদিনী,

সাহিনী মরে লাজে ॥ ২৪৪

গগনোপরি, যত কিরিরি,

ধরি রাগিনি তানে

গান করত, তাল ধরত,

যত মধুর মানে ॥ ২৪৫

নটন হেরি, মুখেতে ভোরি,

সুরগণ-মুনি সঁাখে ।

কুসুম-বৃন্দ, বরিখে মন্দ,

কিশোরী-কিশোর-মাঝে ॥ ২৪৬

নটিনী নটরাজঘটা নটঙ্গি ।

বিজুরী সহ নীরদকী চলঙ্গি ॥ ২৪৭

চরণারুণপদ সমান চলে ।

পালকে নখচন্দ্র-ছটা-সকলে ॥ ২৪৮

মণি নপুংস বাজত চাক্ষু রবে ।

যিহ চূর্ণ করে চটকা গরবে ॥ ২৪৯

বলয়াবলি কিকিণি কঙ্কণ রে ।

মুনি-মানস-মোহন নাদ করে ॥ ২৫০

বর কুণ্ডল বেগি পিঠে তুলিছে ।

তছু চম্পক বাম্প খসী পড়িছে ॥ ২৫১

শ্রুতি কুণ্ডল দোলতহী সখনে ।

কুচমণ্ডল দোলত তার সনে ॥ ২৫২

মণিহার বিলাস উল্লোজ ঘটে ।

রগুনন্দন তোটক ছন্দ রটে ॥ ২৫৩

নাচিছেন নটিনী সঙ্কেতে নটবর ।

যেন হেম নীলমণি প্রীতিমা নিকর ॥ ২৫৪

ধ্বজ-গজ-পদকমল-চালনে ।

নাগরের নপুংস নিনাদ করে যনে ॥ ২৫৫

দোলিতেছে বনমালা চরণ উপরি ।

বুঝি লোভে আশ্বাদিতে চরণ-মাধুরী ॥ ২৫৬

চরণ উপরি ধটা অঞ্চল দোলয় ।

অনুমান করি ধূলী বিধাতা গোছয় ॥ ২৫৭

নৃত্য-বেগে বুকে দোলে মুকুতার হার ।

যেন বায়ুযোগে মেঘে পাতি বলাকার ॥ ২৫৮

শ্রুতিবুগে তুলিতেছে মকর কুণ্ডল ।

যাহে বলমল করে স্রীগণ্ড যুগল ॥ ২৫৯

চূড়াতে ময়ূর-পাখা দোলে যেন যন ।
 যেন শিখী নিজ পুচ্ছে করয়ে নর্জন ॥ ২৬০
 শ্রীরঘুনন্দন কহে বলিহারী যাই ।
 হেন লীলা কোনো স্থানে শুনিতে না পাই ॥ ২৬১
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন তোরা নৃত্য দেখাইয়া ।
 সিকিলে আমার নেত্র সুধায় করিয়া ॥ ২৬২
 এই রূপে যদি কিছু কর তবে গান ।
 শ্রবণ করিয়া তবে হুখী হয় কান ॥ ২৬৩
 এত শুনি গোপীরা কহেন নিজ-নাথে ।
 তবে গাই মোরা যদি তুমি গাও সাঁথে ॥ ২৬৪
 ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ অনুমতি দিলা ।
 প্রথমে গোপিকা সব গান আরম্ভিলা ॥ ২৬৫
 জয় জয় গোপীনাথ গোপিকা-জীবন ।
 গোপবৎ-চাতকিনী প্রিয়নবধন ॥ ২৬৬
 রসিকের চূড়ামণি রসের সাগর ।
 ত্রিভুবনে উপমান-রহিত সুন্দর ॥ ২৬৭
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি গান করি এবে ।
 আমার সঙ্গেতে গান কর তোরা তবে ॥ ২৬৮
 এত কহি গোপীদিগে হাসিত-বদন ।
 গাইবারে আরম্ভিলা কিশোরীমোহন ॥ ২৬৯
 জয় জয় গোকুল-রমণী ।
 ত্রিজগত-নারী-চূড়ামণি ॥ ২৭০
 রূপে গুণে দেখি না উপমা ।
 নাহি আছে রসিকতা সীমা ॥ ২৭১
 এমত চুসন আলিঙ্গন ।
 জানে কোন সায়স্তিনী জন ॥ ২৭২
 এতেক গাইলা যবে হরি ।
 শুনি লাজ পালায় সব নারী ॥ ২৭৩
 ভুরুভঙ্গি করি কৃষ্ণ-পানে ।
 চাহি তবে কুটিল নয়নে ॥ ২৭৪
 এ গীত গাইতে না পারিলা ।
 তবে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ ২৭৫
 পরাজয় পাল্যে তোরা গীতে ।
 যোগ্য হয় আমারে পুজিতে ॥ ২৭৬
 নিবেদয়ে শ্রীরঘুনন্দন ।
 পাইয়াছ কটাক্ষ পূজন ॥ ২৭৭
 পুন কোনো গোপী গাইছেন অস্ত গীত ।
 কিন্তু কৃষ্ণ-স্বরসনে না হুয় মিলিত ॥ ২৭৮

এক গীত এক রাগ কিন্তু আন স্বর ।
 শুনি তারে নিজ মালা দিলা দামোদর ॥ ২৭৯
 অস্ত্র গোপী সে গীতের অতি উচ্চস্বরে ।
 শ্রব করি পঞ্চম গাইলা তত্পরে ॥ ২৮০
 তাঁর গীতে তুষ্ট হুয়া ভাল ভাল বলি ।
 নিজ কণ্ঠ-হার দিলা তাঁরে বনমালী ॥ ২৮১
 কোনো গোপী নৃত্য করি শ্রমার্ত হইয়া ।
 দাঁড়ায়েন শ্রীকৃষ্ণের কান্ধে বাহু দিয়া ॥ ২৮২
 কেহ কৃষ্ণ-অঙ্গকে মাতিয়া মদনে ।
 চুসন করেন তাঁর কমল বদনে ॥ ২৮৩
 কেহ নিজ গুণ দেয় কৃষ্ণ গুণদেশে ।
 কৃষ্ণ তারে দেন নিজ তাম্বুল উচ্চেষে ॥ ২৮৪
 কেহ অতি শ্রান্ত হুয়া সঙ্গীত নর্জনে ।
 কৃষ্ণ-কর আনি দেন আপনার স্তনে ॥ ২৮৫
 এই রূপ গোপীদের লীলা কৃষ্ণসনে ।
 শ্রীরঘুনন্দন ধ্যান করে সদা মনে ॥ ২৮৬
 কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশনে, গোপবধূদের মনে,
 হইল কামের উদ্দীপন ।
 সম্বরিতে নারে বাস, কাঁচলী কুণ্ডল পাশ,
 অঙ্গে বারে স্বর্ঘ্য কণ কণ ॥ ২৮৭
 তাহা জানি রসিক নাগর ।
 এক এক গোপী নিয়া, প্রবেশ করিলা গিয়া,
 এক এক কুঞ্জের ভিতর ॥ ২৮৮
 কুসুম-শয়ন করি, বসি বসি তত্পরি,
 করি নানা রস আলাপন ।
 মদন-সমরাবেশে, পুরিলা সবার আশে,
 যাহা দেখি মোহিত মদন ॥ ২৮৯
 রতি-প্রমে গোপনারী, সুখে বহে স্বর্ঘ্যবারি,
 পুছিদেন তাহা নিজকরে ।
 পল্লব লইয়া হাতে, বীজন করেন তাতে,
 অমরবৃক্ষ গোপী-কলেবরে ॥ ২৯০
 তথাপি তাদের শ্রম, নাহি হয় উপশম,
 জানি তাহা মদন-মোহন ।
 লয়া সব গোপিকারে, জলকেলি করিবারে,
 কালিন্দীতে করিলা গমন ॥ ২৯১
 নানা কেলি করি জলে, উঠিলা সকলে কূলে,
 ধুলা আনি দিলেন বসন ।

তাহা পরিধান করি, বনে বনে ফিরি ফিরি,
তার শোভা করেন দর্শন ॥ ২৯২
পুষ্প তুলি নিজ করে, গোপীদের কলেবরে,
করিলেন বেশ-বিরচন ।
এক এক গোপী সনে, হুইলা নিঃশব্দ-বনে,
তাহা ভাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৯৩
ইতি শ্রীশ্রীতমালায়াং রামস্বাত্রা-বর্ণনং নাম
সপ্তবিংশং গ্রন্থনং ॥ ২৭

অষ্টাবিংশ গ্রন্থন ।

অথ প্রোষিত-ভর্তৃকা ।

তত্র ভাবী বিরহঃ ।
গোরাটান্দ্র যাবেন গময় ।
এই ধরনি হল্য নদিয়ায় ॥ ১
শুনি তাহা ভকত সকল ।
হইলেন অধিক বিকল ॥ ২
তারা সবে করেন ভাবন ।
কে করিবে প্রভুরে বারণ ॥ ৩
না হয় উপায় দরশন ।
কি করিয়া রহিবে জীবন ॥ ৪
অঙ্গকার হইবে নদিয়া ।
মোরা এথা রব কি করিয়া ॥ ৫
শ্রীরঘুনন্দন কান্দি কয় ।
বিধি হল্য বড় নিরদয় ॥ ৬

অক্রুর এত্যাছে ব্রজে, তাহা নাহি জানি নিজে,
রাধিকা কহেন ললিতায় ।
সখি আজি একক্ষণ, স্থির নহে মোর মন,
কি কারণে সোয়াত না পায় ॥ ৭
দিক্ সব দেখি শূন্যময় ।
বৃন্দাবনে শিখিসব, করি কেও কেও রব,
কি লক্ষিয়া নৃত্য না করয় ॥ ৮
কোকিল শারিকা শুক, সকল হয়্যাছে মুক,
হরিশে না করয়ে নর্তন ।
যত কিছু লতা শাখা, সকলেই শ্রান দেখি,
ধূম উগারয়ে গোবর্দ্ধন ॥ ৯

কালিন্দীতে কারণ্ডব, চক্রবাক হংসসব,
নাহি করে মুখে কোলাহল ।
ষাটে নাহি খেলে মৌন, কচ্ছপ সকল দীন,
মলিন হয়্যাছে শতদল ॥ ১০
আমার দক্ষিণস্তন, নৃত্য করে ঝনে ঝন,
তার সনে দক্ষিণ নয়ন ।
ইথে যে অন্তর্য হম, হকু তাহে নাহি ভয়,
মুখে রই কিশোরী-মোহন ॥ ১১
রাধিকার কথা শুনি ললিতা তাঁহারে ।
না পারেন কিছুমাত্র উত্তর দিবারে ॥ ১২
তাহারা জানেন অক্রুরের আগমন ।
শঙ্কা হেতু না কহিলা করিলা গোপন ॥ ১৩
ললিতার স্থানে তবে না পাই উত্তর ।
কহেন রাধিকা বড় শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৪
সখি ভূমি উত্তর না দিলে মোর প্রতি ।
ইহাতে বড়ই শঙ্কা করে মোর মতি ॥ ১৫
কহ কহ কি বিপদ হল্য উপস্থিত ।
ঢাকিয়া রাখিলে আর হবে কিবা হিত ॥ ২৬
এই কথা রাধিকা কহেন গেই কালে ।
তখনো ঘোষণা দিল ব্রজে কোতোয়ালে ॥ ১৭
কংসের আজ্ঞায় কালি মথুরা পত্তনে ।
ব্রজরাজ যাইবেন রামকৃষ্ণ সনে ॥ ১৮
অতএব সজ্জ হয়্যা থাক গোপগণ ।
যাইতে হইবে সবে রাজ-দরশন ॥ ১৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে ওয়ে কোতোয়াল ।
তোমার ঘোষণা বুঝি শমনের শাল ॥ ২০

শুনি সেই ঘোষণার ধনি ।
মূচ্ছা পাই পড়িলেন ধনী ॥ ২১
দেখি দুখি সব সহচরী ।
ভুলি বসাইলা তাঁরে ধরি ॥ ২২
কেহ সুশীতল জল আনি ।
পাখালে তাহার মুখ ধানি ॥ ২৩
কেহ ধরি জলার্জি বসন ।
কয়ে তাঁর অঙ্গেতে বীজন ॥ ২৪
কেহ ডাকে রাই রাই বলি ।
চাহিলেন তিহ নেত্র মিলি ॥ ২৫
কহিলেন সখি ঘোষণায় ।
কি কহিল বলহ আদায় ॥ ২৬

বজ্র হেন প্রবেশিল কাণে ।

এই মাত্র আছে মোর মনে ॥ ২৭

শ্রীরঘুনন্দন কহে ধনি ।

কাজ নাই আর তাহা শুনি ॥ ২৮

বিশাখা কহেন সখি ধৈর্য ধরিয়া ।

শুনহ আমার এক কথা মন দিয়া ॥ ২৯

কালি জাবে বন্ধু কিন্তু পরশ আসিবে ।

এক দিন লাগি এত দুখ না করিবে ॥ ৩০

রাধিকা কহেন যদি পরশ আসিত ।

তবে এত অমঙ্গল কভু না হইত ॥ ৩১

অতএব আমি করি মনেতে বিচার ।

ব্রজের স্থখের হাট হলা ছার খার ॥ ৩২

যদি বন্ধু মথুরাতে করয়ে গমন ।

তবে মেরো কি করিয়া ধরিব জীবন ॥ ৩৩

ললিতা কহেন যাবে হইল প্রভাত ।

না হয় প্রভাত বাহে করি সে বিবাত ॥ ৩৪

কালিন্দীর পূজা করি সেহ নিজ ভাতে ।

কহিয়া বারণ করি রাধিবে প্রভাতে ॥ ৩৫

শ্রীরঘুনন্দন কহে এমত হইলে ।

নিরবধি লজনাথ থাকেন গোকুলে ॥ ৩৬

ললিতা-বচন শুনি, রাই বোলই,

সখি অহুচিত তব ভাষ ।

যমুনাকো সেবত, পুর-রমণীগণ,

বন্ধু-দরশন করি আশ ॥ ৩৭

করব সো ভাহে কাহে বাধ ।

দেবকী ভ্রম, নিরখিয়ে আচরণ,

পূরয়ে ভকতকি-সাধ ॥ ৩৮

ললিতা কহই পুন, রবি পূজন করি,

বর মানব তছু পায় ।

উদয় না হোয়ই, গগন হৈ সো যদি,

রজনী তব না পোহায় ॥ ৩৯

রাই কহত পুন, সখি হই অঘটন,

কৈছে হোয়ব ঘটনা ।

চক্রবর্ধি পতি, তাকো হোয়ত,

কৈছে রহব সো কহনা ॥ ৪০

যদি কফল্য করি, সো নিজ-সুজকো,

রবি দেওই ইহ তার ।

ঐজ-রমণীগণ, মারণ কারণ,

তব দুখ না ঘটই-আর ॥ ৪১

ইহা যিনে আন, উপায় না দেখিয়ে,

চিন্তা করি বহু বার ।

শ্রীরঘুনন্দন, শুনি ইহ বাণী,

রোয়ই করিয়া দুকার ॥ ৪২

বিশাখা বলেন সখি মরা ভাল নয় ।

মরিলে কি হবে লাভ দর্শন না হয় ॥ ৪৩

যদি রাধিবায়ে পার কোনো মতে প্রাণ ।

যত ক্ষণ থাকে ব্রজে দেখে সে বয়ান ॥ ৪৪

নিতান্ত যাইবে যবে গোকুল তেজিয়া ।

তখন করিবে যাহা হয় বিবেচিয়া ॥ ৪৫

রাধিকা কহেন সখি কি হইল হায় ।

পূর্বদিকে অরণ-কিরণ দেখা যায় ॥ ৪৬

লোকে কহে দুখের রজনী না পোহায় ।

তবে কেন এহ অতি দুরাতে দূরায় ॥ ৪৭

বিধি প্রতিফল হইয়াছে মোসবার ।

বুঝি তেই বিপরীত হইল সংসার ॥ ৪৮

অতথা প্রাণের বন্ধু উপেখিবে কেন ।

শ্রীরঘুনন্দন পূর্বের জানকীরে যেন ॥ ৪৯

ইতি শ্রীগীতমালায়াং প্রোষিতভৃত্যকা-বর্ণনে ভাবি-

বিরহ-বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশং গ্রন্থনম্ ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ গ্রন্থন ।

অথ ভবন বিরহ ।

গোরাচাঁপ চলিলা গয়ায় ।

শোক উখলিল নদিয়ায় ॥ ১

কেহ স্থির হও না পারয় ।

মুক্তক হইয়া কান্দয় ॥ ২

কেহ কিছু কহিতে না পারে ।

অনিমিখে চান্দমুখ হেরে ॥ ৩

অধিক ব্যাকুল প্রিয়গণ ।

কে করিবে সে দুখ-বর্ণন ॥ ৪

পই সকলরে আবাসিয়া ।

চলিলা কথোক জন নিয়া ॥ ৫

তাহা দেখি শ্রীরঘুনন্দন ।
পাছে পাছে করিল গমন ॥ ৬

প্রভাত হইল দেখি, অকুর মনেতে সুখী ।
রথ লয়া আইলেন পথে ।
রাম সনে খন শ্যাম, জননৌকে পরশাম,
করিয়া চড়িলা আসি রথে ॥ ৭

তবে রাধা সহচরী-সনে ।
লাজ ভয় উপেখিয়া, পথে আসি দাঁড়াইয়া,
কহিছেন সজল-নয়নে ॥ ৮
ও রে বিধি কুরমতি, জানিলাম কারো প্রতি,
ভোর নাই কক্ষণা কিকিৎ ।

তুমিহ প্রেমের গুণে, যোগ করি সব জনে,
বিনা দোষে কর বিবাহিত ॥ ৯
যদি কহ এ অকুর, কক্ষে লয়া যায় দর,
তবে কহি শুনহ বচন ।

ধরিয়া অকুর নাম, হরিতেছ তুমি শ্যাম,
গোপনারীগণের জীবন ॥ ১০
দিয়াছিলে তুমি হরি, পুন লইতেছ হরি,
দিয়া নেয়া অতি অকরণ ।

শ্রীরঘুনন্দন কয়, বিধি কুম-বশ হয়,
তাহা করে যাহে তাঁর মন ॥ ১১
অথবা দিতেছি দোম বুধা বিধাতায় ।
প্রাণনাথ আমাদের প্রতি নাহি চায় ॥ ১২

উপেখিয়া মোরা সবে গৃহ বন্ধজন ।
উহার চরণ পড়ে লইন শরণ ॥ ১৩
এহ আশা সকলেরে উপেক্ষা করিয়া ।
চলিতেছে মথুরায় নিঠুর হইয়া ॥ ১৪

অতএব বুকিলাম ইহার পিরিতি ।
চির দিন নাহি থাকে কোনো জন প্রতি ॥ ১৫
নবনব সঙ্গে রঙ্গী স্ফদয় ইহার ।
ভ্রমরের সমান ইহার ব্যবহার ॥ ১৬

মধুপুর-নারীদের আজি মুপ্রভাত ।
বাহারা দেখিবে আঁধি ভরি প্রাণনাথ ॥ ১৭
যখন দেখিবে তারা এ চান্দবদন ।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তখন ॥ ১৮

শ্রীরঘুনন্দন কহে বৃন্দাবনবরি ।
ওব আশীর্বাদে মানি আমি সত্য করি ॥ ১৯

মধুপুর-রমণী-স্বমপুর বোল ।
ভনি হোয়ব ইহ অধিক বিভোল ॥ ২০
স্বন্দর হাস নয়ন-ভ্রুঙ্গ ভঙ্গী ।
পেখি ভুলব ইহ নবরস-রঙ্গী ॥ ২১
জানত ভাসব বহুবিধ কেলী ।
তাহে ভ্লাওব ইহ বনমালী ॥ ২২
অতয়ে না আওব পুন কিরি এহ ।
বিচুরব গোপ-রমণীগণ লেহ ॥ ২৩
হোয়ব যব নব-প্রেম-বিলাস ।
পুরব পিরিতি তব পাওব নাশ ॥ ২৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে কর জোরী ।
চকল প্রেম নহয়ে পইঁ মেরী ॥ ২৫

দেখ দেখ সখীসব শ্যামের করণ ।
অকুরে কহিছে রথ করিতে চালন ॥ ২৬
কিছু মাত্র রূপা না করয়ে মোসদায় ।
একি দূক বান্ধিয়াছে কঠিন শিলায় ॥ ২৭
ভাল মন্দ বিবেচনা-হীন গোপসব ।
যাইবারে হরা করিতেছে অসম্ভব ॥ ২৮
কুল বৃদ্ধ সকলে করিলা উপেক্ষণ ।
তারা ইথে কিছু না করিলা বিশেচন ॥ ২৯
আমাদের প্রতি বিধি হইয়াছে বাম ।
করিতেছে সেই এই সব দুষ্ট কাম ॥ ৩০
চল চল মোরাই সকলে আগে গিয়া ।
নিবারণ করি ত্রণ দশনে ধরিয়া ॥ ৩১
কি করিবে জ্ঞাতি বন্ধ জ্ঞান মোসবার ।
কি করিবে লোক লাজ ধরম আচার ॥ ৩২
কুম-বিরহেতে প্রাণ মোদের না রবে ।
তবে অগ্ন হস্তে ভয় করিলে কি হবে ॥ ৩৩
যদি না দিলয়ে সঙ্গে করিব গমন ।
শ্রীরঘুনন্দন সনে জানকী যেমন ॥ ৩৪

পিয়া গাঁহা যাওব, হাম তাঁহা যাওব,
উপেখিয়া কুল-ভয়-লাজ ।
পরান-পরম ধন, তাকো উপেখিয়া,
হৌয়ব লাজে কি কাজ ॥ ৩৫
নাহি দেখি অপদ উপায় ।
বিরহ-দবানলে, ইহ তজ্জু আরব,
কি করিয়া পাঁচব তার ॥ ৩৬

থাকর সজ্জ হি, সোসব রজনী,
 তৈ গেরো নিমিখ-সমান ।
 তাহা বিনে নিমিখ, কলপ-সম হোয়ব,
 কৈছে সহব দুখ প্রাণ ॥ ৩৭
 থাকর দরশন, সময় নিমিখ-লব,
 বিরহ সহন নাহি যায় ।
 তা বিমু বহদিন, কৈছে গোয়াওব,
 খৈরব ধরিয়া ছিয়ায় ॥ ৩৮
 ওরে কংসকি চর, অক্লুপ নাম ভোর,
 কাহে করসি ক্লুপ কাম ।
 দশনহি তুণ ধরি, হাম ভোহে মাগিয়ে,
 অব ব্রজে রাখ খন শ্রাম ॥ ৩৯
 নয়ন কি আশ, তরিয়া হাম নিরখিয়ে,
 ব্রজ-বিধু-বদন-স্থায় ।
 কালি করবি বাহা, সমুচিত বুকাবি,
 রঘুনন্দন দুখ গায় ॥ ৪০

এত কহি রাধিকা কান্দেন কুকরিয়া ।
 হা গোবিন্দ দামোদর মাখব বলিয়া ॥ ৪১
 কান্দিতে কান্দিতে চান ক্লুপ-মুখ-পানে ।
 অবিরল অক্লুপ গলয়ে নয়নে ॥ ৪২
 কতু বধ আগে গিয়া ভূমিডলে পড়ি ।
 কাকুতী করিয়া দিতেছেন গড়াগড়ী ॥ ৪৩
 কতু দরে তুণ ধরি বস দিয়া গলে ।
 বলদেব আগে গিয়া পড়েন ভূতলে ॥ ৪৪
 কখনো কহেন পৌর্ণমাসীরে কাদিয়া ।
 রাখ তুমি ব্রজ-নাথে সুকতি করিয়া ॥ ৪৫
 দেখি এসকল রাধিকার আচরণ ।
 ভূতলে পড়িয়া কান্দে এ রঘুনন্দন ॥ ৪৬

রাধিকার দশা, নিরীক্ণ করি,
 দর দর করুণায় ।
 ছল ছল জাঁখি, খির হইবারে,
 না পারেন শ্রামরায় ॥ ৪৭
 তবে এক দূত ধারে ।
 আগাস বচন, কহি পাঠাইলা,
 প্রণয়েতে রাধিকারে ॥ ৪৮
 শ্রিয়ে ভোরা সবে, আশায় লাগিয়া,
 নাহি ভাব কতু মনে ।

রিপু নাশ করি, কিরিয়া আসিব,
 আমি পুন এ ভবনে ॥ ৪৯
 কিছু দিন ভোরা, নয়ন মুদিয়া,
 সহি থাক এই দুখ ।
 অচিরাতে আমি, কিরিয়া আসিয়া,
 তোমাদিগে দিব সুখ ॥ ৫০
 দত-মুখে শুনি, এতেক বচন,
 রাখা পাল্যা আশোয়াস ।
 ক্লুপ-রথ পাছে, কান্দি কান্দি যায়,
 এ রঘুনন্দন দাস ॥ ৫১
 ইতি ত্রীণীতমালায়াং প্রোষিত
 ভক্তকাবর্ণনে ভবদ্বিরহ-বর্ণনং নাম
 উনত্রিংশং অধ্যায় ॥ ২৯

ত্রিংশ গ্রন্থন ।

অথ ভূত-বিরহ ।

গয়াতে রহিলা গোরারায় ।
 বিরহ বাড়য়ে নদিয়ায় ॥ ১
 ভক্তগণ অধিক কাতর ।
 থির নহে তাদের অন্তর ॥ ২
 দিবা রাত্তি হইল সমান ।
 না করে শয়ন ভোগ পান ॥ ৩
 অবিরত করয়ে ক্রন্দন ।
 গোরাল বলি ডাকয়ে লখন ॥ ৪
 ভূমে পড়ি এ রঘুনন্দন ।
 হাহা রবে করয়ে রোদন ॥ ৫

কংসরাজে নধ করি, রচিয়া ধারকা পুরী,
 ক্লুপ তাঁহা করিলা নিবাস ।
 শুনিয়া রাধিকা তাহা, কৃষ্ণের গোহুল মাহা,
 আগমনে হইলা নিরাশ ॥ ৬
 তবে দুখ অধিক বাড়িল ।
 দুখ নাহি এক ক্ষণ, চিন্তায় ব্যাকুল মন,
 দিন রাত্তি সমান হইল ॥ ৭ *

* “চিন্তাত্র আগরোষেনো ডানবং বলিনা-
 কৃত।। প্রলাপো ব্যাধিক্রমাদো মোহো যতু-
 র্শশা দশা” ইতি দশদশাঃ ক্রমেণ বর্ণ্যন্তে ॥

তপত দীপন বন, স্বাস বহে অনুক্ষণ, :
 তাহাতে মলিন বিশ্বাধর ।
 বায় করপদ-তলে, রাখি বায়গুহলে,
 বসিয়া থাকেন নিরন্তর ॥ ৮
 অথ করি মুখখানি, যখন থাকেন ধনী,
 ভূমে তার প্রতিবিম্ব হয় ।
 বুঝি শলী মুখসনে, পরাজয় পাই রণে,
 পদতলে পড়িয়া লুপ্ত ॥ ৯
 মনে করি কিনা জানি, কখনো লিখেন ধনী,
 নখে করি ধরণী-উপর ।
 শ্রীরঘুনন্দন কর, এই অনুমান হয়,
 ধরণীয়ে চাহেন বিবর ॥ ১০
 রজনীতে সখী সব শয়ন পাতিয়া ।
 শয়ন করান তাঁরে যতন করিয়া ॥ ১১
 কেহ কেহ ঘোরে ঘোরে চায়র চুলায় ।
 কেহ বা শীতল কর শ্রীঅঙ্গে বুলায় ॥ ১২
 তবে শ্রীরাধিকা কন ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
 সখীগণ কেন কর এ সব প্রয়াস ॥ ১৩
 প্রাণনাথ যখন আছিল এই দেশে ।
 তবে নিদ্রা না যাইত, আমি রসাবেশ ॥ ১৪
 সেই কোপে এবে নিদ্রা তেজিল আমার ।
 না আসিবে সেহ নেত্রে করিলে উপায় ॥ ১৫
 যদি নিদ্রা হয় তবে তাহারে স্বপনে ।
 কখনো দেখিতে পাব এই হয় মনে ॥ ১৬
 বিধি প্রতিকূল তাহা করিবেক কেন ।
 শ্রীরঘুনন্দন বিনে জানকীর ঘেন ॥ ১৭
 মন মোর নিরবধি জলে ।
 উষেগ-দারুণ-ভুবানলে ॥ ১৮
 ফলকাল স্থির নাহি হয় ।
 কি করিবে না পাই নিশ্চয় ॥ ১৯
 কি করিলে এ দুখ বাইবে ।
 কেবা সেই উপায় কহিবে ॥ ২০
 ভোমাদিগে করি যে বন্দন ।
 কর কিছু উপায় রচন ॥ ২১
 ব্যর বলে মোর হত মন ।
 স্থির হতো পারে একক্ষণ ॥ ২২
 কিশোরীর বচন শুনিয়া ।
 সখী সব কহয়ে কান্দিয়া ॥ ২৩

প্রিয়সখি শুনি হোর এ সব বচন ।
 বড়ই কাতর হল্য আমাদের মন ॥ ২৪
 একে তনু ক্রৌণ হইয়াছে অনাহারে ।
 ইথে এত উষেগে রহিবে কি প্রকারে ॥ ২৫
 দেখ কৃষ্ণ-চতুর্দশী শলী হয় ক্রৌণ ।
 তাহা হইতেও তনু হইয়াছে দীন ॥ ২৬
 যত আছে হেম-মণিময় আভরণ ।
 গ্রন্থ হইয়াছে তাহা না হয় পিকন ॥ ২৭
 ভূষণের কন্ধ্য করে কেবল অঙ্গুরী ।
 তাড় হইয়াছে যেহ ভূজের উপরি ॥ ২৮
 উপমা হইত আগে ভূজের মৃণালে ।
 দেখিতে না পাই কোথা হইবে এ কালে ॥ ২৯
 শ্রীরঘুনন্দন ভগে সজল-নয়নে ।
 নাহি দেখি উপমান এ তিন ভুবনে ॥ ৩০
 সহজেই তনু শিন, বিরহেতে শত গুণ,
 শয়নে মিলায়া যেন রয় ।
 নাহি তার যত্নলেশ, মার্জিত জ্বালন বেশ,
 তাহে মলিনতা অতিশয় ॥ ৩১
 হতবিধি দারুণ-আশয় ।
 যে তনু কক্ষের বুক, থাকিত সদাই হৃথে,
 সেহ আজি প্লায় লুপ্ত ॥ ৩২
 দেখিয়া যাহার কান্দি, হেম সৌদামিনী-ভক্তি-
 প্রতি রূপা করিত সকলে ।
 সেহ এবে পদাঘাত, শোণ-পুষ্প উপমিত,
 কি আর কহিব অকুশলে ॥ ৩৩
 পূর্ণিমার শশধর, হইতেও মনোহর,
 যে হৃথের মাপুরী আছিল ।
 একি হিম-নিপতনে, মলিন মলিন সনে,
 এবে সেহ সমান হইল ॥ ৩৪
 পিয়ে যে অধরামৃত, নিজ তক্ষা নিবাসিত,
 নিরবধি কিশোরী-মোহন ।
 সেহ শুক জবাফল, বাঙ্কলীর সমতুল,
 হল্য একি বিধি-বিভ্রম ॥ ৩৫
 রাধা কন সখি কোথা কিশোরীমোহন ।
 গোকুলের শলী কোথা করিল গমন ॥ ৩৬
 কোথা কালিন্দীর কুল-নিভ্রু-বিসাসী ।
 কোথা নোবর্ধন-গিরি-কন্দর-নিবাসী ॥ ৩৭

কোথা গেল গোপীগণ-বসন-তস্বর ।
 কোথা রাসলীলা-রস-রসিক-শেখর ॥ ৩৮
 কোথা মোর বেশভূষা-বিধান-তৎপর ।
 কোথা মোর সঙ্গে মিলি বেণু-বাদ্য-কর ॥ ৩৯
 কোথা শারদীয়-শশি-সমান-বদন ।
 কোথা রমণীর মণ-দমন-নয়ন ॥ ৪০
 কোথা হৃদ্যমাধুরী-কি-কারি-নিম্নাপর ।
 কোথা গেল কিশোরীমোহন-নটবর ॥ ৪১
 পাইয়া জন্মে নড় বাধা ।
 বিলাপ করেন হেন রাধা ॥ ৪২
 সেই কালে বিবাহের ক্ষর ।
 প্রবেশিল তাঁর কলেবর ॥ ৪৩
 প্রথমেতে থর থর করি ।
 কাপিতে লাগিল হৃদয়ারী ॥ ৪৪
 পুলকিত সকল শরীর ।
 বহে তাঁহে দল-বর্ষা-নীর ॥ ৪৫
 সব তরু-লতা-নিবরণ ।
 ছল ছল করয়ে নয়ন ॥ ৪৬
 তরু উতপ্ত অতিশয় ।
 ঘন ঘন নিশ্বাস বহয় ॥ ৪৭
 কিশোরীর দেখি হেন ক্ষর ।
 সখী সব অধিক কাতর ॥ ৪৮
 তবে রাধা সখীদিগে কাতর দেখিয়া ।
 উদ্ভাদ-আবেশে কন হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪৯
 সখী সব তোরা কেন হইছ কাতর ।
 অই দেখ আগে আসিয়াছে নটবর ॥ ৫০
 না ডাকিহ উহারে তোমরা কোনো জন ।
 আইলেও নাহি দিয় বসিতে আসন ॥ ৫১
 কেহ কোনো কথা উহা প্রতি না কহিয় ।
 নয়ন ফিরায়া উহা পানে না চাহিয় ॥ ৫২
 কাছে আসি করিবেক কাকুতি যখন ।
 তখন কহিবে কর দ্বারকা গমন ॥ ৫৩
 রাজ-কঙ্কাগণ লগ্না করগা বিহার ।
 গোপ-নারী কাছে হবে কি হৃৎ তোমার ॥ ৫৪
 তারা জানে নানা মত হাস-পরিহাস ।
 গোপনারী সকল কি জানে হাস-ভাষ ॥ ৫৫
 দেখি হেন কিশোরীর উদ্ভাদ-আবেশ ।
 সখী সব কণ্ঠে পাইলা হৃৎ-লেশ ॥ ৫৬

কহিতে কহিতে, নাপাই দেখিতে
 নিজ প্রাণনাথে রাই ।
 কি হইল হায়, বলিয়া ধ্বায়,
 পড়িলা মুরুছা পাই ॥ ৫৭
 তাহা দেখি সখীগণ ।
 একি একি বলি, করিয়া ব্যাকুলী
 বেঁটীলা হৃথিতমন ॥ ৫৮
 ললিতা হৃন্দরী, হুবাহ পসারি,
 কোলেতে তুলিয়া নিলা ।
 বিশাখা নীতল, সুবাসিত জল,
 নয়নে বয়নে দিলা ॥ ৫৯
 ঐচ্ছিত্রা সজল, ধারয়া কমল,
 বুলায়েন কলেবরে ।
 ঐচ্ছিকলতা, শতদলপাতা,
 ধারিয়া বাজন করে ॥ ৬০
 ক্ষেহ ত চন্দন, কর্পূর লেপন,
 করয়ে সকল গায় ।
 তথাপি রাধার, বিরহ-বিকার,
 মোহ লয় নাহি পায় ॥ ৬১
 তবে ক্রীললিতা, কহেন হৃষিতা,
 হায় কি করিলে হরি ।
 কিশোরী শুনিয়া, নয়ন মিলিয়া,
 চাহিলেন ধরি ধরি ॥ ৬২
 তাহা দেখি সখী সব পাইয়া আশ্বাস ।
 কহিছেন আছে রাই নাহও নিরাশ ॥ ৬৩
 দেখ দেখ চাহিতেছে মিলিয়া নয়ন ।
 নিশ্বাসেতে তুলিতেছে বুকের বসন ॥ ৬৪
 গুরে বিধি কি কহিব তোরা বিচার ।
 করিল যাহাতে হেন দশা রাধিকার ॥ ৬৫
 ভুবন-মোহন শ্রাম দোহাগ সে কোথা ।
 কোথা বা মরণ হতে অধিক এ ব্যথা ॥ ৬৬
 ইহা কি ঐচ্ছিত্রা থাকি পারিয়ে সাহিতে ।
 করিব বা কিবা তাহা নাপাই দেখিতে ॥ ৬৭
 এত কহি সব সখী করেন ক্রন্দন ।
 তাহাদিগে ঐচ্ছিকশরী ধরে ধরে কন ॥ ৬৮
 প্রিয়সখি তোরা সবে, আমার লাগিয়া এ-
 আর নাহি করহ রোদন ।

মোরে ষত কর রেহ, তার ফল কিছু দেহ,

যাহে সুখি হবে মোর মন ॥ ৬৯

এক চিত্র পট বিরচিতা ।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠাম, সেই বংশীধারীশ্রাম,

লিখি দেহ আমারে আনিয়া ॥ ৭০

সেই পট দেখি দেখি, আমি মনে হয়্যা সুখী,

কুণ্ডে জালি প্রবল অনল ।

প্রবেশ করিয়া তায়, তেজি এই হত কায়,

বিনাশিব যন্ত্রণা সকল ॥ ৭১

অথবা যমুনা-জলে, প্রবেশিয়া কুতূহলে,

বিরহ-অনল নিবাইব ।

ঘুচাব কামের ত্রাস, নাশিব বিধির আশ,

তোমাদের হুখ নিবাবিব ॥ ৭২

আমি মৈলে তোরা সবে, দত দ্বারা স্ত্রীমাদবে,

জানাইহ এই নিবেদন ।

তোমার বিরহ-স্রব- সস্তাপিত-কলেবর,

তেজিয়াছে কিশোরী জীবন ॥ ৭৩

রাধিকার এ কথা শুনিয়া ।

সখী সব কহেন কান্দিয়া ॥ ৭৪

কি কহসি সখি এ বচন ।

হরি হরি তেজবি জীবন ॥ ৭৫

তুই যদি করবি এ কাজ ।

কাটা রবে এ সখী সমাজ ॥ ৭৬

শ্রামের বিরহে মোরা দুখী ।

তোরেই দেখিয়া প্রাণ রাখি ॥ ৭৭

যদি তুই তেজবি জীবন ।

মরি যাবে তবে সখীগণ ॥ ৭৮

একা মরি সকলে মারিবি ।

সে বধের ভাগিনী হইবি ॥ ৭৯

এত কহি কান্দে সখীগণ ।

সঙ্গে কান্দে এ রবুন্দন ॥ ৮০

রাধিকা কহেন পুন ছাড়িয়া নিবাস ।

সখী সব আমার জীবনে নাহি আশ ॥ ৮১

দেখ দেখ তেন বন্ধু উপেষিল যারে ।

সে আমি জীবন ধরি রব কিপ্রকারে ॥ ৮২

দেখিতে না পায় যেহ সে চান্দবদন ।

কি কাজ তাহার রাখি এ ছার জীবন ॥ ৮৩

যাহাতে তাহার বাণী শুনিতে না পাই !

সে অবশে ক্ষণকাল রাখিতে না চাই ॥ ৮৪

যাহে না দেখিতে পাই সে অঙ্গমাধুরী ।

সে নয়ন ধরিতে বাসনা নাহি করি ॥ ৮৫

তাহার প্রসাদ যেহ না পায় বাইতে ।

বাসনা না হয় সেই রসনা রাখিতে ॥ ৮৬

সে অঙ্গ-দোরভ নাহি পায় যেই নাসা ।

তাহা রাখিবারে মোর না হয় লালসা ॥ ৮৭

যে অঙ্গ না পায় তার স্ত্রীমঙ্গ-পরশ ।

তাহা রাখিবারে বাধ্য করে না মানস ॥ ৮৮

অতএব না রাখিব আমি এ জীবন ।

তোরা নাহি কর ইথে বাধ বিরচন ॥ ৮৯

রাধিকার মুখে শুনি এ সব বচন ।

ভুতলে পড়িয়া কান্দে এ রবুন্দন ॥ ৯০

ললিতা কহেন পুন, গধি মোর কথা শুন,

স্থির করি আপনার মন ।

মোর বাক্যে শ্রদ্ধা কর, লগয়ে বৈরথ ধর,

এক দিন কর প্রত্যক্ষণ ॥ ৯১

শুনিয়াছি ভিক্ষুক-বদনে ।

দত্তবক্তে বধিবারে, প্রাণনাথ মৃগপুরে,

আসিয়াছে রথ আরোহণে ॥ ৯২

তারে ত্রজে আনিবারে, পাঠাইব সুবলারে,

এই মনে কর্যাছি নিশ্চয় ।

না আইসে যদি সেহ, তেজিব সকলে দেহ,

একা তুমি কেন পাসে ক্ষয় ॥ ৯৩

কহিতে কহিতে কথা, সুবল আইলা তথা,

তারে সব বাধা জানাইয়া ।

ললিতা মথুরা পুরী, পাঠাইলা তরা করি,

রাধিকার দশা দেখাইয়া ॥ ৯৪

যাইতে যাইতে পথে, সুবলের কৃষ্ণসাপে,

কিছু দূরে হইল দর্শন ।

দেখি মাত্র তাঁরে হরি, নামিয়া ভূতলোপরি,

ধাই আদি কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৯৫

ধরি তার কবচল, বসি এক তরুশূলে,

ছল ছল কমল নয়ন ।

বাপ্পে কণ্ঠ রোধ করে, বাক্য নাহি ভাল ক্ষুরে,

জিজ্ঞাসেন কিশোরীমোহন ॥ ৯৬

প্রিয় সখা আগে কহ আপন কুশল ।
 মাতা পিতা কেমন আছেন তাহা বল ॥ ১৭
 জীদাম-আদি সখা সব আছয়ে কেমন ।
 কেমন আছেন আর সব বন্ধজন ॥ ১৮
 গাবৌ বুঝ পশু পাখী তরু লতা-ততি ।
 সকল কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥ ১৯
 আর এক কথা তোরে করি জিজ্ঞাসন ।
 মোর প্রিয়া গোপী সব আছয়ে কেমন ॥ ১০০
 তার মানো সর্বাধিক প্রিয়তমা রাধা ।
 বাঁচিয়া আছে ত সহি এ বিরহ-বাধা ॥ ১০১
 আমি দন্তবক্রে বধি যাইতেছি ব্রজে ।
 কিন্তু পদ নাহি চলে শঙ্ক আর লাজে ॥ ১০২
 বাঁচি আছে কিনা সবে ভাবি শঙ্ক হয় ।
 দুখ দিয়া কাছে যাতে লাজ উপজয় ॥ ১০৩
 তুমি আলো ভাল হল্য কহ সব কথা ।
 ভাল শুনি তবে যাব না যাব অজ্ঞথা ॥ ১০৪
 শ্রীরবনন্দন কহে একি ঠাকুরালী ।
 কুশল পুছন নিজে দিয়া আগি জালি ॥ ১০৫
 সুবল বলই শুন, যদুকুলনন্দন,
 গোবুল-কুশলকি বাত ।
 নিরবধি কাম কাম, করি রোলই তোর,
 বশোমতী মাত ॥ ১০৬
 ব্রজপতি গতিমতি, লোচন-বিরহিত,
 নিরবধি মেজা ঈ লুটই ।
 বঙ্গবী বঙ্গব, জীবনে আছই,
 কাক কুখ নাহি ষটই ॥ ১০৭
 হাম সব কুশল, পুছিতে নহি হোয়ত,
 লাজ উদয় তুই হৃদয়ে ।
 যা বিনে যো নহি, হুখ পাওত কভু,
 তা বিনে কইছ মো রহয়ে ॥ ১০৮
 গাবৌ বুঝ, কুরঙ্গ বিহঙ্গম,
 জীবই তুই দিষ্টে আশে ।
 ভোজন শয়ন বিহার, না করতই,
 তরু লতা মৃতসম ভাসে ॥ ১০৯
 তুৎক গিয়াগণ, বিরহ দবানলে,
 বস্ত্র পাত্ত যোই ।
 শ্রীরবনন্দন বিহু, জানকিকো হুখ,
 ইন কি কলা নাই হোই ॥ ১১০

ভোমার বিরহে ঘেই দুখ রাধিকার ।
 তার বেশ কহিবারে শক্তি আছে কার ॥ ১১১
 নিরবধি চিন্তায় আকুল তার মন ।
 রাজনীতে নিদ্রা নাহি হয় একক্ষণ ॥ ১১২
 উষ্মে তাহার মন স্থির নাহি হয় ।
 কলেবরে কুশতা হুয়্যাছে অতিশয় ॥ ১১৩
 অঙ্গের মালিন্য দেখি খেদ হয় মনে ।
 হৃদয় বিদরে শুনি প্রলাপ বচনে ॥ ১১৪
 ক্ষণে ক্ষণে নানা মত ব্যাধি উপজয় ।
 তার মাঝে উষ্মাদের অধিক উদয় ॥ ১১৫
 কখনো কখনো মুচ্ছা হয় অবিরাম ।
 যাহার ঔষধ এক মাত্র ভব নাম ॥ ১১৬
 সন্ততি দেখিবু কিশোরীর ঘেই দশা ।
 তাহা কহিবারে মোর না হয় ভরসা ॥ ১১৭
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন পুন তাঁয় ।
 বুঝিলাম তোর অভিপ্রায় ॥ ১১৮
 হুয়্যাছে শরীরে রাধিকার ।
 দশমী দশার অধিকার ॥ ১১৯
 আমি কিবা করিব এক্ষণ ।
 তুমি তাহা কহ বিচক্ষণ ॥ ১২০
 যদি তারে দেখিতে না পাই ।
 কি দল হইবে ব্রজে যাই ॥ ১২১
 কহ কহ মোরে প্রাণ-ভাই ।
 আছে কিনা আছে বাঁচি রাই ॥ ১২২
 যদি তার নাহি থাকে প্রাণ ।
 আমারেও তার সঙ্গিজন ॥ ১২৩
 যেথা তারে দেখিতে পাইব ।
 আমিহও সেখানে যাইব ॥ ১২৪
 নিবেদয়ে শ্রীরবনন্দন ।
 ব্রজে চল পাবে দরশন ॥ ১২৫
 সুবল বলেন সখা শুনহ বচন ।
 এখনও না তেজিয়াছে রাধিকা জীবন ॥ ১২৬
 বিরহে যেমন তার হইতেছে ক্রেশ ।
 তাহে এক্ষণ তার হত্যা দশা শেষ ॥ ১২৭
 কেবল ভোমার মধুপূরে আগমন ।
 কহি রাধি আছে তার লালিতা জীবন ॥ ১২৮
 আমিহ সেখানে ফিলি না বাব বাবত ।
 বতনে রাধিব প্রাণ রাধিকা তাবত ॥ ১২৯

অতএব মোর সঙ্গে করিয়া গমন ।
 দেখা দিয়া কর তার জীবন রক্ষণ ॥ ১৩০
 ক্রীকৃষ্ণ কহেন সখা তুমি আগে গিয়া ।
 তারে কিছু হৃদয় কর মোর বান্ধা দিয়া ॥ ১৩১
 অগ্রথা অধিক দুখ দেখিলে তাহার ।
 সহ্য না হইবে ক্রেশ জন্মে আমার ॥ ১৩২
 আমি পিতা মাতা দিকে করিয়া প্রণাম ।
 তব পাছে পাছে যাব কিশোরীর ধাম ॥ ১৩৩
 তবে ক্রীতবল, ভাল ভাল বলি,
 গোকুলে ফিরিয়া আসি ।
 রাধার নিকটে, গমন করিলা,
 আনন্দেতে ভাসি ভাসি ॥ ১৩৪
 দেখি তাঁরে হৃদিময়ন ।
 ক্রীলিতা কন, কহ কত দূরে,
 বন্ধু করে আগমন ॥ ১৩৫
 সুবল কহেন, দম্ববন্ধে বধি,
 আসিছিল সেহ বজ্রে ।
 আসিতে আসিতে, আমার সহিতে,
 দেখা হল্য পথ-মাঝে ॥ ১৩৬
 ব্রজের কুশল, পুছিয়া শুনিয়া,
 কহিলেক সখা মোরে ।
 তুমি আগে গিয়া, মোর বান্ধা দিয়া,
 সুখী কর রাধিকারে ॥ ১৩৭
 আমি পিতা মাতা, চরণ বন্দন,
 করিয়া কিশোরী কাছে ।
 অতি অবিলম্বে, গমন করিব,
 সখা তোর পাছে পাছে ॥ ১৩৮
 শুনিয়া সুবলের কথা হৃষিতা ।
 কহিছেন উঠি বুঝানু-সুতা ॥ ১৩৯
 সুবলের কথা শুনিলে সকলে ।
 বিধি কি অনুকূল হল্যা গোকুলে ॥ ১৪০
 ব্রজ-নাথ ব্রজে যদি আইল রে ।
 কর মঙ্গল কর্ত্তব্য বিধান বরে ॥ ১৪১
 কদলীভরু গোপহ দ্বার অটে ।
 নিকটে জল পূর্ণ হৃদয় ষটে ॥ ১৪২
 নব তুঙ্গ-পিষ্ট শুনিয়া জলে ।
 কর চিত্রিত অঙ্গনভূমিডলে ॥ ১৪৩

কুল-অনুর-জাল বিছাই পথে ।
 চলিতে বন্ধুরা অনু নাহি বেধে ॥ ১৪৪
 রত্ননন্দন মঙ্গল-বস্ত্র নিয়া ।
 বন্ধু আনিতে ষাউক জুই-হিয়া ॥ ১৪৫
 এত কহি প্রকাশ বচনে ।
 রাধিকা কহেন পুন মনে ॥ ১৪৬
 বন্ধু যবে আসিবেক কাছে ।
 বসিব তাহারে করি পাছে ॥ ১৪৭
 পুছিবেক কুশল যখন ।
 না কহিব উত্তর বচন ॥ ১৪৮
 যবে চাবে তজ্জ পরিশিতে ।
 নিবারণ ধরিয়া পাবিতে ॥ ১৪৯
 যবে চাবে করিতে চুম্বন ।
 বসনেতে বাঁপি বদন ॥ ১৫০
 করিবে সে যখন কাকুতি ।
 ভক্তিনা করিব তার প্রতি ॥ ১৫১
 বহু রাজ-ভনয়া রাগিয়া ।
 শঠ এথা আলো কি লাগিয়া ॥ ১৫২
 যাহ যাহ কুসুজারমণ ।
 এথা তব কিবা প্রয়োজন ॥ ১৫৩
 নিবেদয়ে ত্রীরত্ননন্দন ।
 ভুলিবে দেখিলে সে বদন ॥ ১৫৪
 বিশাখা কহেন তবে মধুর বচন ।
 রাধে তোর বেশ বনাইতে হয় মন ॥ ১৫৫
 মলিন অঙ্গেতে প্রাণনাথ-দরশন ।
 উচিত না হয় এই মোর বিবেচন ॥ ১৫৬
 ললিতা কহেন সখি ইহা ভাল নয় ।
 মলিন অঙ্গেই আজি দেখা দিতে হয় ॥ ১৫৭
 রাখিয়াছে রাধিকারে সে যুগে গেমন ।
 আপন নয়নে তাহা কল্পক দর্শন ॥ ১৫৮
 হেন মত আলাপন হইতে হইতে ।
 আইলেন বৃন্দাবন-চন্দ্র আচাশিতে ॥ ১৫৯
 তাঁরে দেখি যাবদীয় বন্দী-নিকর ।
 প্রমাদে হইলা স্তম্ভিত-কলেবর ॥ ১৬০
 উদয় না করে কারো নিমেষ নয়নে ।
 কে বল গলয়ে অঙ্গ-জল যনে যনে ॥ ১৬১
 বদনেও নাহি ক্ষুণ্ণ বচন কিকিৎ ।
 কিশোরী-মোহন দেখি হইলা নিশিত ॥ ১৬২

শ্রীকৃষ্ণ দেখেন, গোপিকা সকলে,
অতি ক্ষীণ কলেবর ।

তাহাতে মলিন, বেশ-ভূষা-হীন,
মলিন বসন-ধর ॥ ১৬৩

কেশের নাইক বেশ ।

আলুলিত হয়্যা, ব্যাছে বাঁপিরা,
বদন-উপরি কেশ ॥ ১৬৪

হেম মণিময়, আভরণ কিছু,
নাহি আছে কলেবরে ।

কেবল তাঁহারী, কুশল লাগিয়া,
এক এক ভূষা পরে ॥ ১৬৫

দেখি গোপীদের, এ বিরহ দশা,
মোহিত হইয়া হরি ।

বাহু পসারিয়া, সুবলে ধরিয়া,
কপি গর থর করি ॥ ১৬৬

কিছুকাল পরে, অনেক যতনে,
তিঁহ কিছু স্থির ভেজা ।

কিশোরীর আগে, তাঁরে বসাইয়া,
সুবল বাহিরে গেলা ॥ ১৬৭

তবে কৃষ্ণ পৌছাইয়া নিজ করে করি ।

গোপ-নারী সকলের নয়নের বারি ॥ ১৬৮

তাঁহার পরশে তারা চেতন পাইয়া ।

বসিলেন নিজ নিজ অঙ্গ সঙ্গরিয়া ॥ ১৬৯

তবে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন গোপিকা সকলে ।

কহ কহ প্রিয়া সব আপন মঙ্গলে ॥ ১৭০

ললিতা বলেন মহারাজ গোপিকার ।

কুশল জানিলে ফল হবে কি তোমার ॥ ১৭১

যাদিগে অভাগী করি বিধি গঢ়িয়াছে ॥

তাহাদের কুশল কখন কিবা আছে ॥ ১৭২

তবে হল্য এবে তব দেখা যে কুশল ।

বুঝিতে না পারি ইহা কি ভাগ্যের ফল ॥ ১৭৩

কিশোরী কহেন সপি বৃথা এ কথন ।

রাজারী কুশল আগে কর জিজ্ঞাসন ॥ ১৭৪

শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রিয়ে, তব আগে নিবেদিয়ে,

এই মোর পরম মজল ।

এ মহাবিরহ ক্রেশে সহিয়াও সন্নিবেশে,

বাঁচি আছেয়ে তোরা সকল ॥ ১৭৫

ইহা নাহি ছিল মোর মনে ।

ব্রজে করি আগমন, তোমাদিগে সজীবন,

নিরখিব আপন-নয়নে ॥ ১৭৬

বুঝিয়াছি পূর্বে যেই, কহিয়াছিলাম সেই-

বাক্য ব্রজে আসিব বলিয়া ।

তাহাতেই শ্রদ্ধা করি, তোরা আছ প্রাণ ধরি,

অতথা সে যাইত চলিয়া ॥ ১৭৭

একি একি হায় হায়, দেখি অতি ক্ষীণ কায়,

সে লাবণী গিয়াছে কোথায় ।

মরি মরি মুখ তেন, মলিন হয়্যাছে হেন,

দেখি বুক নিদরিয়া যায় ॥ ১৭৮

ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, হেন তোমা সবাকারে,

ছাড়িয়া ছিলাম গিয়া দূরে ।

শ্রীরত্নন্দন কথ, গোপীদের দুখ-লয়,

হল্য কৃষ্ণ-বাক্য সুধা-পূরে ॥ ১৭৯

তবে তাঁরা শীতল সুগন্ধ জল আনি ।

পাখালিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ দুখানি ॥ ১৮০

শীতল মধুর জব্য করায়্যা ভোজন ।

পথ-শ্রম-বৃচাইতে করল্য শয়ন ॥ ১৮১

ভুজাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ রাধিকারে ।

করিল্য তাঁহার বেশ বিবিধ প্রকারে ॥ ১৮২

তবে তাঁরে লয়্যা গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে ।

কহিছেন কৃষ্ণ প্রতি মধুর বচনে ॥ ১৮৩

রজ-নাথ এই নাও কিশোরী দুখিনী ।

ইহারে সান্থনা কর তুমিহ আপনি ॥ ১৮৪

যত করি রাখিয়াছি মোরা বাঁচাইয়া ।

কেবল তোমার গুণ গাইয়া গাইয়া ॥ ১৮৫

এখন ইহার যাহে সুখি হয় মন ।

কিশোরী মোহন তাহা কর আচরণ ॥ ১৮৬

এত কহি প্রিয় সখীগণ ।

বাহিরেতে করিয়া গমন ॥ ১৮৭

তবে কৃষ্ণ রাধিকার করে ।

ধরি বসাইলা উরুপরে ॥ ১৮৮

অধোমুখী আছেন কিশোরী ।

নয়নে বহয়ে অশ্রুবারি ॥ ১৮৯

কহ্য তায় চিবুকে ধরিয়া ।

কহিছেন কাহুতি কহিয়া ॥ ১৯০

প্রিয়ে হৃৎ দিয়াছি যে তোহে ।
তাহে উপধিতে হয় মোহে ॥ ১১১
ভূমি হও প্রেম রসময়ী ।
এ লাগি বিরক্ত নহ ময়ি ॥ ১১২
কর সদা মোর গুণ গান ।
নাহি কর দোষানু-সন্ধান ॥ ১১৩
আর হেন কড় না করিব ।
সদা তব নিকটে রহিব ॥ ১১৪
কৃপা করি কিশোরি এখন ।
মোর দোষ কর ক্ষমাণ ॥ ১১৫

এত কহি চন্দন করেন বশীধারী ।
কহিছেন তাঁর প্রতি কীর্তিদা-কুমারী ॥ ১১৬
প্রাণনাথ কিবা আছে তোমার দশন ।
আমরাই হই নানা দোষের ভাজন ॥ ১১৭
ভূমিহ সত্য যাহা ইচ্ছা তাহা যাবে ।
তাহাতে তোমার দোষ কোন জন গাবে ॥ ১১৮
মোরা যে তোমার সঙ্গে যাইতে না পারি ।
বিচার করিলে এহ দোষ হয় ভারি ॥ ১১৯
ক্রৌঞ্চ কহেন তোরা হও পর নারী ।
মোর সঙ্গে অত ঠাই যাইবে কি করি ॥ ১২০
মোরেই থাকিতে হয় তোমাদের কাছে ।
তাহা না করিয়া মোর দোষ হইয়াছে ॥ ১২১
সেই দোষ ক্ষমা করি কিশোরি আমার ।
নিজ দাস বলে পুন করহ স্মরণ ॥ ১২২

তবে হয় মনে যুগী, ক্রম-হনিত-যুগী,
কহিছেন রাধা ঠাকুরণী ।
তবে দোষ-ক্ষমা করি, যদি শাঠ্য পরিহারি,
দুর্থাৎ বলহ এক বারি ॥ ১২৩

যবে ছিলে নখুরা নগরে ।
তখন অনন্তগতি, করিতে কৃত্য রতি,
সাক্ষিত যে কোনহ প্রকারে ॥ ১২৪
এবে রূপ-গুণ-মুক্ত, রাজ-কৃত্য শত শত,
হইয়াছে গহিনী তোমার ।
তথাপি কৃত্য পাণ, ছাড়িতে না কর দাশ,
কহ কিবা গুণ আছে তার ॥ ১২৫
ক্রৌঞ্চ কহেন প্রিয়ে, শুন শুন মন দিয়ে,
দিয়াছিল কিকিঁত চন্দন ।

বশীভূত হয়্যা তার, ছাড়িবারে কুপ্ৰসার,
নাহি পারি সত্য এ বচন ॥ ১২৬
করিয়াছি বহ দার, শুনহ কারণ তার,
তোমা হেন রূপ-গুণ-প্রীতি ।
আছে কোনো রমণীতে, কিবা নাহি ইহা চিতে,
জানিবারে মোর এই রীতি ॥ ১২৭
দেখিবি বিচারি মনে, নাহি কোনো নারীজনে,
তব রূপ-গুণ-প্রেম-কণ ।
কিশোরি এ লাগি ছাড়ি, সেইত সকল নারী,
তব পাশে কৈলু আগমন ॥ ১২৮

ভূমি হও যাবদীয় গুণ-মণি-ধনী ।
অদভুত সৌন্দর্য-অধার তরঙ্গিনী ॥ ১২৯
ত্রিহুগুণে অনুপম প্রেমরসময়ী ।
বিমলা কমলা আদি নারী-বৃন্দ-জয়ী ॥ ১৩০
মোর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় তোমা ।
সকল প্রেমসী হস্তে অতি মনোরমা ॥ ১৩১
তোমাতে ছাড়িয়া আমি প্রিয়ে এক গণ ।
করিতে না পারি স্থলে কোথাও যাপন ॥ ১৩২
কি করিব যত্নেদের শঙ্ক-পাড়া দেখি ।
আসিতে না পারি তাহা সকলে উপাধি ॥ ১৩৩
এখন হইল সেই সব শঙ্ক-নাশ ।
অতএব আসিতে পাইল অবকাশ ॥ ১৩৪
কিশোরী ভেঁজিয়া এবে সব আভিমান ।
রস আপাশনে আনন্দিত কর প্রাণ ॥ ১৩৫

কহেন কিশোরী, শুন প্রাণনাথ,
আমার মনের কথা ।
ভূমি যে অনেক, বিধা করিয়াছ,
তাং নাহি মোর ব্যথা ॥ ১৩৬

তব কাছে হয় স্থপ ।
তাহাতে আমার, কখনো কিকিঁত,
গপনেও নাহি দুঃ ॥ ১৩৭
কেবল আছিল, এক বড় দুঃ
দেখিতে না পাই তোহে ।
আজি বিধি তাহা, সমূলে নাশিল,
করণী করিয়া মোহে ॥ ১৩৮
তব আগমনে, যে দুঃ-পাশায়,
হইয়াছে উহলিত ।

তাহে ডুবি কোথা, আছি কি করিছি,

তাহা নাহি জানে চিত ॥ ২১৯

কিশোরীর এত, বচন শুনিয়া,

হরি আনন্দিত-হিয়া ।

তুলীর উপরি, শয়ন করিলা,

তাঁহারে বুকেতে নিয়া ॥ ২২০

চিরদিন পরেতে মিলনে ।

অতি আনন্দিত দুইজনে ॥ ২২১

করিছেন দৃঢ় আলিঙ্গন ।

পুথ নহে যাহা এক ক্ষণ ॥ ২২২

অনিমিত্ত করিয়া নয়ন ।

পরস্পরে দেখেন বদন ॥ ২২৩

মানো মানো করেন চুম্বন ।

যাহে তপ্ত নহে দুই মন ॥ ২২৪

করেন যে মদন-বিলাস ।

তাহাতেও পূর্ণ নহে আশ ॥ ২২৫

জন্মে তাঁহাদের কলুবরে ।

অবিবর্ত্ত বর্ষজ্ঞান করে ॥ ২২৬

রসময় কিশোরী কিশোর ।

মদন সমরে হৈল্যা ভোর ॥ ২২৭

তাহা জানি সখী 'সব আনন্দিত-মন ।

বাহিরে থাকিয়া কহিছেন এ বচন ॥ ২২৮

আজি আমাদের দিন অতি অমুপাম ।

একত্র হইলা যাহে পুন রাধা শ্যাম ॥ ২২৯

আজি শশী পূর্ণ হইয়া করুক উদয় ।

নাহি আছে আর কিছু তাহা হতে ভয় ॥ ২৩০

আজি মেঘ সব আসি করুক গর্জন ।

কেও কেও করি কেকী করুক নর্তন ॥ ২৩১

আজি বনে ক্ষতুরাজ করুক প্রকাশ ।

বহুক সকল স্থলে মলয় বাতাস ॥ ২৩২

করুক কোকিলকুল কুহু কুহু বর ।

মধুপান করি গান করু আলি সব ॥ ২৩৩

যত আছে মদনের মোহনাদি বাণ ।

রাই শ্যামে তাহা আজি করুক সন্ধান ॥ ২৩৪

বাটুক রজনী পারে যত বাড়িবারে ।

ভানুক কিশোরী শ্যাম হৃথের পাখারে ॥ ২৩৫

ঐরবুনন্দন আজি ত্রাণ বাজাইয়া ।

ভ্রমণ করুক ব্রজে জয় কুকারিয়া ॥ ২৩৬

এইত বচিহ্ন কিছু কৃষ্ণ লীলাগীত ।

কহিয়ে ইহার অন্ত্রমণী কিঞ্চিৎ ॥ ২৩৭

ত্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা প্রথম গ্রন্থনে ।

দ্বিতীয় গ্রন্থনে নন্দোৎসব মহাবনে ॥ ২৩৮

তৃতীয়ে প্রথম বাল্য-বিলাস-বর্ণন ।

চতুর্থে মধ্যম শিশু-লীলা সঙ্গীর্জন ॥ ২৩৯

পঞ্চমেতে শেষ বাল্য-লীলা-রসগান ।

ষষ্ঠে গ্রন্থনেতে বৎস-চারণ-বিধান ॥ ২৪০

সপ্তমেতে সখা সঙ্গে সুরভী-চারণ ।

অষ্টমে ত্রীরাধিকার প্রথম মিলন ॥ ২৪১

নবমেতে অনুরাগ-কথা রাধিকার ।

দশমে বাসক শয্যা বিলাস-বিস্তার ॥ ২৪২

একাদশে উৎকৃষ্টতা চরিত-কীর্তন ।

দ্বাদশেতে বিশ্রলক-বিলাপ-বর্ণন ॥ ২৪৩

ত্রয়োদশে খণ্ডিতা ত্রীরাধিকার মান ।

চতুর্দশে কলহাস্তরিতা-রসগান ॥ ২৪৪

পঞ্চদশে স্বামীভর্তৃকা-সঙ্গীর্জন ।

ষোড়শে গ্রন্থনে রাধা রাজ্যের বর্ণন ॥ ২৪৫

সপ্তদশে সুরব-বেশেতে অভিসার ।

অষ্টাদশে দান লীলা কলহ বিস্তার ॥ ২৪৬

উনবিংশে নৌকাখেলা করিহ কীর্তন ।

বিংশ গ্রন্থনেতে রাধা কলঙ্ক-ভঞ্জন ॥ ২৪৭

একবিংশ গ্রন্থনেতে রাধা-রাগোৎকার ।

দ্বাবিংশে রাধিকা-প্রেম-বৈচিত্র্য বিস্তার ॥ ২৪৮

ত্রয়োবিংশে শয্যাখান-বিলাস-বর্ণন ।

চতুর্বিংশে দোলযাত্রা উৎসব কীর্তন ॥ ২৪৯

পঞ্চবিংশে বাসন্তিক রাস-লীলা-গান ॥

ষড়বিংশে হিন্দোল-যাত্রা কীর্তন-বিধান ॥ ২৫০

সপ্তবিংশে শারদীয় রাস-সঙ্গীর্জন ।

অষ্টাবিংশে ভবিষ্যৎ বিরহ-বর্ণন ॥ ২৫১

উনবিংশে ভবৎ বিরহ-বিরচন ।

ত্রিংশে ভূত-বিরহ কৃষ্ণের আগমন ॥ ২৫২

এই ত্রিংশ গ্রন্থনেতে হইল সঙ্গীত ।

চারিশত একোনচল্লিশ পরিমিত ॥ ২৫৩

এই গীতমালা নিজ জীবন সহিত ।

ত্রীরাধা-মাধব-পদে করিহু অর্পিত ॥ ২৫৪

ইহাতে যদ্যপি তাঁর প্রীতি কিছু হয় ।

তবেই আমার হয় শ্রম ফলোদয় ॥ ২৫৫

কিন্তু তাঁর প্রীতি হয় বড়ই ছুঁকর ।
 করিতে না পারে যাহা বিধি মহেশ্বর ॥ ২৫৬-
 অতএব নিবেদিয়ে বৈষ্ণব চরণে ।
 শ্রবণ করহ তোরা মোর নিবেদনে ॥ ২৫৭
 তোরা যদি কৃপা করি শুন এই গান ।
 তবেই সার্থক হয় মোর এ বিধান ॥ ২৫৮
 তোরা হও অনুপম করুণা-ভাজন ।
 শোধিবে ইহাতে যত আছে যে দুঃখ ॥ ২৫৯
 আমি হই মহামূর্খ রস-বোধহীন ।
 নন্দীতাদি রচনেও না হই প্রবীণ ॥ ২৬০
 তথাপি মধুর লীলা-আখ্যান-লালসে ।
 রচিলাম এই গ্রন্থ অনেক প্রয়াসে ॥ ২৬১
 তোরা কৃপাক্ষম মাত্রে হও আমোদিত ।
 অতএব শ্রবণ করিবে এই গীত ॥ ২৬২

ইহা যদি তোমাদের কর্ণে অবেশয় ।
 তবেই আমার সব শ্রম সার্থক হয় ॥ ২৬৩
 এইত করিহু নিজ ইষ্ট নিবেদন ।
 হরি হরি হরিবল সব বন্ধুজন ॥ ২৬৪
 দুইলোকে গতি যার শ্রীকৃষ্ণমোহন ।
 গাইল এ গীতমালা সে রত্নদধন ॥ ২৬৫

ইতি শ্রীমৎকলিঙ্গ-পাবনাবতার-ভগবদ্ভিষ-
 নন্দ-বংশাবতঃশ্রীকৃষ্ণমোহন
 গোস্বামিন্দু শ্রীরত্নদধনগোস্বামি-
 বিরচিতায়াং গীতমালায়াং
 ভূত-বিরহ-বর্ণনং নাম
 ত্রিশং প্রবন্ধম্ ॥

সমাপ্তাচ্ছেয়ং গীতমালা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তি ।



